CMYK

চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৫ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

নিশ্চিন্তের প্রতীক
Sister
সিস্টার
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 17 August 2019 ■ আগরতলা, ১৭ আগস্ট, ২০১৯ ইং ■ ৩১ শ্রাবণ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

৩৭০-এর সমর্থনকারীরা দেশবাসীর প্রশ্নের মুখে স্বাধীনতা দিবসের ভাষণে ভর্ৎসনা প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১৫ আগস্ট।। নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর ১০ সপ্তাহও অতিক্রান্ত হয়নি, এই অল্প সময়ের মধ্যেই সমাজের প্রতিটি স্তরের জন্য গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। অনুচ্ছেদ ৩৭০ এবং ৩৫এ রদ করা হয়েছে, যা সর্দার প্যাটেলের স্বপ্ন উপলব্ধির লক্ষ্যে পদক্ষেপ। ৭৩ তম স্বাধীনতা দিবসে লালকেল্লা থেকে এমনই বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। স্বাধীনতা দিবসের ভাষণে প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতায় উঠে এসেছে ৩৭০ ও ৩৫এ অনুচ্ছেদ রদ, তিন তালাক প্রথার অবসান, জল সংরক্ষণ, জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও সন্ত্রাসবাদ-সহ বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। দীর্ঘ বক্তৃতায় প্রধানমন্ত্রী সর্বাধিক জোর দিয়েছেন ৩৭০ ও ৩৫এ অনুচ্ছেদ রদ, তিন তালাক প্রথার অবসান ও সন্ত্রাসবাদ নিয়ে।

৭৩ তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে বৃহস্পতিবার সকালেই লালকেল্লায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এরপরই স্বাধীনতা দিবসের ভাষণে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ''নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর ১০ সপ্তাহও অতিক্রান্ত হয়নি, এই অল্প সময়ের মধ্যেই সমাজের প্রতিটি স্তরের জন্য গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। অনুচ্ছেদ ৩৭০ এবং ৩৫এ রদ করা হয়েছে, যা সর্দার প্যাটেলের স্বপ্ন উপলব্ধির লক্ষ্যে পদক্ষেপ।'' এই মুহূর্তে বন্যায় বিপর্যস্ত কেরল, কর্ণাটক ও মহারাষ্ট্র-সহ দেশের বিভিন্ন রাজ্য। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বন্যা দুর্গতদের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ''আমরা আজ স্বাধীনতা দিবস পালন করছি, এই সময় দেশের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষজন বন্যা কবলিত। বন্যা দুর্গতদের প্রতি আমাদের সমবেদনা।'' জল সংরক্ষণের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে

অনুচ্ছেদ ৩৭০ এবং ৩৫এ রদ করা হয়েছে, যা সর্দার প্যাটেলের স্বপ্ন উপলব্ধির লক্ষ্যে পদক্ষেপ।'' এই মুহূর্তে বন্যায় বিপর্যস্ত কেরল, কর্ণাটক ও মহারাষ্ট্র-সহ দেশের বিভিন্ন রাজ্য। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বন্যা দুর্গতদের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ''আমরা আজ স্বাধীনতা দিবস পালন করছি, এই সময় দেশের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষজন বন্যা কবলিত। বন্যা দুর্গতদের প্রতি আমাদের সমবেদনা।'' জল সংরক্ষণের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ''জল সংরক্ষণের গুরুত্ব সম্পর্কে অবগত দেশবাসী, আর তাই জলশক্তি মন্ত্রক তৈরি করা হয়েছে। মেডিক্যাল সেক্টরকেও আরও সহজলভ্য করে তোলার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।'' প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, ''এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক যে, স্বাধীনতার ৭০ বছর পরও প্রচুর সংখ্যক মানুষ জল কষ্টে ভুগছেন। আগামী বছরগুলিতে বিশেষ উদ্যোগের সঙ্গে জল জীবন মিশন নিয়ে কাজ চলবে।''

লালকেল্লা থেকে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ''২০১৩-২০১৪ সালের নির্বাচনের আগে, দেশবাসীর আবেগ বোঝার জন্য দেশের সর্বত্র গিয়েছিলাম আমি। প্রত্যেকের চোখে-মুখে তখন অবসাদের ছাপ ছিল। দেশবাসীর চিন্তা ছিল, এই পরিস্থিতি কি কখনও বদলাবে? ২০১৯ সালে, আমি ভীষণ খুশি হয়েছিলাম। দেশবাসীর মেজাজ বদলে গিয়েছিল। হতাশা পরিণত হয়েছিল আশায়। প্রত্যেকেই মনে করেছিল দেশে এবার পরিবর্তন আসবে।'' ৩৭০ ও ৩৫এ অনুচ্ছেদ বিলুপ্তি প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ''সমস্যা তৈরি করায় আমরা বিশ্বাসী নই, ৭০ দিনেরও কম সময়ে আমাদের নতুন সরকার ৩৭০ অনুচ্ছেদ রদ করেছে, সংসদের উভয়কক্ষের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য এই পদক্ষেপকে সমর্থন করেছেন। জম্মু, কাশ্মীর ও লাদাখে পুরনো ব্যাবস্থায় শুধুমাত্র দুর্নীতিই ছিল। মহিলাদের অধিকার, শিশু, দলিত এবং আদিবাসী সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে শুধুই অবিচার হয়েছে। অনুচ্ছেদ ৩৭০-এর সমর্থনকারীরা এখন দেশবাসীর প্রশ্নের মুখে।'' তিন তালাক প্রথার অবসান প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর বার্তা, ''তিন তালাক প্রথার কারণে মুসলিম মহিলাদের কতটা কষ্ট পেতে হয়েছে ভেবে দেখুন। আমরা এই প্রথার অবসান করেছি। মুসলিম রাষ্ট্র যদি এই প্রথা নিষিদ্ধ করতে পারে, তাহলে আমরা কেন নয়? যদি আমরা সতীদাহ প্রথা, বাল্যবিবাহ বন্ধ করতে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

৩৭০ প্রত্যাহার আভ্যন্তরীণ বিষয় রাষ্ট্রপুঞ্জের বৈঠক শেষে তোপ ভারতের

নয়াদিল্লী, ১৬ আগস্ট।। ১৯৬৫ সালের পরে ২০১৯। ৫৬ বছরের ব্যবধানে অবশেষে জম্মু ও কাশ্মীর নিয়ে রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদে রুদ্ধদ্বার বৈঠক শেষ হল। বৈঠকের পরেই রাষ্ট্রপুঞ্জে ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি তথা রাষ্ট্রদূত সৈয়দ আকবরউদ্দিন সংবাদমাধ্যমকে বললেন, ''এটি ভারতের অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন।'' তাঁর সাফ যুক্তি, পাকিস্তান বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে, সন্ত্রাসে মদত দিচ্ছে।

রাষ্ট্রপুঞ্জে শুক্রবার আলোচনা শেষ হতেই নিরাপত্তা পরিষদেই সাংবাদিক বৈঠক করে সৈয়দ আকবরউদ্দিন বলেন, ''আমরা ধাপে ধাপে জম্মু কাশ্মীরের নিরাপত্তার কড়াকড়ি শিথিল করছি। ভারত সরকার জম্মু ও কাশ্মীরে আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন আনতে বদ্ধপরিকর।''

রাষ্ট্রপুঞ্জের তরফে বৈঠকের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে এখনও কোনও বিবৃতি দেওয়া না হলেও, বৈঠকে উপস্থিত স্থায়ী ও অস্থায়ী সদস্যরা উপত্যকার বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করেছেন। এ দিনের রুদ্ধদ্বার বৈঠকে ভারত এবং পাকিস্তানের প্রতিনিধিরা ছিলেন না।

জম্মু-কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা বিলোপ এবং তাকে দু'ভাগ করার সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে গত মঙ্গলবার রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদকে চিঠি দিয়েছিল পাকিস্তান। তার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে গোপন বৈঠক চেয়ে নিরাপত্তা পরিষদে যায় চিনও। অবশেষে স্থির হয়, শুক্রবার রাষ্ট্রপুঞ্জের কার্যালয়ে স্থানীয় সময় সকাল ১০টা অর্থাৎ ভারতীয় সময়ে সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় ওই বৈঠক হবে।

বৈঠকে যোগদান করার আগে রাশিয়ার প্রতিনিধি দিমিত্রি পোলানস্কি উপস্থিত সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিদের বলেন, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আইনের গন্ডির ভেতরেই চাকুরীচ্যুত শিক্ষকদের পথ খোঁজার চেষ্টা চলছে ঃ শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ আগস্ট।। আইনের গন্ডির ভেতরেই চাকুরীচ্যুত শিক্ষকদের জন্য পথ খুঁজে বের করার চেষ্টা চলছে। কারণ, আইন বিরুদ্ধ এমন কোন পদক্ষেপ নেবে না ত্রিপুরা সরকার। চাকুরীচ্যুত ১০৩২৩ শিক্ষকদের সম্পর্কে এ-কথা সাফ জানালেন শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ। ফলে, চাকুরীচ্যুত শিক্ষকদের নিয়ে জটিলতা সহসা মিটবে বলে মনে হচ্ছে না।

প্রসঙ্গত, ত্রিপুরা হাইকোর্টের রায়ে অস্নাতক, স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর ১০৩২৩ জন শিক্ষকের চাকুরী বাতিল হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টও এই রায় বহাল রেখেছে। তবে, বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য ২০২০ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত চাকুরীচ্যুত শিক্ষকদের এডহক ভিত্তিতে নিয়োগে অনুমতি দিয়েছে। বর্তমানে চাকুরীচ্যুত শিক্ষকরা ত্রিপুরার বিভিন্ন বিদ্যালয়ে এডহক শিক্ষক হিসেবে কর্মরত রয়েছেন।

কিন্তু, চাকুরীর নিশ্চিয়তার দাবিতে লাগাতর আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। সম্প্রতি, চাকুরীচ্যুত শিক্ষকরা আগরতলায় বিশাল মিছিল সংগঠিত করেছে। চাকুরীর নিশ্চিয়তার পাশাপাশি সমস্ত সুযোগ সুবিধা প্রদানের দাবি জানিয়েছেন তাঁরা। দাবি পূরণ না হলে বৃহত্তর আন্দোলনের হুমকিও দিয়েছেন তাঁরা।

এ-বিষয়ে আজ শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ বলেন, ত্রিপুরা সরকার চাকুরীচ্যুত শিক্ষকদের প্রতি যথেষ্ট সংবেদনশীল। কিন্তু, আইনের উর্দে উঠার ক্ষমতা নেই ত্রিপুরা সরকারের। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

১ সেপ্টেম্বর থেকেই রাজ্যে চালু হচ্ছে ডেমু ট্রেন পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ আগস্ট।। সম্ভবত আগামী ১ সেপ্টেম্বর থেকে ত্রিপুরায় ডেমু ট্রেন পরিষেবা শুরু হতে চলেছে। রেল মন্ত্রক ত্রিপুরায় ডেমু (ডিজেল ইলেকট্রিক মাল্টিপল ইউনিট) ট্রেন পরিষেবার অনুমোদন দিয়েছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের কথায় এমটাই মনে হচ্ছে। তাঁর দাবি, রেলমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল এক চিঠিতে জানিয়েছেন, আগরতলা-বিলোনিয়া-সাব্রুম লাইনে তিন জোড়া এবং ধর্মনগর-আগরতলা-বিলোনিয়া-সাব্রুম লাইনে এক জোড়া ডেমু ট্রেন পরিষেবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ত্রিপুরা সরকারের অনুরোধেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে রেল মন্ত্রক, সে-কথা তিনি চিঠিতে উল্লেখ করেছেন।

প্রসঙ্গত, কেন্দ্রে এনডিএ সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ত্রিপুরায় রেল পরিষেবায় আমুল পরিবর্তন এসেছে। কেন্দ্রের নির্দেশে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ত্রিপুরায় মিটার গেজ থেকে ব্রডগেজে রূপান্তরের কাজ দ্রুত সমাপ্ত হয়েছে। শুধু তা-ই নয়, রাজধানী এক্সপ্রেস-সহ দূরপাল্লার একাধিক ট্রেন পরিষেবা চালু হয়েছে ত্রিপুরায়। তাতে, সদূর দক্ষিণের সাথেও ত্রিপুরা রেলপথে সরাসরি যুক্ত হয়েছে। ইতিমধ্যে সাব্রুম লাইনেও রেলপথ নির্মাণের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। সুরক্ষা পর্যবেক্ষণের সবুজ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অজাতশত্রু ছিলেন অটলবিহারী স্মরণসভায় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ আগস্ট।। জনসংযোগে আত্মিক যোগ, এমনই দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী। আজ তাঁর প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত স্মরণসভায় এভাবেই তাঁর স্মৃতিচারণ করেছেন ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপি সভাপতি তথা মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তাঁর কথায়, অজাতশত্রু ছিলেন অটলবিহারী বাজপেয়ী। ভারতীয় রাজনীতিতে বিরল ব্যক্তিত্ব। কারণ, তিনি রাজনেতার ভূমিকা পালনের পাশাপাশি মন্ত্রিসভা এবং সংগঠনের সকলের ব্যক্তিগত জীবনের সমস্যা সম্পর্কে খোঁজখবর রাখতেন। একজন বিজেপি কর্মী হিসেবে তা খুবই প্রয়োজন, বলেন বিপ্লব দেব।

বিপ্লব দেব বলেন, মানুষ এখন ক্রমশ যান্ত্রিক হয়ে যাচ্ছে। কাজ ছাড়া কোনও কিছুরই সময় নেই কারোর কাছে। তাঁর কথায়, প্রয়োজন হলে তবেই মানুষ এখন অন্যের খোঁজখবর নেন। অথচ, প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী সারা জীবন মানুষের সাথে যোগাযোগ রেখেছেন। একাত্ম হওয়ার চেষ্টা করেছেন। বিপ্লব বলেন, অটলবিহারী বাজপেয়ী তাঁর জীবদ্দশায় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে রাজভবনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। বৃহস্পতিবার তোলা নিজস্ব ছবি।

তদন্তে গাফিলতি বরখাস্ত এসআই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ আগস্ট।। মাদক সংক্রান্ত মামলায় তদন্তের গাফিলতির জন্য রাজ্য পুলিশের এক সাব ইন্সপেক্টরকে সাময়িক বরখাস্ত করেছে ত্রিপুরা পুলিশ। উত্তর জেলার পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী কাঞ্চনপুর থানার সাব ইন্সপেক্টর মিকেইলা ডার্লংকে বরখাস্তের নির্দেশ জারি করেছেন। তাকে ধর্মনগরে পুলিশ লাইনে পাঠানো হয়েছে।

কাঞ্চনপুর থানার গত ১৬ ফেব্রুয়ারি থেকে ২৪ জুলাই পর্যন্ত মাদক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগরতলার যানজট, নির্দিষ্ট রাস্তায় বিধিনিষেধ আরোপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ আগস্ট।। আগরতলা শহরকে যানজটমুক্ত করার লক্ষ্যে নির্দিষ্ট কয়েকটি রাস্তায় আজ, শুক্রবার থেকে পরীক্ষামূলকভাবে যান চলাচলে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। দিনের নির্দিষ্ট সময় কর্ণেল চৌমুহনি থেকে উত্তর গেটে যাওয়ার রাস্তাটি একদিকে যাওয়ার জন্য খোলা থাকবে। তাছাড়া, লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির থেকে টাউন হল হয়ে উত্তর গেট পর্যন্ত যাওয়ার রাস্তাটি সকাল-সন্ধ্যা একদিকে যান চলাচলে খোলা থাকবে। শুধু তা-ই নয়, ওই সময় রাস্তার দুই ধারে কোনও গাড়ি পার্কিং করা যাবে না বলে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।

এ-বিষয়ে ট্রাফিক পুলিশ সুপার পিনাকী সামন্ত জানিয়েছেন, আগরতলা শহরে যানজট প্রচণ্ড বেড়েছে। বিশেষ করে অফিস টাইমে আগরতলা শহরে যানজট মোকাবিলা করতে গিয়ে ট্রাফিক পুলিশ হিমশিম খাচ্ছেন। তাই, নির্দিষ্ট রাস্তায় দিনের নির্দিষ্ট সময়ে পরীক্ষামূলকভাবে যান চলাচলে কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাগমা কান্ডে নিহত এক, মামলা গ্রেপ্তার ছয় অভিযুক্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৬ আগস্ট।। গোমতী জেলার উদয়পুরের বাগমা বাজারে দুষ্কৃতিদের হামলা আহত বিল্টু সিনহাকে শেষ রক্ষা করা গেল না। জিবি হাসপাতালের চিকিৎসকদের সবচেষ্টা ব্যর্থ করে মৃত্যু কোলে ঢলে পড়ে বিল্টু সিনহা। শুক্রবার তার মৃতদেহ উদয়পুরে নিয়ে গেলে গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে। হাজারো মানুষের শেষ অশ্রু জলে বিল্টু সিনহা শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। বিল্টু সিনহা রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সংঘের একনিষ্ঠ কর্মী ছিল। এদিকে, ওই হামলার ঘটনায় চল্লিশ জনেরবিরুদ্ধে উত্তম রুদ্রপাল নামে এক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সৎভাইকে হত্যার চেষ্টার মূল অভিযুক্ত পুলিশের জালে

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ১৬ আগস্ট।। দা দিয়ে কুপিয়ে সৎ ভাইকে নৃশংসভাবে হত্যার চেষ্টায় মূল অভিযুক্ত মকবুল আলী পুলিশের জালে ধরা পড়েছে। গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে উত্তর ত্রিপুরা জেলার কদমতলা থানার পুলিশ ধর্মনগর থেকে বুধবার বিকেলে তাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ তাকে আদালতে তোলা হলে আদালত তাকে ২৮ আগষ্ট পর্যন্ত জেল হাজতে পাঠিয়েছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, গত ১৯ জুন রাত সাড়ে আটটা নাগাদ কদমতলা থানাধীন ত্রিপুরা-বাংলাদেশ সীমান্ত ইয়াকুব নগরের ইছাইরপার এলাকায় প্রধান সড়কের পাশে দাঁড়িয়ে জহুর উদ্দিন(১৫) ওরফে সাদ্দাম মোবাইলে গেম খেলছিল। ঠিক তখনই একটি কালো রংয়ের পালসার বাইকে চেপে দুই যুবক এসে ধারালো অস্ত্র দিয়ে তার মাথায় ও মুখে এলোপাথাড়ি কোপাতে

কদমতলা

থাকে। ধারালো অস্ত্রের আঘাতে গুরুতর জখম জহুর তখন প্রাণ বাঁচাতে চিৎকার দিলে আশপাশের মানুষ ওই চিৎকার শুনে ছুটে আসেন। কিন্তু, ঘটনাস্থল থেকে আক্রমণকারীরা পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। গ্রামবাসীরা ওই দুই যুবককে আটকানোর চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু, তারা ধারালো অস্ত্রের ভয় দেখালে গ্রামবাসীরা তাদের ধরার সাহস পাননি।

এদিকে, রক্তাক্ত অবস্থায় জহুরকে উদ্ধার করে ইয়াকুব নগর বিএসএফ ক্যাম্পের গাড়ি দিয়ে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান গ্রামবাসীরা। এরই মধ্যে এই ঘটনার খবর দেওয়া হয় কদমতলা থানায়। ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে আসেন কদমতলা থানার এসআই প্রাণজিৎ মালাকার, হাবিলদার পরেশ দাস সহ বিশাল পুলিশবাহিনী। পুলিশ ঘটনাস্থল এবং ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে সরজমিন পরিদর্শন করেন।

এদিকে, জহুরের অবস্থা আশঙ্কাজনক দেখে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য অন্যত্র নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন। তখন তার আত্মীয় পরিজন তাকে অসমের শিলচর মেডিকেল কলেজে নিয়ে যান। ধারালো অস্ত্রের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মহিলাকে ধর্ষণ দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবীতে পুলিশ সদর কার্য্যালয়ে ধর্ণা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ আগস্ট।। অটোতে চেপে বাড়ি ফেরার পথে মহিলাকে ধর্ষণের সঙ্গে জড়িত দোষীদের শাস্তির দাবিতে আজ ত্রিপুরা পুলিশের সদর কার্যালয় ঘেরাও করেছে প্রদেশ মহিলা কংগ্রেস ও যুব কংগ্রেস। প্রায় ৪৫ মিনিট ঘেরাও থাকার পর পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পুলিশ সুপার দোষীদের গ্রেফতারের প্রতিশ্রুতি দেন এবং তার পরই তাঁরা ঘেরাও তুলে নেন।

গত ১৩ আগস্ট রাতে বটতলা থেকে সেকেরকোট যাওয়ার পথে জনৈক মহিলা যাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে তিনজনের বিরুদ্ধে। তাঁদের মধ্যে একজন ত্রিপুরা পুলিশের কর্মচারী। ওই ধর্ষণের সঙ্গে জড়িত অভিযোগের ঘটনায় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কলকাতায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হল প্রাণঘাতী হামলায় আহত ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ আগস্ট।। প্রাণঘাতী হামলায় গুরুতর আহত ব্যাঙ্ক ম্যানেজার বোধিসত্ত্ব দাস আজ, শুক্রবার সকালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন। কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন তিনি। গত ৪ আগস্ট গভীর রাতে ত্রিপুরার রাজধানী শহর আগরতলায় জেকশন গেট এলাকায় তাঁকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করেছিল পুলিশ। তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় ৭ আগস্ট উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁকে কলকাতায় স্থানান্তর করেছিলেন জিবি হাসপাতালের চিকিৎসকরা। কিন্তু, আজ সকাল ৯-টা ৪০ মিনিটে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। ময়না তদন্তের পর আগামীকাল তাঁর দেহ আগরতলায় আনা হবে।

গত ৪ আগস্ট গভীর রাতে রাজধানীর জ্যাকশন গেট সংলগ্ন এলাকা থেকে রক্তাক্ত অবস্থায় ব্যাঙ্ক ম্যানেজার বোধিসত্ত্ব দাসকে উদ্ধার করেছিল পুলিশ। গভীর রাতে দমকল বাহিনীর কর্মীরা আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে জিবি হাসপাতালে নিয়ে যান। তিনি ইউকো ব্যাঙ্কের ধর্মনগর শাখায় কর্মরত ছিলেন।

এদিকে, হাসপাতালে পুলিশ বোধিসত্ত্ব দাসের বয়ান রেকর্ড করেছিল। বয়ানে তিনি বলেছিলেন, আগরতলায় কালিকা জুয়েলার্সের কর্ণধারের ছেলে সুমিত চৌধুরী তাঁকে বোতল ভেঙে পেট এবং শরীরে আঘাত করেছিল। ওই সময় মসজিদপট্টি এলাকার বাসিন্দা ওমর শরিফ ওরফে সোয়েব মিয়াঁও ছিলেন। ঘটনার পরের দিন আক্রান্ত ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের পরিবারের পক্ষ থেকে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছিল। ওই মামলার পরিপ্রেক্ষিতে তদন্তে নেমে পুলিশ সুমিত চৌধুরী এবং সোয়েব মিয়াঁকে আটক করে।

তাদের পুলিশ রিমান্ডে জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে পুলিশ জানতে পারে, এই ঘটনার সাথে যুক্ত রয়েছেন ট্রাফিক ইনস্পেক্টর সুকান্ত বিশ্বাস। যথারীতি গত ৭ আগস্ট তাকে গ্রেফতার করে পশ্চিম আগরতলা থানার পুলিশ।

ট্রাফিক ইনস্পেক্টর সুকান্ত বিশ্বাসকে জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে পুলিশ জানতে পারে এই ঘটনার সাথে জড়িত রয়েছে সুমিত বণিক নামের আরও একজন। তাকেও পশ্চিম আগরতলা থানার পুলিশ গ্রেতার করে। সদর এসডিপিও ধ্রুব নাথ জানান, এখন পর্যন্ত এই ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জনজাতি অংশের জনগণের অর্থনৈতিক উন্নয়নের বন দপ্তরকে পরিকল্পনা নিতে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ আগস্ট।। বনাধিকার আইনে পাট্টাপ্রাপ্ত জমির চিহ্নিতকরণের কাজটি মিশন মুড়ে সম্পন্ন করার জন্য রাজস্ব ও বন দপ্তরকে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। পাশাপাশি পাট্টাপ্রাপ্ত জমির সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে জনজাতিদের আর্থিক মান উন্নয়ন করার জন্যও বন দপ্তরকে পরিকল্পনা নিতে বলেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রজ্ঞাভবনে বন দপ্তর আয়োজিত 'পাট্টাপ্রাপ্ত জমির সর্বোত্তম ব্যবহার' শীর্ষক একদিনের কর্মশালার উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এই নির্দেশ দিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, জনজাতি অংশের মানুষ বহু আগে বনাধিকার আইনে পাট্টাপ্রাপ্ত জমি পেলেও বিগত সরকার তা চিহ্নিতকরণের কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। ফলে পাট্টাপ্রাপ্ত জমির মালিকদের জমি চিহ্নিত না হওয়ার

কারণে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধানমন্ত্রীর কিষাণ সম্মান বিধি প্রকল্পের সুযোগ পেতে অসুবিধা হচ্ছিলো।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রীকে প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান বিধির নিয়ম কিছুটা শিথিল করার অনুরোধ করা হয়। সেই অনুরোধে সাড়া দিয়ে কেন্দ্রীয় কৃষি মন্ত্রক শুধু ত্রিপুরার ক্ষেত্রে নয় উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সমস্ত পাট্টাপ্রাপ্ত জমির মালিকরা প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি প্রকল্পের সুবিধা পাবেন বলে ঘোষণা দিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে এখন পর্যন্ত ১ লক্ষ ৩০ হাজার পরিবারকে মোট ১ লক্ষ ৮৬ হাজার হেক্টর জমির পাট্টা দেওয়া হয়েছে। পাট্টাপ্রাপ্ত এই জমিতে কিভাবে দ্রুত চিহ্নিতকরণ করা যেতে পারে সে বিষয়ে রাজস্ব ও বন দপ্তরকে পরিকল্পনা গ্রহণ করতে বলেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, পাট্টাপ্রাপ্ত জমির মালিকদের মধ্যে অধিকাংশই জনজাতি অংশের লোক। বনাধিকারে পাট্টাপ্রাপ্ত জমিতে কি কি উৎপাদন করলে তারা লাভবান হবেন সেই বিষয়ে জনজাতি অংশে জনগনের সঙ্গে বসে সিদ্ধান্ত হবে। আধুনিক পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে অল্প সময়ে কিভাবে ফসল উৎপাদন করা যায় সেই বিষয়েও তাদেরকে পরামর্শ দিতে হবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে জনজাতি এলাকায় সবচেয়ে বেশি আনারস ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৫ ◘ সংখ্যা ৩০৬ ◘ ১৭ আগস্ট ২০১৯ ইং ◘ ৩১ শ্রাবণ ◘ শনিবার ◘ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

মহামানবের সাগরতীরে

কথায় আছে 'আপনি আচরি ধর্ম পরেরে শেখায়।' আজ পরিস্থিতি তো এমন যে কোনও ধর্ম নীতি আদর্শের বালাই নাই। যেন তেন প্রকারেন ক্ষমতা দখলই মূল লক্ষ্য। সেই লক্ষ্য পূরণে অনৈতিক পথ ধরিতেও কোনও দ্বিধা নাই। এইভাবেই আমাদের দেশের গণতন্ত্র, রাজনীতির যে গরিমা তাহা ধুলায় লুটাইতেছে। রাজনৈতিক দলের নেতাদের আচার আচরণ এমনই, সাধারণ মানুষও অবাক বিস্ময়ে ভাবে এই পোড়া দেশটার কি হইবে। দেশের প্রগতি, উন্নয়ন এক কথা আর নীতি আদর্শ অন্য কথা। যেখানে নীতি আদর্শের ঘাটতি প্রকট হয় সেখানে জাতির মূল মেরুদন্ডই ভাঙ্গিয়া যায়। নীতি ও আদর্শের শক্তি সবচাইতে বড় শক্তি। ভারতবর্ষ যুগ যুগ ধরিয়া তো সেই পথেরই অনুসারী। এই দেশ মুণি ঋষিদের দেশ। দেবভূমি। এখানে যুগ যুগ ধরিয়া আদর্শের নীতির জয়গানে মুখরিত হইয়াছে। যখনই ধর্মের নামে অনাচার অত্যাচার তীব্র হইয়াছে, আসুরিক শক্তির ভয়ংকর আক্রমণে দেবতারা পর্য্যন্ত দিশাহারা অবস্থায় পড়িয়াছিলেন। তখনই আদর্শের শক্তি বিপুল পরাক্রমে তাঁহাদের পরাজিত করে। ভারতবর্ষের এই আদর্শকেই তো যুগ যুগ ধরিয়া লালন করা হইতেছে। অথচ লক্ষ্যনীয় ইহাই যে, আজ অনাদর্শের প্রতিযোগিতা শুরু হইয়াছে। এইভাবে একটি দেশ কতদিন আগাইতে পারিবে?

এই সেদিন পনেরই আগস্ট স্বাধীনতা দিবস পালিত হইয়াছে। ১৯৪৭ সালের এমনি দিনেই ভারত দ্বিখন্ডিত স্বাধীনতা পাইয়াছিল। স্বাধীনতা দিবসে তো দেশবাসীকে তো আনন্দ উৎসবে সামিল হওয়ার কথা। কিন্তু, ইহাই সত্যি যে, স্বাধীনতার আনন্দ সাধারণ মানুষের মনে নাই। পনেরই আগস্টে অনুষ্ঠিত সরকারের কয়েকটি নমঃ নমঃ নিয়ম রক্ষার অনুষ্ঠান হয়। সেখানে সাধারণের অংশগ্রহণ ছিল না বলিলেই চলে। এই প্রবণতা নতুন নহে। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে দেশ জুড়িয়া তখন কংগ্রেসের একাধিপত্য। তখনও স্বাধীনতার আনন্দে দেশবাসীকে মাতিয়া উঠিতে দেখা যায় নাই। সেই স্বাধীনতার অধিকারই যদি ভুলুণ্ঠিত হয়, খুব স্বাভাবিক ভাবেই সেখানে মানুষের প্রাণের সাড়া না থাকিবারই কথা। সবচাইতে আশ্চর্য্যের বিষয় রাজনীতি আজ কোথায় চলিয়াছে? ক্ষমতার জন্য দল বদলের ঘটনা আমাদের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে তো ভাঙ্গিয়া তছনছ করিয়া দিয়াছে। আজ অসহিষ্ণুতা রাজনীতিকে গ্রাস করিয়াছে। নীতি আদর্শের যখন মৃত্যু ঘটিতে থাকে তখন পাপাচার সমগ্র সত্ত্বার উপর দখল নেয়। সামান্য লাভের জন্য সব তছনছ করিয়া দিতে পিছু পা হয় না। এই মর্মান্তিক পরিস্থিতির হাত হইতে দেশ কোনও দিন মুক্তি লাভ করিতে পারিবে কিনা তাহাই এখন লাখ টাকার প্রশ্ন। বেশ কিছু দিন আগেও মানুষ আরেকটা স্বাধীনতা যুদ্ধের তাগিদ অনুভব করিত। ভারতবর্ষেই শুধু হন বিশ্বের বহু দেশ স্বাধীন হইয়াছে। চীন, রাশিয়ায় বিপ্লব হইয়াছে। কমিউনিস্ট একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা পাইয়াছে। সেখানে কি মুক্তি পাইয়াছে মানুষ? চীন রাশিয়ায় তো গণতন্ত্রের সামান্যও নাই। সেখানে পার্টিতন্ত্র। চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান না বলিলে কোতল হইতে হইবে। বাংলাদেশ যুদ্ধে চীন ছিল পাকিস্তানের পক্ষে। আর ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি মার্কসবাসী বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে কোনও অবদান যুগায় নাই। অথচ তাহারাই বাংলাদেশ সরকার মুক্তিযুদ্ধের সম্মাননা নির্লজ্জের মতো গ্রহণ করিয়াছে। গণতন্ত্রের জন্য এত রক্ত এত লড়াই যুদ্ধের পর বাংলাদেশে কি চলিতেছে? সেখানে গণতন্ত্রের সামান্যও আছে? ভোটারদের অধিকার সুরক্ষিত? সুতরাং সেখানে বুক ফাটিলেও মুখ ফুটে না। এই অবস্থা কিন্তু ভয়ংকর। যেকোনও সময় ভয়ংকর বিস্ফোরণ হইতে পারে। তাই, আজ ভারতের এই মহামানবের সাগরতীরে নতুন করিয়া ভাবিতে হইবে। চরম অনাদর্শতা নীতিহীনতা আমাদের দেশের অন্তরের শক্তিকে জাগ্রত করিতেছে। ভয়ঙ্কর পরিণতি হইতে সত্যিই কি মুক্তি মিলিবে কোনও দিন?

শুক্রবার থেকে তিনদিনের জন্য বন্ধ জীবনানন্দ সেতু

কলকাতা, ১৬ আগস্ট (হি.স): শুক্রবার থেকে তিন দিনের জন্য বন্ধ জীবননন্দ সেতু। আগামী ১৮ আগস্ট পর্যন্ত বন্ধ থাকবে জীবনানন্দ সেতু। আজ শুক্রবার রাত ১০ টা থেকে ১৮ তারিখ সকাল ৬টা পর্যন্ত কলকাতা মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট অথরিটি বা কেএমডিএ সেতুটি মেরামতি ও স্বাস্থ্য পরীক্ষাক দলের কাজে বন্ধ থাকবে জীবনানন্দ সেতু। যার জেরে প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোডের সঙ্গে ইএম বাইপাসের রুবির মধ্যে কানেক্টরের জীবনানন্দ সেতু বন্ধ হওয়ায় শহর জুড়ে যানজটের আশঙ্কা আরও প্রবল হল। উড়ালপুল বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরেই মধ্য কলকাতার বিস্তীর্ণ অংশে শুরু হয় যানজট। আর সেটাই চিন্তার কারণ। আজ পুরোদমে চালু থাকবে সরকারি-বেসরকারি অফিস। গুরুত্ব বুঝে আগাম সতর্কতা নেওয়া হয়েছে কলকাতা পুলিশের তরফে ।

সকাল থেকে রুবি মোড়ে ও প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোডের বিভিন্ন মোড়ে পথ নির্দেশিকা দিয়ে পথচলতি মানুষ ও চালকদের সতর্ক করা হচ্ছে। পাশাপাশি এই এলাকায় সবচেয়ে বড় যোগাযোগের মাধ্যম অটো যা ব্রিজের কাছ থেকেই ছাড়া হত যাদবপুরের অভিমুখে, তা শুক্রবার সকাল থেকে বিজয়গড় মোড় থেকে ছাড়া হচ্ছে। এক নজরে দেখে নেওয়া যাক কী ভাবে কোন পথে চলবে যানচলালচল। লেক গার্ডেন্সের দিক থেকে আসা ইএম বাইপাসমুখী সব বাস-মিনিবাস য়াদবপুর থানার মোড় থেকে ঢাকুরিয়া, গড়িয়াহাট, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, বিজন সেতু হয়ে রুবি মোড় থেকে ইএম বাইপাসে উঠবে। আবার ওই পথেই ফিরবে।

ছোট গাড়িগুলো যাদবপুর থানার মোড় থেকে ডান দিকে বেঁকে যাদবপুর এইট-বি বাসস্ট্যান্ড হয়ে সুকান্ত সেতু দিয়ে ইএম বাইপাসে যেতে পারবে। অন্যদিকে মালবাহী গাড়িগুলোকে যাদবপুর বা টালিগঞ্জের দিতে যেতে হলে পার্ক সার্কাস কানেক্টর বা পাটুলি হয়ে যেতে হবে। যাদবপুর থানা থেকে রুবি মোড়ের মধ্যে চলাচল করা অটোরিকশাগুলো বিবেকনগর পর্যন্ত যেতে পারবে। স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য বন্ধ শিয়ালদহ উড়ালপুলও।১৮ আগস্ট সন্ধে পর্যন্ত বন্ধ থাকবে উড়ালপুলের একাংশ। শহরের অন্যতম ব্যস্ত উড়ালপুল আংশিক বন্ধ থাকায়, বিকল্প যান চলাচলের ব্যবস্থা করেছে কলকাতা পুলিশ। মাঝেরহাট উড়ালপুল বিপর্যয়ের পরই শহরজুড়ে সব-উড়ালপুলের স্বাস্থ্য পরীক্ষার সিদ্ধান্ত নেয় রাজ্য সরকার। সেই অনুযায়ী কলকাতার অন্যতম ব্যস্ত উড়ালপুল শিয়ালদহের বিদ্যাপতী সেতুর স্বাস্থ্য পরীক্ষা শুরু করেছে কেএমডিএ। আগামী ৭২ ঘণ্টা উড়ালপুলে ট্রাম চলাচল বন্ধ রাখা হবে। তবে বেলেঘাটা মেন রোড থেকে উড়ালপুল ধরে মৌলালির দিকে যাওয়া যাবে। মৌলালির দিক থেকেও উড়ালপুল ধরে বেলেঘাটা মেন রোড যাওয়া যাবে। এপিসি রোড থেকে উড়ালপুল ধরে এমজি রোডের দিকে চালু থাকবে যান চলাচল। শহরের ব্যস্ততম রেল স্টেশন শিয়ালদহ। রয়েছে এনআরএস হাসপাতাল ও বেশ কয়েকটি স্কুল কলেজ। স্বাস্থ্য পরীক্ষার ৭২ ঘণ্টা যান চলাচলের বিকল্প পথের ব্যবস্থা করেছে কলকাতা পুলিশ। বিকল্প পথে যান উত্তর থেকে শিয়ালদহ স্টেশনে যাওয়ার গাড়ি এপিসি রোড থেকে উড়ালপুল ধরে এমজি রোডে নামবে। সেখান থেকে আমহার্স্ট স্ট্রিট, ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া মোড়, বিবি গাঙ্গুলি স্ট্রিট, কোলে মার্কেট হয়ে উড়ালপুলের নীচ দিয়ে যাবে। অথবা রাজাবাজার থেকে নারকেলডাঙা মেন রোড, ক্যানাল ইস্ট রোড, বেলেঘাটা মেন রোড হয়ে শিয়ালদহ স্টেশন বা এনআরএসে যাবে। উত্তর থেকে দক্ষিণ যাওয়া গাড়ি মানিকতলা মোড় থেকে ডান দিকে বিবেকানন্দ রোডে উঠবে। সেখান থেকে বাঁ দিকে আমহার্স্ট স্ট্রিট, বিবি গাঙ্গুলি স্ট্রিট,নির্মল চন্দ্র স্ট্রিট,লেনিন সরণি হয়ে যাবে। অথবা উড়ালপুল থেকে ডান দিকে এমজি রোড,আমহার্স্ট স্ট্রিট,বিবি গাঙ্গুলি স্ট্রিট ধরে একই পথে যাওয়া যাবে। দক্ষিণ থেকে উত্তরে যাওয়া গাড়ি মৌলালি,এসএন ব্যানার্জি রোড,ডোরিনা ক্রসিং, কলুটোলা স্ট্রিট হয়ে বিবেকানন্দ রোডে উঠবে। সেখান থেকে মানিকতলা মোড় হয়ে উত্তর দিকে যাবে। শিয়ালদহ উড়ালপুলের একাংশ বন্ধ থাকলেও যান চলাচলের বিশেষ সমস্যা হবে না বলেই আশ্বাস দিয়েছে কলকাতা পুলিশ। শিয়ালদহ স্টেশন থেকে এনআরএস হাসপাতালে যাওয়া রোগীদের জন্য বিশেষ লেনেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে।

৩৭০ ধারার অবলুপ্তি কতখানি জরুরী ছিল ?

গৌতম রায়

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকদের শ্রেণিস্বার্থের তাগিদের ভেতরেই লুকিয়ে আছে কাশ্মীর সমস্যার মূল বিষয়গুলি। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন আমাদের দেশের প্রশাসনিক এবং সেই সময়ের প্রচলিত ঔপনিবেশিক সাংবাধানিকে ব্যবস্থার পরিবর্তন নিয়ে আছে। সেই পরিবর্তনগুলির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল ব্রিটিশশাসিত অঞ্চলগুলিকে অনেক বেশি পরিমাণে শাসনের অধিকার দান, যা একটা লোক দেখানো প্রচেষ্টা। আগের তুলনায় অনেক বেশি সংখ্যক মানুষের হাতে ভোটাধিকার তুলে দেওয়া।

এই বিষয়টি ব্রিটিশ কিন্তু স্বেচ্ছায় করেনি। সেই সময়ের জাতীয় আন্দোলন ব্রিটিশকে বাধ্য করেছিল ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে ভারতবাসীর হাতে ক্ষমতার খানিকটা অংশ তুলে দিতে। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে ব্রিটিশশাসতি ভারতের অন্যান্য দেশীয় রাজ্যগুলির মধ্যে একটি ফেডারেশন তৈরি করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল।

সেই প্রস্তাবে ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত হতে ইচ্ছুক যে সমস্ত দেশীয় রাজ্য, তাদেরকে একটা instrument of accession আওতায় আনার কথা বলা হয়েছিল। সেই দলিলেই ফেডারেশনের অন্তর্ভূক্তির প্রধান শর্তগুলি উল্লিখিত থাকার কথা ছিল। এই শর্তগুলি কিন্তু ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের মূল অংশে উল্লিখিত ছিল না। ব্রিটিশ সরকার এই বিষয়ে একটি খসড়া দলিল তৈরি করেছিল।

গোটা প্রক্রিয়াটি যখন চলতে থাকে তারই মাঝে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে শুরু হয়ে যায়। ফলে এই ফেডারেশনেরতৈরি প্রক্রিয়াটি শেষ অবধি আর ফলপ্রসূ হয়নি। এরপর আসে ১৯৪৭ সাল। ক্ষমতা হস্তান্তর পর্ব। ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স অ্যাক্ট অনুযায়ী দুটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ ভারত ও পাকিস্তানের জন্ম হয়। আমাদের দেশ ভারতবর্ষের নিজস্ব সংবিধান গৃহীত না হওয়ার সময়কাল পর্যন্ত ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনকে আন্তর্বর্তী সংবিদান হিসেবে ব্যবহার করার কথা ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স অ্যাক্টে পরিষ্কারভাবে বলা হয়।

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট, অর্থাৎ ক্ষমতা হস্তান্তরের সময় থেকে ১৯৫০ সালের ২৫ শে জানুয়ারি মধ্যরাত পর্যন্ত সয়মকাল ভারত শাসিত হয়েছিল এই ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুযায়ী। সেই সময় সেটিকেই ভারবর্ষের সংবিধান হিসেবে গণ্য করা হত। আমাদের মনে রাখা দরকার যে, দেশীয় রাজ্যগুলির ভারতভুক্তির ক্ষেত্রে এই ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের যে। পরিকাঠামো ছিল, সেই পরিকাঠামোই কিন্তু ব্যবহার করা হয়েছিল। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে রাজনৈতিক হিন্দু সাম্প্রদায়িক শক্তি দেশীয় রাজ্যবর্ঘকে ভারত রাষ্ট্রের অন্তর্ভূক্ত করার যে কৃতিত্বের ভাগীদার করেন, মজার কথা হল, সেই তথাকথিত কৃতিত্বের ভিত্তি কিন্তু সর্দার প্যাটেল তৈরি করেননি। স্বাধীন ভারতবর্ষের মানুষের তৈরি করা আইনের ধারাতেও দেশীয় রাজ্যগুলির অন্তর্ভূক্ত হয়নি। হয়েছিল ব্রিটিশের তৈরি করা আইনের বলে। ভারতের স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই ১৯৪৭ সালের অক্টোবর মাসে কাশ্মীরের পুঞ্চে এক ভয়াবহ প্রজা বিদ্রোহ হয়। পাশাপাশি ঘটে আফ্রিদি দখলদারদের আগ্রাসন। এইসব ঘটনায় কাশ্মীরের ডোগরা রাজা হরি সিং ভয়ঙ্কর বিপন্ন বোধ করেন। সেই বিপন্নতা থেকেই তিনি শেষ পর্যন্ত ভারত রাষ্ট্রে অন্তর্ভূক্ত হওয়ার চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। হরি সিংকে এই ভারতভুক্তির চুক্তিতে স্বাক্ষর করার ক্ষেত্রে শেখ আবদুল্ললার নেতৃত্বে কাশ্মীরের মানুষদের জানকবুল লড়াইয়ের একটা ঐতিহাসিক অবদান ছিল।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরের সঙ্গে সঙ্গেই ভারতবর্ষের শেষ ব্রিটেশ গভর্নর জেনারেল লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে একটি চিঠি লিখে কাশ্মীরের জননেতা শেখ আবদুল্লাকে সে রাজ্যে প্রধানমন্ত্রী পদে নিয়োগ করার কথা বলেন। সেই নিয়োগ কার্যকরী হওয়ায় জম্মু-কাশ্মীরের প্রশাসনের দায়দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয় শেখ আবদুল্লার নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিসভার হাতে। হরি সিং এই সিদ্ধান্তে সন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন।

মাউন্টব্যাটেন তার পাশাপাশি জনমতের ভিত্তিতে কাশ্মীরের রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানের চূড়ান্ত সমাধান করার কথা বলেছিলেন। ক্ষমতা হস্তান্তর সংক্রান্ত আইনটি মূল ভিত্তি অনুসারে কাশ্মীরের হিন্দু ডোগরা রাজবংশের রাজা হরি সিং ভারতভুক্তির যে দলিলে স্বাক্ষর করেন, তাকে কাশ্মীরের সুরক্ষা, বিদেশনীতি এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা—এই তিনটি বিষয়ে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা ভারত রাষ্ট্রে সংসদের উফরে কিন্তু ন্যস্ত হয়।

হরি সিংয়ের স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী কাশ্মীরের সাংবিধানিক সার্বভৌমত্ব অক্ষুন্ন থাকার কথা বলা হয়েছিল। অর্থাৎ রাজনৈতিক হিন্দুরা যে কাশ্মীরের জন্য পৃথক সংবিধান ইত্যাদি শব্দগুলো ব্যবহার করে থাকেন, এগুলির কোনও মূলগত ভিত্তি না থাকলেও, তাদেরই কার্যত অভিন্নহৃদয় বন্ধু, তথাকথিত হিন্দু স্বার্থরক্ষাকারী রাজা হরি সিং ভারতভুক্তির যে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিএলন, সেখানে তিনি স্পষ্টত কাশ্মীরের পৃথক সাংবিধানিক সার্বভৌমত্বের কথা বলেছিলেন।

কাশ্মীরের পৃথক সাংবিধানিক সার্বভৌমত্ব ভারতবর্ষের অন্য অংশের কোনও নেতাদের আরোপিত কোনও বিষয় নয়, বা দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু কিংবা শেখ আবদুল্লার আরোপিত কোনও শর্ত নয়। এটি একেবারেই কাশ্মীরের হিন্দু রাজা হরি সিংয়ের আরোপিত শর্ত। হরি সিং ভারতভুক্তির যে দলিলে স্বাক্ষর করেছিলেন, সেখানেই আগামী দিনে কাশ্মীর ভুখণ্ডে ভারতবর্ষের সংবিধান কীভাবে, কতখানি কাজ করবে, সেই বিষয়টি ভারতবর্ষ এবং কাশ্মীরের পারস্পরিক অলাপ-আলোচনার ভেতর দিয়ে ঠিক করার কথা খুব পরিষ্কারভাবেই বলা হয়েছিল।

নয়াদিল্লি এবং শ্রীনগরের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের ভেতরেও ওই বিষয়টি নিয়ে ১৯৪৯ সালের মধ্যবর্তী সময় পর্যন্ত কয়েক মাস ধরে দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার চলেছিল। ১৯৪৯ সালের ১৫এবং ১৬ মে তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বল্লভভাই প্যাটেলের সঙ্গে তাঁরই সঙ্গে দু'পধের ভিতরে বিস্তারিত আলাপ আলোচনা হয়েছিল। ১৯৪৯ সালের ১৮ই মে পণ্ডিত নেহরু একটি দীর্ঘ চিঠি লেখেন শেখ আবদুল্লাকে সেই চিঠিতে নেহরু লেখেন-

"...........it has been the settled policy of the govermmment of India, which on many occasions has been stated both sarder Patel and me, that the constitution of Jammu and Kashmir state is a matter of detemination by the people of the state represented in a Constiuent Assembly convened for the pupose............ Jammu and Kashmir state now stands acceded to the Indian umion in respect of three subjects, namely foreign Affairs, Defence and Communication. it wil be for the constiuent Assembly of the State, when convened, to determine in what other subjects the state may accede............"

পণ্ডিত নেহরুর চিটি থেকে এটা স্পষ্ট যে, সেই সময় কন্দ্রেীয় সরকারের সিদ্ধান্ত ছিল মহারাজার হরি সিংযের ভারতবুক্তির চুক্তিতে উলেলইখত তিনটি বিষয় ছাড়া অন্যান্য প্রত্যেকটি বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার চূড়ান্তঅধিকার কিন্তু ছিল জম্মু-কাশ্মীরের নির্বাচিত গণপরিষদের। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, এইসব আলাপ-আলোচনা সিদ্ধান্ত যখন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা নিচ্ছে তখন কিন্তু শ্যামাপ্রদাস কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সদস্য। নেহরু অবস্থান সর্দার প্যাটেলের অবস্থান কিংবা শেখ আবদুল্লার অবস্থান অথবা মহারাজার হরি সিংয়ের অবস্থান কোনও কিছুই সেই সময় কিন্তু শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগে উৎসাহী করেনি।

১৯৪৯ সালের নভেম্বর ভারতবর্ষের সংবিধানে রাজনৈতিক ঐকমত্য কয়েকটি বিধিবদ্ধ রূপ হিসেবে নিয়ে আসা হয়েছিল। ৩৭০ ধারায় ভারতীয় সংবিদানের কোন কোন বিষয় কাশ্মীরে প্রেযোজ্য হবে তা নিয়ে একটা চাপানউতোর কিন্তু প্রথম থেকেই ছিল। যার জেরে কাশ্মীরের রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে দিল্লির প্রশাসনের শীর্ষ কর্তাদের দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা চলে।

এই আলাপ-আলোচনা ১৯৫২ সালেণ মাঝামাঝি পর্যন্ত চলেছিল। ইতিমধ্যে কিন্তু প্যাটেল লোকান্তরিত হন। এই আলাপ আলোনায় ভিত্তিতেই ১৯৫২ সালের জুলাই মাসে স্বাক্ষরিত হয়েছিল দিল্লি চুক্তি। এই দিল্লি চুক্তি কাশ্মীরের সাংবিধানিক সার্বভৌমত্বের পরিবর্তে আংশিক স্বায়ত্তশাসনের একটি রূপরেখা তৈরি করেছিল। কাশ্মীরের পৃথক সাংবিধানিক সার্বভৌমত্বের সেই রূপদাতা ছিলেন, সেখানকার হিন্দু রাজা হরি সিং, যাঁর চিন্তাভাবনা ইত্যাদির সঙ্গে আজকের আরএসএস ও তার রাজনৈতিক সংগঠন বিজেপির চিন্তাভাবনার সাযুজ্য বেশি। মজার কথা হল, হরি সিংকে আশ্রয় করে কাশ্মীরি পণ্ডিতদের নানা সমস্যাকে ঘিরে এখ ধরনের রাজনৈতিক হিন্দু ভাবাবেগ আরএসএস, সেই সময়ের জনসংঘ বা আজকের বিজেপি তৈরি করে। যদিও তাদের রাজনৈতিক ভিত্তি ও আদর্শগত চেতনার অন্যতম উদ্‌গাতা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জননী, লেডি যোগমায় দেবী তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র উমাপদ মুখোপ্যায়েরে সঙ্গে হিমালয়ে তীর্থভ্রমণকালে কাশ্মীরের রাজ পরিবারের মুখোমুখি পড়ে গেলেও তাঁদের সঙ্গে সৌজন্য বিনিয়ম পর্যন্ত করতে অস্বীকার করেছিলেন।

কাশ্মীরের হিন্দু রাজা, হিন্দু ঐকমতোর তাগিদে লেডি যোগামায়া দেবীর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের চেষ্টা করলেও পুত্র শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে এই হরি সিংকে এবং তাঁর সহযোগীদের সন্দেহের উর্দ্ধে যোগামায়া দেবী কখনও রাখেননি। তাই তিনি হিমালায় ভ্রমণকালে কাশ্মীরের রাজ পরিবারের সৌজন্য সাক্ষাতের আহ্বান ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। বর্তমান নিবন্ধকার যোগামায়া দেবীর জীবনের এই ঘটনাবলি উমাপদ মুখোপাধ্যায়ের কাছে শুনেছেন। উমাপ্রসাদ তাঁর ভ্রমণ সংক্রান্তগ্রন্থেও এই ঘটনা লিখে গিয়েছেন।

জম্মু-কাশ্মীরের সাধারণ মানুষদের ভারতীয় নাগরিকত্ব এবং সেই মানুষদের বিশেষ অধিকার আর সুযোগসুবিধার বিষয়গুলো কিন্তু হরি সিংয়ের ভারতভুক্তির চুক্তির মধ্যে সেভাবে আলোচিত হয়েনি। হরি সিংয়ের ভারতভুক্তির চুক্তির সময়কাল থেকে দিল্লি চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার সময়কালের ভেতরে এই প্রশ্নগুলি নানাভাবে জম্মু-কাশ্মীরের মানুষদের ভেতরে ওঠায়,নানা ধরনের রাজনৈতিক,সামাজিক আন্দোলন দেখা দেওয়ার প্রেক্ষিতেই এই প্রসঙ্গগুলি দিল্লি চুক্তিতে প্রধান আলোচ্য বিষয় হিসেবে স্থান পেয়েছিল।

দিল্লি চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার সময়কালে পণ্ডিত নেহরুর যে সমস্ত ব্যক্তিগত নোট পাওয়া যায় এবং দিল্লি চুক্তি সংক্রান্ত যে ভাষণ তিনি সংসদে দিয়েছিলেন, তার থেকে এটা খুব পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারা যায়, জম্মু-কাশ্মীরের মানুষদের ভারতীয় নাগরিকত্ব, সেইসব মানুষদের বিশেষ অধিকার এবং সুযোগসুবিধার বিষয়গুলি সেই সময়ে পণ্ডিত নেহরু সহ তাঁর সতীর্থদের কাছে যেমন বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছিল, তেমনি গুরুত্ব পেয়েছিল কাশ্মীরের রাজনৈতিক নেতৃত্বের কাছেও।

এই যে জম্মু-কাশ্মীরের নাগরিকদের বিশেষ অধিকার সংক্রান্ত বিষয়টি নিয়ে হিন্দুত্বাবাদীরা পণ্ডিত নেহরুকে নিয়ে নানা ধরনের অপপ্রচার করে থাকেন, তার পরিপ্রেক্ষিতে বলতে হয় জম্মু-কাশ্মীরে কোনও বাইরের মানুষের জমি বা সম্পত্তি কেনার ক্ষেত্রে যে বিধিনিষেধ আছে সেই বিধিনিষেধ কিন্তু লাগু হয়েছিল উনিশ শতকের প্রথমভাগে। সেটি লাগু করেছিলেন হিন্দুরা। হিন্দু ডোগরা শাসকরা তাঁদের শাসন প্রতিষ্ঠার একদম প্রথম যুগে, বিশ শতকের প্রথম সময় থেকেই কাশ্মীরে বংশানুক্রমিক প্রজা ব্যবস্থা নিয়ে এসেছিলেন। সেখানকার হিন্দুরা যাদের বদান্যতাতেই একটা সামাজিক এবং রাজনৈতিক পরিভাষা হিসেবে বিষয়টি উঠে আসতে শুরু করে।

জম্মু-কাশ্মীরের সরকারি চাকরিতে পাঞ্জাবি হিন্দুদের নিয়োগের প্রতিবাদে 'কাশ্মীর হল কেবলমাত্র কাশ্মীদিদের' এই দৃষ্টিভঙ্গি ঘিরে একটা বৃহৎ আন্দোলন বিশ শকরে গোড়াতে কাশ্মীর জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল। সেই আন্দোলনের প্রধান দাবি ছিল, কাশ্মীরের সব সরকারি চাকরি কাশ্মীরের জন্য সংরক্ষিত করতে হবে। কাশ্মীরের ডোগড়া রাজারা ১৯১৩ সাল থেকে ১৯৩২ সালের মধ্যবর্তী সময়ে এই সম্পর্কে বেশ কিছু আইন তৈরি করেছিলেন। ব্রিটিশে ঔপনিবেশিক শাসকদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় তৈরি এইসব আইনের ভিতরে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ১৯২৭ সালে তৈরি করা হেরিডিটারি রিস্টেট সাবজেক্ট অর্ডার। এই আইনের ভেতর দিয়েই সরকারি চাকরি, জমি এবং সম্পত্তির মালিকানার ক্ষেত্রে বংশানুক্রমিক প্রজাদের একচ্ছত্র অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিলয় দিল্লি চুক্তির সময় কিন্তু ভারতের মূল ভুখণ্ডের রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং কাশ্মীরের রাজনৈতিক নেতারা প্রত্যেকেই সেরাজ্যের এই ঐতিহাসিক সামাজিক প্রেক্ষাপটকে মাথায় রেখে তার ধারাবাহিকতা রক্ষারপক্ষে সওয়াল করেছিলেন। রাজা হরি সিং যে আইন তৈরি করেছিলেন, কাশ্মীরের মানুষদের স্বার্থের দিকেতাকিয়ে সেই আইনের ধারাবাহিকতার প্রতি আস্থা করেছিলেন শেখ আবদুল্লা ও তাঁর সহযোগীরা, আর ভারতের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার শীর্ষে অবস্থানকারী সেইসময়ের নেতৃত্ব সেই দাবিটিতেই তাঁদের সম্মতি জ্ঞাপন করেছিলেন। তাই কাশ্মীরের মানুষদের জন্য বিশেষ অধিকার নেহরু তাঁর ব্যক্তিগত স্বার্থে দিয়েছিলেন বলে রাজনৈতিক হিন্দুরা যে দাবি করেন, সেটি সম্পূর্ণ অসত্য এবং ভিত্তিহীন।

কাশ্মীরের নির্বাচিত গণপরিষদ গঠন হওয়ার পর ১৯৫৬ সালের নভেম্বর মাসে জম্মু-কাশ্মীরের সংবিধানে স্থায়ী বাসিন্দার একটা আইসম্মত পরিভাষা তৈরি করা হয়। সেই পরিভাষাতে ১৯৫৪ সালের ১৪ই মে বা তার আগে যেসব মানুষজনেরা জম্মু-কাশ্মীরে প্রজা হিসেবে বিবেচিত ছিলেন কিংবা যাঁরা তার আগের দশ বছরে বা তার বেশি সময় ধরে জম্মু-কাশ্মীরে অবস্থান করেছেন এবং আইন অনুসারে স্থাবর সম্পত্তির অধিকারী হয়েছেন, তাঁরাই কেবলমাত্র স্থায়ী বাসিন্দার স্বীকৃতি পেয়েছিলেন।

তারপরেও জম্মু-কাশ্মীরের আইসভা স্থায়ী বাসিন্দাজের বিশেষ অধিকার এবং সুযোসুবিধার দিকগুলি চিহ্নিত করে একাধিক আইন অনুমোদিত করেছিল। এইসব আইনের দ্বারা সরকারি চাকরি, জম্মু-কাশ্মীরের বিভিন্ন নির্বাচনে ভোটাধিকার, সরকারি কলেজে লেখাপড়ার করার সুযোগসুবিধা, সরকারি বৃত্তি পাওয়ার সুযোগ ইত্যাদি স্থানীয় বাসিন্দাদের জন্য সংরক্ষিত করা হয়।

জম্মু-কাশ্মীরে স্থাবর সম্পত্তির উপর অধিকার কায়েম বিষয়ে অস্থায়ী বাসিন্দাদের উপরে নানা ধরনের বিধিনিষেধ আরোপতি হয়। এই ধরনের বিধিনিষেধ ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে বলবৎ আছে। এই ধরনের বিধিনিষেধ যে কেবলমাত্র জম্মু-কাশ্মীরের জন্য আলাদা করে কিছু করা হয়েছে তেমনটি নয়।

জম্মু-কাশ্মীরের মানুষদের বিশেষ অধিকার নিয়ে রাজনৈতিক হিন্দু সাম্প্রদায়িকদের আপত্তির ক্ষেত্রে দুটি প্রধান বিষয় ছিল রাষ্ট্রপতি দেশের সংবিধানকে এড়িয়ে সংবিধান সংশোধন করতে পারেন না। সংবিধানের ৩৭০ ধারাটি প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি কোনও অবস্থাতেই সংবিধানের ৩৬৮ নং ধারাটি উপেক্ষা করতে পারেন না। সংবিধানের এই ৩৬৮ নম্বর ধারাটি সংসদকে সংবিধান সংশোধনের অধিকার দিয়েছে। দ্বিতীয় বিষয় গল, জম্মু-কাশ্মীরের জন্য ৩৫৬ ধারাটি বৈষম্যমূলক। সংবিদানের একটি মূল ভিত্তিদ্বারা সংবিদানের ১৪ ধারা, সেই অনুযায়ী আইনের চোখে সকলের সমতার অধিকারকে এই ৩৫ এ ধারা সম্পূর্ণভাবে লঙ্ঘন করছে।

মজার কথা হল, সংবিহধানের ৩৭০ নম্বর ধারাতে জম্মু-কাশ্মীরে ভারতবর্ষের সংবিদান প্রয়োগের ক্ষেত্র এক্সেপশন এবং মডিফিকেশনের বাস্তবতার বিষয়টিকে মুক্তকণ্ঠ স্বীকৃত দেওয়া হয়েছিল। এক্ষেত্রে কিন্তু কোনওরকম শর্ত আরোপ করা হয়নি। সাংবিধানিক নির্দেশিকার ভেতর দিয়ে রাষ্ট্রপতিকে যে সংশ্লিষ্ট আইনগুলি জারি করতে হবে তাও খুব পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছিল।

রাজনৈতিক হিন্দু সাম্প্রদায়িক শক্তি একটি বারের জন্য বলছে না, ভারতীয় সংবিদানের ৩৬৮ নম্বর ধারায় কাশ্মীর সংক্রান্ত বক্তব্য কিন্তু খুব পরিষ্কারভাবেই রয়েছে। তাই সংবিদানের ৩৭০ ধারা এবং ৩৫-এর ধারা, যেগুলি বিজেপি কার্যত গায়ের জোরে বাতিল করল, সেগুলি সাংবিদানিক বৈধতা নিয়ে তারা যে প্রশ্ন তোলে, সেই প্রশ্নে ই পিছনে আদৌ কোনও যুক্তি নেই। বিজেপি ঘনিষ্ঠ সংগঠন 'উই দি সিটিজেন্স' এ সম্পর্কে যে মামলাগুলি করেছিল দেশের শীর্ষ আদালত সুপ্রিম কোর্টে দু'দুবার তা খারিজ করে দিয়েছে।

১৯৬১ সালে এই বিষয়ক একটি মামলায় সুপ্রিম কোর্টের পাঁচ সদস্যের সাংবিধানিক ডিভিশন বেঞ্চ স্পষ্টভাবে জানিয়েছিল যে, সংবিদানের ৩৭০ ধারার বিষয়ে মডিফিকেশন শব্দটিকে ব্যাপক অর্থে আমাদের উপলব্ধিতে আনতে হবে। সুপ্রিম কোর্ট সেই মামলায় খুব পরিষ্কাভাবে বলে দিয়েছিল যে, সাংবিধানিক নির্দেশিকার মাধ্যমে জম্মু-কাশ্মীরে প্রযোজ্য যে কোনও আইনে মূল পরিবর্তন করার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির আছে। এ বিষয়ে দ্বিতীয় আরেকটি খুব উল্লেখযোগ্য মামলা হল ১৯৬৯ সালে সম্পত প্রকাশ বনাম জম্মু-কাশ্মীর সরকার মামলা। হৈ মামলায় অত্যন্ত স্পষ্টভাবে দেশের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছিল যে, ভারতের সংবিদানের ৩৬৮ ধারা সরাসরি জম্মু-কাশ্মীরের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যাবে না। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশিকা অনুযায়ী ভারতীয় সংবিদানের কোনও সংশোধিত অংশ জম্মু-কাশ্মীরের প্রয়োগ করতে গেলে তা করতে হবে ৩৭০ ধারা। অনুযায়ী। সাংবিধানিক নির্দেশিকা অনুসারী কোনও অঞ্চল বা জনগোষ্ঠীকে যদি বিশেষ অধিকার দেওয়া হয়, তাহলে কি মৌলিক অধিকারের ক্ষেত্রে ভারসাম্য বিনষ্ট হয় না?

কাশ্মীরিদের যে কাশ্মীরিওয়াতের স্রোত বিশ শতকের গোড়ায় কাশ্মীরি জনজীবন বিপর্যস্ত করে তুলেছিল, যারজেরে ১৯২৭ সালে হেরিডিটারি স্টেট সাবজেক্ট অর্ডার তৈরি হয়েছিল, তার প্রেক্ষিতে যদি আমরা অস্বীকার করি, তাহলে কিন্তু বাস্তব থেকে আমরা দূরে সরে যাব। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না, ১৯০৮ সালে বিরসা মুন্ডা উলগুলোনের পরে বিট্রিশ সরকার তৈরি করেছিল ছোটনাগপুর টেনান্সি অ্যাক্ট। এই আইন অনুযায়ী আজও পূর্ব ভারতের একটা বিস্তীর্ণ অঞ্চলে আদিবাসী জমি বিক্রি ও হস্তান্তরের উপরে কঠোর আইনি বিধিনিষেধ আছে। আদিবাসীদের জমি বিক্রি করা বা হস্তান্তরকরা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনকালে, এমনকী স্বাধীনতার পরেও এই ছোটনাগপুর টেনান্সি অ্যাক্ট একটা বড় ভূমিকা পালন করে চলছে।

একথা অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই যে, আজকের ঝড়খণ্ডে বিভিন্ন মাইনিং কর্পোরেশনগুলির যে জমি-ক্ষুধা, সেই ক্ষুধাকে প্রতিহত করতে এই আইন এখটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। এই আইনটি একটি ভৌগোলিক অঞ্চলে অবস্থানকারী একটি বিশেষ জনগোষ্ঠীর মানুষকে কিছু বিশেষ অধিকার দিয়েছে। সেই অধিকারের ভিতর দিয়ে ওই মানুষদের মৌলিক অধিকারকে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। সেই আইনের যদি বৈধতা থাকতে পারে, তাহলে কেন ভারতীয় সংবিধানের ৩৫-এ ধারা বৈধতাকে ঘিরে প্রশ্ন তোলা হয়েছে এবং সেই প্রশ্নের ভিত্তিতে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে সেই আইনকে বাতিলকরা হয়েছে।

১৯৬২ সালে ভারতীয় সংসদে নাগাল্যান্ড বিষয়ক একটি সংবিধান সংশোধনী অনুমোদিত হয়। সংবিধানের ৩৭১-এ ধারাতে নাগাল্যান্ডের ক্ষেত্রে বিশেষ কিছু সুবিধা দেওয়া আছে। এই তালিকার ১ এ ৪ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই ধারটি কেবলমাত্র ধর্মীয় আচার কিংবা সামাজিক প্রথাসিদ্ধ আইনের ক্ষেত্রে সামাবদ্ধ নয়। জমিজমা এবং প্রাকৃতিক সম্পদের অধিকার বিষয়ক যাবতীয় আইন প্রণয়ণের ক্ষমতাও নাগাল্যান্ড আইনসভার হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে।

এই বিশেষ রক্ষাকবচ কিন্তু ভারবর্ষের আর কোনও রাজ্যের নেই। একই কথা প্রযোজ্য মিজোরাম বিষয়ক ভারতীয় সংবিদানের ৩৭১ জি ধারা সম্পর্কেও। এছাড়াও বিশেষ আইন, অসম মণিপুর, অন্ধ্রপ্রদেশ, সিকিম, অরুণাচল প্রদেশে, গোয়ার ক্ষেত্রেও রয়েছে। এগুলি হল ৩৭১ বি সি ডি এফ এইচ এবং আই ধারা।

(সৌজন্য -দৈঃ স্টেটসম্যান)

বৃহস্পতিবার আগরতলায় স্বাধীনতা দিবস পালন করেছে প্রদেশ কংগ্রেস। ছবি-নিজস্ব

দিল্লিতে ব্যবসায়ীক কারণেই বিজেপির কোনও নেতা মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে পারি.’ সব্যসাচী দত্ত

কলকাতা, ১৪ আগস্ট (হি.স): ‘দিল্লিতে যাব ব্যবসার কাজে। ব্যবসায়ীক কারণেই হতে পারে বিজেপির কোনও নেতা মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে পারি’। শুক্রবার সকালে দমদম বিমানবন্দরে দাঁড়িয়ে একথা জানান, বিধাননগরের প্রাক্তন মেয়র সব্যসাচী দত্ত। তিনি জানান, তবে বিজেপি নেতা হিসাবে কারোর সঙ্গে দেখা করার এই মুহূর্তে কোনও পরিকল্পনা নেই’।

রাজনৈতিক মহলে সবচেয়ে চর্চিত ব্যক্তিত্ব এখন বিধাননগর পুরসভার প্রাক্তন মেয়র সব্যসাচী দত্ত। তিনি আদৌ বিজেপিতে যোগ দিচ্ছেন কিনা, বা কবে দিচ্ছেন, তা জানতেই এখন ততর গোটা রাজ্য। শুক্রবার দিল্লিতে সব্যসাচী দত্তের যাওয়া নিয়েও শুরু হয়েছিল অনেক চাপানউতোর। তবে কি আজই আনুষ্ঠানিকভাবে বিজেপিতে যোগ দেবেন তিনি? এই প্রশ্নে সেখানে কার সঙ্গে দেখা করবেন তা নিয়ে কিন্তু ধোঁয়াশা রেখে দিলেন বিধাননগরের প্রাক্তন মেয়র।

শুক্রবার কলকাতা বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের মুখোমুখি হন তিনি। তবে উত্তরে খুব হালকাচালেই বিষয়টি এড়িয়ে যান তিনি। সব্যসাচী দত্ত বলেন, ‘দেখুন দিল্লিতে তো সবাই কোনও না কোনও কাজই যায়। আমিও আমার ব্যক্তিগত ব্যবসার কাজে যাচ্ছি’। দিল্লিতে গিয়ে তিনি বিজেপির হাইকমান্ডের সঙ্গে দেখা করবেন কিনা, সেই প্রশ্নের উত্তরে বলেন, ‘ব্যবসার কাজে যাব। যাঁর সঙ্গে প্রয়োজন পড়বে কথা বলব। বিজেপির নেতারা সবাই মন্ত্রী হয়ে বসে আছেন, এখন যদি ব্যবসার কাজে কাউকে দরকার লাগে, তখন মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে হবে। তবে তখন তাঁর পরিচয় কোনও বিজেপি নেতা হিসেবে নয়’। যদিও খবর হল, বিজেপির সর্বভারতীয় সংগঠনিক সহ সম্পাদক শিব প্রকাশের সঙ্গে সব্যসাচীর বৈঠক করানোর চেষ্টা করছেন মুকুল রায়। তা সম্ভব হলে আজই তৃণমূলকে ধাক্কা দিয়ে বিজেপিতে যোগ দেবেন সব্যসাচী দত্ত।

কলকাতা পুরসভার প্রাক্তন মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায় দুদিন আগে দিল্লিতে গিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে বিজেপিতে যোগদান করেন। সঙ্গে ছিলেন বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়ও। তবে তিনি যে লুকিয়ে দিল্লিতে যাবেন না, এদিন সেকথাও স্পষ্ট করে দেন সব্যসাচী দত্ত।

লোকসভা নির্বাচনের সময় থেকেই তৃণমূলের অস্বস্তির কারণ হয়ে উঠেছিলেন বিধাননগরের প্রাক্তন মেয়র সব্যসাচী দত্ত। কখনও আলটপকা বা কখনও দলবিরোধী মন্তব্য করে তৃণমূলকে চাপে ফেলছিলেন তিনি। এর মধ্যে একাধিকবার বিজেপি নেতা মুকুল রায়ের সঙ্গেও প্রকাশ্যে সাক্ষাৎ করেন তিনি। তখন থেকেই তাঁর বিজেপিতে যোগদানের চর্চা শুরু হয়। অবশেষে তাঁর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণের প্রক্রিয়া শুরু করে শাসকদল। মাঠে নামেন খোদ রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। সব্যসাচী দত্তের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনে বিধাননগরের কাউন্সিলররা। এবং সেই অনাস্থাকে চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে যান সব্যসাচী দত্ত। জিতেও আসেন। তবে আশ্চর্যজনক ভাবে সঙ্গে সঙ্গে মেয়র পদ থেকে ইস্তফা দেন তিনি।

বৃহস্পতিবার, ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে এসে শোভন ও কেন্দ্রের স্তুতি করে বিজেপি যোগের জল্পনা বাড়ান বিধাননগরের প্রাক্তন মেয়র। কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের কাশ্মীর ইস্যুতে পদক্ষেপের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন, ‘১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হওয়ার ৭২ বছর পর কাশ্মীরে প্রথম জাতীয় পতাকা উড়ল। এটা সম্ভব হয়েছে শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের সৌজন্যে। এটা সত্যিই প্রশংসনীয়’। একইসঙ্গে বলেন, শোভন যে দলেই যাবে তারই লাভ। স্বাভাবিকভাবেই বিজেপিতে তাঁর পা বাড়িয়ে রাখার জল্পনা উসকে ওঠে এই মন্তব্যে। পাশাপাশি এও জানান, শুক্রবার দিল্লি যাচ্ছেন তিনি।

বরযাত্রী বোঝাই বাস দুর্ঘটনার কবলে জখম অন্তত ৪০ জন

তেহট্ট, ১৬ আগস্ট (হি.স.) : বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গিয়ে নদিয়ায় বড়সড় দুর্ঘটনার মুখে পড়ল বরযাত্রী বোঝাই বাস। এই দুর্ঘটনায় জখম হয়েছেন অন্তত ৪০ জন। যাদের মধ্যে ৭ জনের শারীরিক অবস্থা এখনও আশঙ্কাজনক। তাদের শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার রাতে পলাশিপাড়া থানা এলাকার খড়ের মাঠে। স্থানীয় সমীরণ রায় বিয়ে করতে যাচ্ছিলেন কালীগঞ্জ থানার চড়চাকুন্দি গ্রামে। বরের গাড়ি রওনা হওয়ার খানিকক্ষণ পর একটি বাস নিয়ে ৬৫ জন বরযাত্রী যাচ্ছিলেন চড়চাকুন্দি গ্রামে। মাঝপথেই দুর্ঘটনার কবলে পড়ে বরযাত্রী বোঝাই বাস। বাড়ি থেকে প্রায় ৩০০ মিটার দূরে আচমকাই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়িটি রাস্তা থেকে অন্তত ২০ ফুট নিচে পড়ে যায়। গাড়ির কিছুটা অংশ পুকুরের মধ্যে ডুবে যায়, বাকিটা জলের উপরেই ছিল।

এমন দুর্ঘটনার খবর পেয়ে স্থানীয় মানুষজন তড়িঘড়ি সেখানে গিয়ে উদ্ধার করেন সবাইকে। জখম ৪০ জনকে সঙ্গে সঙ্গে বেথুয়াডহরি হাসপাতালে পাঠানো হয়। প্রাথমিক চিকিৎসার পর বেশ কয়েকজনকে ছেড়ে দেওয়া হয়। জখমদের মধ্যে ৭ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে তাঁদের শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়।

যৌন হেনস্থার অভিযোগে এক মেজর জেনারেলকে বহিষ্কার করল ভারতীয় সেনাবাহিনী

নয়াদিল্লি, ১৬ আগস্ট (হি.স.) : যৌন হেনস্থার অভিযোগে এক মেজর জেনারেলকে বহিষ্কার করল ভারতীয় সেনাবাহিনী। শুক্রবার এই তথ্য জানিয়েছেন সেনাপ্রধান জেনারেল বিপিন রাওয়াত। এদিন সেনা বিভাগ থেকে

ছয়ের পাতায়

মানসিক অবসাদে আত্মঘাতী হলেন প্রাক্তন ভারতীয় ওপেনার ভিবি চন্দ্রশেখর

চেন্নাই, ১৬ আগস্ট (হি.স.) : আত্মহত্যা করলেন প্রাক্তন ভারতীয় ওপেনার ভিবি চন্দ্রশেখর। বৃহস্পতিবার মাইলাপুরে নিজের বাসভবনে পাখার সঙ্গে ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া যায় চন্দ্রশেখরকে। তদন্তকারী পুলিশ অফিসার সেন্থিল মুরুগান জানিয়েছেন, ৫৭ বছর বয়সি চন্দ্রশেখর কোনও সুইসাইড নোট লিখে যাননি। চন্দ্রশেখরের স্ত্রী সৌম্য পুলিশকে জানিয়েছেন, বিকাল ৫টা ৪৫ নাগাদ পরিবারের সকলের সঙ্গে চা খেয়ে বাড়ির দু’তলায় প্রাক্তন ক্রিকেটার নিজের বেডরুমে চলে যান। সন্ধ্যায় দরজায় ধাক্কা দিয়ে কোনও সাড়া না মিললে তিনি জানালায় উঁকি দিয়ে চন্দ্রশেখরকে পাখার সঙ্গে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান। তিনি এও জানিয়েছেন যে, সম্প্রতি নিজের ক্রিকেট ব্যবসায় ক্ষতির মুখ দেখতে হওয়ায় চন্দ্রশেখর মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন।

চন্দ্রশেখর তামিলনাডু প্রিমিয়র লিগের ফ্র্যাঞ্চাইজি ভিবি কাঞ্চি বীরান্সের মালিক ছিলেন। এছাড়া ভিবি’স নেস্ট নামে একটি ক্রিকেট অ্যাকাডেমিও চালাতেন প্রাক্তন ভারতীয় তারকা। চন্দ্রশেখরের মৃতদেহ পুলিশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্যরয়াপেত্তা সরকারি হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

জাতীয় দলের হয়ে ৭টি একদিনের খেলেছেন চন্দ্রশেখর। আক্রমণাত্মক ব্যাটিংয়ের জন্য পরিচিত চন্দ্রশেখরের ঘরোয়া ক্রিকেট খেলার বিপুল অভিজ্ঞতা ছিল। ৮১টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচে ৪৯৯৯ রান করেছেন তিনি। ১৯৮৭-৮৮ মরশুমে রঞ্জি ট্রফি জয়ী তামিলনাড়ু দলের সদস্য ছিলেন চন্দ্রশেখর। শুধু তামিলনাড়ুর হয়েই নয়, চন্দ্রশেখর ঘরোয়া ক্রিকেট খেলেছেন গোয়ার হয়েও। ১৯৮৮ সালে ইরানি ট্রফিতে অবশিষ্ট ভারত একাদশের বিরুদ্ধে মাত্র ৫৬ বলে সেঞ্চুরি করেছিলেন চন্দ্রশেখর। ২০১৬ সালে ঋষভ পন্ত রঞ্জি ট্রফিতে ৪৮ বলে শতরান করার আগে পর্যন্ত চন্দ্রশেখর ছিলেন প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট দ্রুততম শতরানকারী ভারতীয় ব্যাটসম্যান। পরে জাতীয় নির্বাচক, রাজ্য দলের কোচ, ক্রিকেট প্রশাসক ও ধারাভাষ্যকার রূপেও কাজ করেছেন। ২০০৮ সালে আইপিএল আত্মপ্রকাশের পর চেন্নাই সুপার কিংস ফ্রাঞ্চাইজির প্রথম অপরেশন ডিরেক্টর ছিলেন চন্দ্রশেখরই।

চন্দ্রশেখরের এই অকাল প্রয়াণে স্তম্ভিত তামিলনাড়ু তথা দেশের ক্রিকেটমহল। চন্দ্রশেখরের আকস্মিক মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন এস বদ্রিনাথ, কৃষ্ণমাচারি শ্রীকান্ত, অনিল কুম্বলে, সুরেশ রায়নার মতো তারকা ক্রিকেটার।

ফের বিভ্রাট টয় ট্রেনে, ভোগান্তির শিকার হলেন বিদেশি পর্যটক সহ যাত্রীরা

দার্জিলিং , ১৬ আগস্ট (হি.স.) : শুক্রবার বার বার হোঁচট খেল হেরিটেজ তকমা পাওয়া টয় ট্রেন। রংটং-এ পৌঁছনোর পর পুরোপুরি বিকল হয়ে যায় ট্রেনের ইঞ্জিন। ফলে ভোগান্তির শিকার হলেন বিদেশি পর্যটক সহ যাত্রীরা।তবে রেলের তরফে জানান হয়েছে ইঞ্জিনে বিভ্রাট হয়নি, সামান্য যান্ত্রিক ত্রুটি হয়েছিল। ইঞ্জিন পাল্টে মিটিয়ে ফেলা হয়েছে। শুক্রবার দার্জিলিং জংশন স্টেশন ছেড়ে কিছুটা এগোতেই থেমে যায় ট্রেন। তারপর সুকনা স্টেশন যেতে যেতে আরও কয়েকবার থেমে যায় ট্রেন। তারপর অবশ্য সুকনা স্টেশন ছাড়ার পর দিব্যি এগোচ্ছিল টয় ট্রেন। কিন্তু পাহাড়ি পাকদণ্ডি বেয়ে রংটং-এ পৌঁছনোর পর পুরোপুরি বিকল হয়ে যায় ট্রেনের ইঞ্জিন। মাঝ রাস্তাতেই দাঁড়িয়ে পড়ে ট্রেন। ফলে বাধ্য হয়ে সেখানেই নেমে পড়েন যাত্রীরা। রেলের তরফে জানানো হয়, কন্টোল রুমে খবর দেওয়া হয়েছে। দার্জিলিং থেকে শিলিগুড়ির উদ্দেশে ট্রেন রওনা দিয়েছে। দুপুর ২টো নাগাদ সেই ট্রেন এসে রংটং পৌঁছয়। তারপর ইঞ্জিন বদলে ফের যাত্রা শুরু করে ট্রেন।

এদিনের ঘটনায় ক্ষুব্ধ যাত্রীরা ঊ তাঁদের অভিযোগ, কামরা ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এসে বেশ কয়েক ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয় তাঁদের। সবথেকে বেশি সমস্যায় পড়েন বিদেশি পর্যটকরা। রীতিমতো বিরক্ত হয়ে পড়েন তাঁরা।

তবে রেলের তরফে অবশ্য দাবি করা হয়েছে, এ দিন ইঞ্জিন বিকল হয়নি। জানানো হয়েছে, নিয়ম মেনেই পাহাড়ি চড়াই রাস্তায় ওঠার আগে ব্রেক ঠিক মতো কাজ করছে কিনা তা পরীক্ষার জন্য আচমকা ট্রেন থামিয়ে দেওয়া হয়েছিল শুরুতে। প্রতিদিনই এই পরীক্ষা করা হয় বলে রেলের দাবি। কিন্তু ওই ইঞ্জিন পাহাড়ে উঠতে পারছিল না বলে অন্য ট্রেনের সঙ্গে এই ইঞ্জিন বদল ঘটিয়ে ট্রেন চালু করা হয়েছে।

অন্যদিকে বিকল হওয়া ইঞ্জিন নিয়ে শিলিগুড়ির উদ্দেশে রওনা দেয় টয় ট্রেন। ট্রেনের চালক রঘুনাথ রায় জানান, ‘ডাউন ট্রেনের ক্ষেত্রে ইঞ্জিন সামান্য বিকল থাকলে সমস্যা নেই। নিচু রাস্তায় ঠিক পৌছে যাব শিলিগুড়ি। কিন্তু উঁচু রাস্তায় যেতে গেলে সমস্যা হবে।’ কাটিহার ডিভিশনের এনজেপি সার্কেলের এডিআরএম পার্থপ্রতিম রায় জানান, ‘সমস্যা হয়েছিল। ইঞ্জিন পাল্টে মিটিয়ে ফেলা হয়েছে। বিপজ্জনক কিছু হয়নি।’

আইসিসিইউ থেকে কেবিনে দেওয়া হল সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে

কলকাতা,১৬ আগস্ট(হি.স.) : অসুস্থতা কাটিয়ে ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছেন বর্ষীয়ান অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়।শারীরিক অবস্থার অনেকটাই উন্নতি হয়েছে অভিনেতারঊতবে,শ্বাসকষ্ট-এর সমস্যা সপুর্ণ কাটেনিঊআগের থেকে সুস্থ থাকায় শুক্রবার আইসিসিউ থেকে কেবিনে দেওয়া হল অভিনেতা সৌমিত্রকেঊ বুধবার শ্বাসকষ্ট জনিত সমস্যায় সকালে অভিনেতাকে ভর্তি করা হয় বাইপাশের বেসরকরি হাসপাতাল রুবীতেঊশ্বাসকস্টের পাশপাশি বয়সজনিত কারণ তাছাড়াও সোডিয়াম পটাশিয়ামের হেরফেরও ছিল অভিনেতার শরীরে।তবে,ধীরে ধীরে অসুস্থতা কাটিয়ে উঠছেন অভিনেতাঊহাসপাতাল সুত্রে খবর গতকালের থেকে অনেকটাই সুস্থ থাকায় অভিনেতাকে আইসিসিউ থেকে কেবিনে দেওয়া হবেঊশুক্রবার অভিনেতা সৌমিত্রকে দেখতে হাসপতালে যান অভিনেতা প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়।

রূপা গঙ্গোপাধ্যায়ের ছেলের ১ দিনের পুলিশ হেফাজত

কলকাতা, ১৬ আগস্ট (হি.স): রাজ্যসভার সাংসদ রূপা গঙ্গোপাধ্যায়ের ছেলে আকাশ মুখোপাধ্যায়কে এক দিনের পুলিশ হেফাজত দিলেন আলিপুর আদালতের বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্টেট। তাকে আবার আলিপুর আদালতে হাজির করতে বলা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার রাতে মত্ত অবস্থায় গাড়ি চালিয়ে দুর্ঘটনার জেরে সাংসদ পুত্রকে গ্রেফতার করেছে যাদবপুর থানার পুলিশ। শুক্রবার তাকে তোলা হয় আদালতে। পুলিশ সূত্রে খবর, রাতেই মেডিক্যাল পরীক্ষা হয়েছে সাংসদ পুত্রের। ঘটনার জেরে আকাশ মুখোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে ২৭৯, ৪২৭ আইপিভই, ১৮৪ এমভি এবং ৩ পিপিডি ধারায় মামলা দায়ের করেছে পুলিশ। এই ঘটনার পর বিজেপি সাংসদ তাঁর টুইটার হ্যান্ডেলে জানিয়েছেন, আইন আইনের পথেই চলবে। আইন অনুযায়ীই পদক্ষেপ করা হোক। কোনও রাজনৈতিক বা ব্যক্তিগত প্রভাবে যেন প্রভাবিত না হয় পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে খব, স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি বৃহস্পতিবার রাত ৮টা ৩৫ মিনিট নাগাদ, প্রচণ্ড গতিতে ছুটে আসে আকাশের গাড়ি। সাংসদের বাড়ির পাশেই গল্ফ গার্ডেন এলাকায় একটি ক্লাবের পাঁচিলে ধাক্কা মারে আকাশের গাড়িটি। দুর্ঘটনার পর গাড়ি থেকে বের করা হয় আকাশকে। রূপা গঙ্গোপাধ্যায়ের স্বামী ছেলেকে গাড়ি থেকে বার করেন। সেই সময়ে তার মাথা দিয়ে রক্ত বের হচ্ছিল। রূপার ছেলে মত্ত অবস্থায় ছিলেন বলে দাবি করেছেন স্থানীয়দের একাংশ। যদিও এ দুর্ঘটনায় কেউ হতাহত হননি। তবে অল্পের জন্য সকলে রক্ষা পেয়েছেন বলে জানা গেছে। যে দেওয়ালে ধাক্কা মেরেছে গাড়িটি, সেই দেওয়ালের কিছু অংশ ভেঙে গেছে।

প্রধমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান মাত্রা অতিরিক্ত গতিতেই গাড়ি চালাছিল আকাশ। যার যেরে নিয়ন্ত্রণ রাহিয়ে ক্লাবের পাঁচিলে ধাক্কা মারে সে। শুক্রবার দুপুর ১২টা নাগাদ ঘটনাস্থলে আসে ফরেন্সিক দল। খতিয়ে দেখেন গাড়িটি। করেন নমুনা সংগ্রহ। গ্রেফতার করা হয় আকাশকে ঊ আজই আকাশকে আদালতে তোলা হয়। আকাশের আইনজীবী তাঁর হয়ে জামিন চাইলে সরকারি আইনজীবী তার বিরোধিতা করেন। তারপরেই আকাশকে ১ দিনের পুলিশ হেফাজত দেন বিচারক।

পরিবারের চারজনকে গুলি করে হত্যার পর আত্মঘাতী গৃহকর্তা

বেঙ্গালুরু, ১৬ আগস্ট (হি.স.) : দিল্লির পর এবার গণআত্মহত্যার ঘটনা ঘটল কর্নাটকে। পরিবারের কর্তা একে একে চারজনকে গুলি করে হত্যা করার পর নিজে আত্মঘাতী হয়েছে বলে স্থানীয় পুলিশ জানিয়েছে। শুক্রবার ভোরে ঘটনাটি ঘটেছে কর্নাটকের

ছয়ের পাতায়

হরিয়ানায় পুনরায় সরকার গড়বে বিজেপি, জিন্দ-এর জনসভায় আত্মবিশ্বাসী অমিত শাহ

জিন্দ (হরিয়ানা), ১৬ আগস্ট (হি.স.): হরিয়ানা বিধানসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ এখনও ঘোষণা হয়নিঊ এরই মধ্যে নির্বাচনী প্রচার শুরু করে দিল ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)। শুক্রবার হরিয়ানার জিন্দ-এর একলব্য স্টেডিয়ামে ‘আস্থা জনসভা’-য় যোগ দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ। ‘আস্থা জনসভা’-য় অমিত শাহের বক্তব্যে উঠে এল অনুচ্ছেদ ৩৭০ রদ, চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ-সহ বিভিন্ন বিষয়। হরিয়ানার মনোহর লাল খাট্টার সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পেরও খতিয়ান তুলে ধরলেন অমিত শাহঊ বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি এদিন বলেছেন, ‘পূর্ববর্তী বিধানসভা নির্বাচনের সময় আমি যখন হরিয়ানায় এসেছিলাম, তখন ৪২টি আসন নিয়ে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় এসেছিলঊ এবার আমি আবারও এসেছি, আপনাদের কাছে আহ্বাণ করছি এবার ৭৫টি আসনে বিজেপি সরকার তৈরি করুনঊ দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় হরিয়ানায় পুনরায় সরকার গড়তে চলেছে বিজেপি। জম্মু ও কাশ্মীর থেকে ৩৭০ অনুচ্ছেদ বিলুপ্তি প্রসঙ্গে অমিত শাহ বলেছেন, ‘সর্দার প্যাটেলের স্বপ্ন ছিল অখণ্ড ভারত, সেই স্বপ্নের পথে প্রধান বাধা ছিল অনুচ্ছেদ ৩৭০ঊ জম্মু ও কাশ্মীরের উন্নয়নের পথে যে প্রতিবন্ধকতা ছিল, ৩৭০ অনুচ্ছেদ বিলোপের পর তার অবসান হয়েছেঊ মোদীজীর নেতৃত্বে এবার উন্নয়নের পথে অগ্রসর হবে জম্মু, কাশ্মীর এবং লাদাখ।’ অমিত শাহ আরও বলেছেন, ভোট ব্যাঙ্ক রাজনীতির স্বার্থে ৭০ বছরেও যে কাজ করতে পারেনি কংগ্রেস, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ৭৫ দিনে তা করে দেখিয়েছেনঊ অনুচ্ছেদ ৩৭০ বাতিল করা বিরাট বড় কাজ, এই কাজ তাঁদের পক্ষেই করা সম্ভব যাঁদের মধ্যে ভোট ব্যাঙ্কের লোভ থাকে নাঊ মোদীজী কখনই ভোট ব্যাঙ্কের লোভে পড়েননি, তিনি সর্বদাই ভারত মাতার ভালোর জন্য সিদ্ধান্ত নেন।

চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ প্রসঙ্গে অমিত শাহ বলেছেন, ‘স্বাধীনতা দিবসে চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফের ঘোষণা করেছেন নরেন্দ্র মোদীজীঊ বহু বছর ধরে এই পদের জন্য সুপারিশ করা হয়েছিল, তবে ঘোষণা করা হয়নিঊ এই পদের ফলে যুদ্ধের সময় সেনাবাহিনীর মধ্যে দৃঢ় সমন্বয় থাকবেঊ’ মনোহর লাল খাট্টার সরকারের ভূয়শী প্রশংসা করে অমিত শাহ বলেছেন, ‘প্রতিটি গ্রামে উন্নয়ন পৌঁছেছে, প্রতিটি যোগ্য যুবক জাতপাত এবং দুর্নীতি ছাড়াই চাকরি পেয়েছে, হরিয়ানার বিজেপি সরকার তা নিশ্চিত করেছে। প্রায় ৫০ হাজার যুবকের হাতে চাকরির নিয়োগ পত্র তুলে দেওয়ার কাজ করেছে মনোহর লাল খাট্টার সরকারঊ’ এদিনের জনসভায় হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী মনোহর লাল খাট্টার বলেছেন, ‘স্বাধীনতার পর, সেই সময় দেশের ঐক্যসাধন করেছিলেন ততালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলঊ জম্মু ও কাশ্মীর থেকে ৩৭০ অনুচ্ছেদ বাতিল করে এখন ওই একই কাজ করলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সফরকে ঘিরে কড়া নিরাপত্তা ভুটানে

থিম্পু, ১৬ আগস্ট (হি.স.) : ডোকলাম নিয়ে তীব্র উত্তেজনার পর ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সফর শুরু করবেন প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভুটানে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সফরকে ঘিরে কড়া নিরাপত্তায় মুড়ে দেওয়া হয়েছে। জানা গিয়েছে, আগামী ১৭ আগস্ট আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর পারোতে বরণ করা হবে মোদীকে। সেখানেই তাঁকে বরণ করবেন ভুটানের প্রধানমন্ত্রী ড: লোটে শোরিং। পারো থেকে থিম্পু পৌঁছনোর পরে বিখ্যাত তাশিচো জং রাজবাড়িতে মোদীকে স্বাগত জানাবেন রাজা জিগমে খেসর নামগিয়াল ওয়াংচুক ও রানি জেতসুন পেমা। এর পর রাজকীয় ভুটান বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষ্ঠানে ভাষণ দেবেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদী। তারপরে থিম্পু-নয়াদিল্লি কয়েকটি মৌ সাক্ষরিত হবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সফরকে ঘিরে পারো-থিম্পু মহাসড়কের সর্বত্র জারি হয়েছে নিরাপত্তার বলয়। আগামী ১৮ আগস্ট সফর শেষে ভারতে ফিরবেন তিনি।

মোদীর সফর উপলক্ষে নিরাপত্তায় মোতায়েন রয়্যাল ভুটান আর্মি ও রয়্যাল পুলিশের বিশেষ দল। অত্যন্ত জনপ্রিয় পর্যটনস্থল পারো। ফলে পর্যটকদের সাময়িক চলাচলে থাকছে কড়াকড়ি। যদিও পূর্ব ঘোষণা অনুসারে, সবাইকে এই নির্দেশিকা জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। মোদীর সফর ঘিরে পশ্চিমবঙ্গের আলিপুরদুয়ার জেলা লাগোয়া বিখ্যাত বাণিজ্যপথ ফুন্টশোলিং ও জয়গাঁয় বাণিজ্য বন্ধ থাকছে। পর্যটকদের যাতায়াতেও থাকছে বিধি নিষেধ। ফুন্টশোলিং ভুটানের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ শহর। চিন ও ভারতের মাঝে থাকা একচিলতে পার্বত্য ভূখণ্ড তথা ড্রাগনভূমি হল ভুটান। তিনটি দেশের সীমান্তে রয়েছে ডোকলাম মালভূমি। এই এলাকায় চিনা সেনার উপস্থিতি নিয়ে বেজিং ও নয়াদিল্লির কূটনৈতিক সম্পর্কে আলোড়িত হয়েছিল আন্তর্জাতিক মহল। বিশেষজ্ঞদের ধারণা, ভুটান সফরে গিয়ে প্রতিবেশী চিনকে কিছু বার্তা দেবেন মোদী। সেই দিকেই লক্ষ্য রাখা হচ্ছে। এইদিকে লক্ষ্য রাখছে অপর প্রতিবেশী চিন।

বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাসের অভিযোগ বাংলাদেশি গায়ক নোবেলের বিরুদ্ধে

ঢাকা, ১৬ আগস্ট (হি.স.) : বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাসের অভিযোগ উঠল কলকাতার একটি বেসরকারি চ্যানেলের রিয়েলিটি শো সারেগামাপা খ্যাত বাংলাদেশি গায়ক নোবেলের বিরুদ্ধে। সূত্রের খবর, সোশ্যাল মিডিয়ায় নোবেলের বিরুদ্ধে এমনই অভিযোগ করেছেন গোপালগঞ্জের এক কিশোরী। গায়কের কঠোর শাস্তির দাবিও জানিয়েছেন তিনি।

জানা গিয়েছে, ওই কিশোরীর নোবেলের সঙ্গে আলাপ হয় গত বছর। এরপর ধীরে ধীরে দু’জনের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা তৈরি হয়। একে-অপরের প্রেমে পড়ে যায়। নোবেল ওই কিশোরীকে বিয়ে করার প্রতিশ্রুতি দেয় বলেও অভিযোগ। কিশোরীর আরও অভিযোগ, বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বেশ কয়েকবার তার সঙ্গে সহবাস করেন নোবেল। পরে যদিও বিয়ে তো দূর সম্পর্ক রাখতেও অস্বীকার করেন বাংলাদেশি গায়ক। এই ঘটনার পর থেকে মানসিক অবসাদে ভুগতে শুরু করেন অভিযোগকারিণী। ওই কিশোরীর দাবি শুধু তিনিই নন, নোবেল এমন অনেকের সঙ্গে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাস করেছে।

বাধ্য হয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছেন অভিযোগকারিণী। বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাসের পাশাপাশি নোবেল মাদকাসক্ত বলেও ফেসবুক স্ট্যাটাসে লেখেন তিনি। নির্যাতিতার দাবি, নোবেল যে একের পর এক কিশোরীকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাস করে, তা জানেন গায়কের বাবা-মাও। তাঁর আরও অভিযোগ, প্রথমে মিষ্টি কথায় ছেলের বান্ধবীদের সঙ্গে আলাপ করলেও, নোবেলের প্রয়োজন মিটে গেলে ওই কিশোরীদের অপমান করে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেন তাঁরা। অভিযোগের পাশাপাশি নোবেলের সঙ্গে কাটানো ব্যক্তিগত মুহূর্তের বেশ কয়েকটি ছবিও সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন নির্যাতিতা। বাংলাদেশি গায়কের কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন তিনি। উল্লেখ্য, এরআগে জাতীয় সংগীত নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্যের জেরে নেটদুনিয়ায় সমালোচিত নোবেল। বাংলাদেশি গায়ক পাশে পাননি তাঁর দেশকেও। সেখানেও সমানভাবে কটাক্ষের শিকার হয়েছেন তিনি। সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাসের অভিযোগে বেশ খানিকটা অস্বস্তিতে পড়লেন বাংলাদেশি গায়ক। তবে এ বিষয়ে এখনও তাঁর কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

ডাউন হাওড়া-শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেসের ইঞ্জিন বিভ্রাট

বোলপুর, ১৬ আগস্ট (হি.স.): এবার ইঞ্জিন বিভ্রাট ডাউন হাওড়া-শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেসে। শুক্রবার দুপুরে বোলপুর স্টেশন ছেড়ে কলকাতার দিকে রওনা হতেই খুলে যায় শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেসের ইঞ্জিন। তৎক্ষনাৎ আলাদা হয়ে যায় বগিগুলি। যদিও কোনও বগি লাইনচ্যুত হয়নি। সুরক্ষিত রয়েছেন যাত্রীরাও।

বড়সড় দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেল ডাউন হাওড়া-শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেস। শুক্রবার দুপুরে বোলপুর স্টেশন ছেড়ে কলকাতার দিকে রওনা হতেই খুলে যায় শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেসের ইঞ্জিন। এদিনও নিয়ম মতোই বোলপুর স্টেশনে শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেসের ইঞ্জিন বদল করা হয়। এরপর হাওড়ার দিকে রওনা দেয় ট্রেনটি। কিন্তু ৪০০ থেকে ৫০০ মিটার এগোতেই চলন্ত ট্রেন থেকে খুলে যায় ইঞ্জিন। স্বাভাবিকভাবেই আতঙ্ক ছড়ায় যাত্রীদের মধ্যে। লাইনে নেমে পড়েন তাঁরা। খবর পেয়েই চলে আসেন রেলের আধিকারিকরা। কিছু সময় পর ফের ইঞ্জিন লাগিয়ে যাত্রা শুরু করে ট্রেন। এই ঘটনায় ফের প্রশ্নের মুখে রেলে যাত্রী সুরক্ষা। ঘটনায় রেলের গাফিলতির অভিযোগ তুলেছেন অনেকেই। তবে কি ইঞ্জিন বদলের সময়েই কোনও সমস্যা হয়েছিল? উঠছে এমনই একাধিক প্রশ্ন।

উল্লেখ্য, আজ বার বার হোঁচট খায় দার্জিলিংগামী হেরিটেজ তকমা পাওয়া টয় ট্রেন। রংটং-এ পৌঁছনোর পর পুরোপুরি বিকল হয়ে যায় ট্রেনের ইঞ্জিন। ফলে ভোগান্তির শিকার হন বিদেশি পর্যটক সহ যাত্রীরা। তবে রেলের তরফে জানান হয়েছে ইঞ্জিনে বিভ্রাট হয়নি, সামান্য যান্ত্রিক ত্রুটি হয়েছিল। ইঞ্জিন পাল্টে মিটিয়ে ফেলা হয়েছে সমস্যা।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

নাট্য অ্যাকাডেমির সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা মনোজ মিত্রের

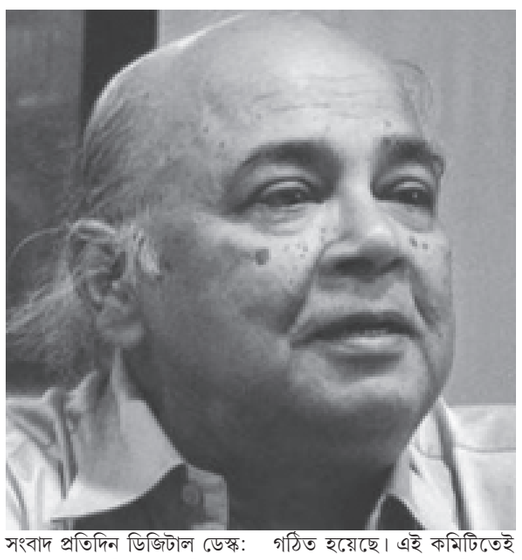

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: নাট্য অ্যাকাডেমির সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা দিলেন মনোজ মিত্র। শুক্রবার তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরকে চিঠি দিয়ে নিজে ইস্তফার কথা জানান এই নাট্য ব্যক্তিত্ব। চিঠিতে শারীরিক অসুস্থতার কথা উল্লেখ করেন তিনি। যদিও অনেকের ধারণা, নতুন যে কমিটি গঠিত হয়েছে, তা তাঁর মনের মতো হয়নি। যদিও মনোজ মিত্র এনিয়ে কিচ্ছু বলেননি।দু''সপ্তাহ আগে নাট্য অ্যাকাডেমিতে নতুন কমিটি গঠিত হয়েছে। এই কমিটিতেই সভাপতি পদ পেয়েছিলেন মনোজ মিত্র। রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর নাট্য অ্যাকাডেমির উপদেষ্টাদের যে তালিকা প্রকাশিত করা হয়েছিল, সেখানে হরিমাধব মুখোপাধ্যায়, ঊষা গঙ্গোপাধ্যায়দের নাম ছিল না। অথচ নতুন তালিকায় ব্রাত্য বসু, অর্পিতা ঘোষদের নাম ছিল। এবিষয়ে আজ মনোজ মিত্র জানান, তাঁর দীর্ঘদিনের সহকর্মী ও বন্ধুদের নাম তালিকায় ছিল না। এমন হওয়া একেবারেই উচিত হয়নি। যদিও তাঁর ইস্তফার পিছনে এই কারণ দর্শাননি তিনি। শারীরিক অসুস্থতার কারণেই তিনি নাট্য অ্যাকাডেমির সভাপতির পদ থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন বলে জানিয়েছেন মনোজ মিত্র।কিছুদিন আগেই নাট্য অ্যাকাডেমি থেকে ইস্তফা দেন নাট্য ব্যক্তিত্ব বিভাস চক্রবর্তী। নাট্যকার জানিয়েছিলেন, বয়সের কারণে তিনি নাটকের জগত থেকে অনেকটা সরে এসেছেন। কাজ করেন খুব কম। এমন পরিস্থিতিতে নাট্য অ্যাকাডেমির পদ অধিকার করে বসে থাকার কোনও মানে হয় না। তাছাড়া অ্যাকাডেমিতে এমন কোনও কাজ হয় না যার জন্য তাঁর মতো সিনিয়র মানুষের পরামর্শ দরকার। যা হয়, তা রুটিন কাজ। যাঁরা এখন অ্যাকাডেমিতে রয়েছেন, তাঁরা সেই কাজ সামলে নিতে পারবেন। নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করে কাজ করা হবে। সেখানে তাঁর কোনও কাজ নেই। তাছাড়া অনেক সিনিয়র নাট্যকারই ইতিমধ্যে অবসর নিয়ে ফেলেছেন। তিনিও সেই পথ অনুসরণ করেছেন। এবার বিভাসের সঙ্গে সেই একই পথেরই পথিক হলেন মনোজ মিত্রও।

গুমনামি' ছবি নিয়ে আইনি নোটিস পরিচালক সৃজিতকে

নজরবন্দি ব্যুরোঃ বৃহস্পতিবারই স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে মুক্তি পেয়েছে 'গুমনামি'র প্রথম টিজার। যা রীতিমতো হিট। কিন্তু টিজার মুক্তি পেতেই আইনি বিতর্কে জড়ালেন পরিচালক সৃজিত। পরিচালকের বিরুদ্ধে অভিযোগ নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসের মতো মহান ব্যক্তিত্বকে ভুল ভাবে তুলে ধরা হয়েছে 'গুমনামি' তে। অভিযোগকারীর নাম দেবব্রত রায়।তিনি একজন নেতাজি গবেষক। গুমনামী বাবাই কি নেতাজি? এ নিয়ে বিস্তর মত পার্থক্য রয়েছে নেতাজি গবেষকদের মধ্যে। কেউ মনে করেন গুমনামি বাবাই নেতাজি। আবার কারও মতে, গুমনামি বাবার সঙ্গে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর কোনও সম্পর্কই নেই। এই বিতর্কের মাঝে গুমনামি বাবাকে নিয়ে সৃজিত মুখোপাধ্যায়কে আইনি নোটিস দেওয়ার পরে ফের বিতর্ক শুরু হয়েছে।

পাকিস্তানেই ইমরান খানের বিরুদ্ধে ''গো ব্যাক'' স্লোগান

এবার পাকিস্তানেই শোনা গেলো সেদেশের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের বিরুদ্ধে গো ব্যাক স্লোগান। পাক অধিকৃত কাশ্মীরে ঘটেছে এই ঘটনা। কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা বিলোপের পর পাক অধিকৃত কাশ্মীরে যান ইমরান। সেখানকার বিধানসভায় দাঁড়িয়ে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী বলেন, যদি ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ লাগে, তা হলে তার জন্য দায়ী হবে আন্তর্জাতির মঞ্চ। একই সঙ্গে তিনি দাবি করেন, ভারত জম্মু-কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা বিলোপ করে কাশ্মীরের মানুষের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।এরপরই খোদ পাক অধিকৃত কাশ্মীরেই ইমরানের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠে সেখানকার সাধারণ মানুষ। বহু মানুষ রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ দেখতে থাকেন। তারা স্লোগান দিতে থাকেন, ''পাকিস্তানি ফ্যাসিস্ট গো ব্যাক।'' এই ঘটনায় স্বভাবতই বিড়ম্বনায় পড়েছেন ইমরান খান। বিক্ষোভকারীদের বোঝাতে আসরে নেমেছে সেখানকার স্থানীয় নেতা মন্ত্রীরা।

প্রেম নয়! অনুষ্কা এবং আমি খুব ভালো বন্ধু, বললেন প্রভাস

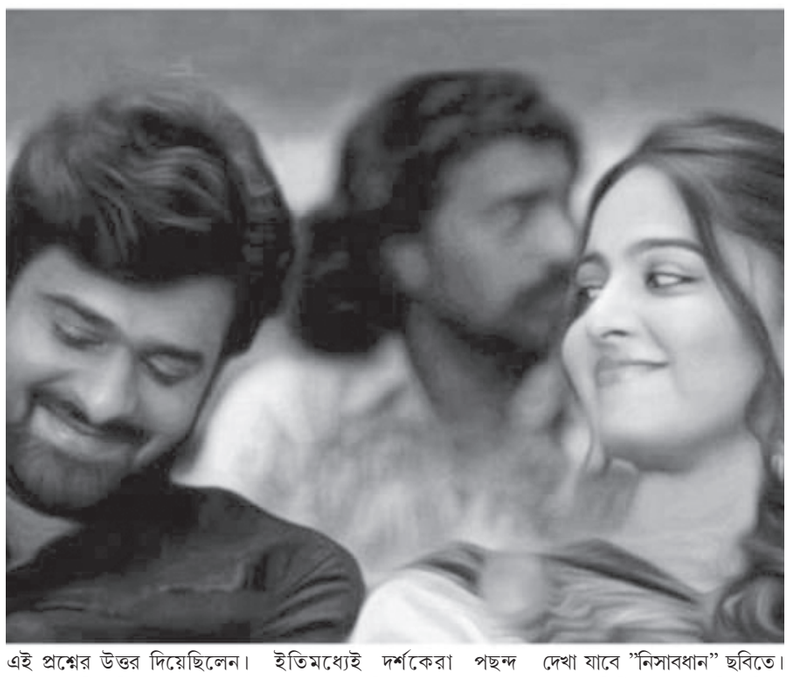

মহানগর ওয়েবডেস্ক: ''বাহুবলী'' প্রভাস এবং তাঁর ''দেবসেনা'' অনুষ্কা শেট্টির মধ্যে কী চলছে তা জানতে উতসুক তাঁদের অনুরাগীরা। এমনকি দুজনে আমেরিকায় ঘর খুঁজছেন বলেও জানা গিয়েছে। একে অপরকে ডেট করছেন সেই খবর মানতে নারাজ প্রভাস। তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, তাঁরা দুজনে একে অপরের ভালো বন্ধু। এর থেকে বেশি আর কিছু নেই। ''বাহুবলী'' থেকেই দুজনের প্রেমের সম্পর্ক শিরোনামে আসতে থাকে। তাছাড়াও অনুষ্কার ''ভাগমাতি'' ছবির সেটে দেখা করতে গিয়েছিলেন প্রভাস। যদিও দুজনেই কেউ প্রেমের কথা স্বীকার করেননি। তবে এবার অনুষ্কাকে নিয়ে মুখ খুললেন প্রভাস।অভিনেতা বলেন, এইসব গুজবের কোনও মানে হয় না। আমি এবং অনুষ্কা একে অপরের খুব ভালো বন্ধু। যদি আমাদের মধ্যে কিছু থাকত তাহলে আপনারা জানতে পারতেন। এই দুই বছরে আপনারা কী আমাদের একসঙ্গে ঘুরতে দেখেছেন? করণ জোহরের শো''তেও আমাকে একই প্রশ্ন করা হয়েছিল। রাজা মৌওলি এবং রানা এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন। তাঁরাও জানিয়েছিল আমাদের মধ্যে কিছু নেই।'' যদিও অনুষ্কা এবং প্রভাসের জোড়ি কিন্তু একেবারে সুপারহিট। দুজনকে ''মিরচি'', ''ডারলিং এবং ''বাহুবলী'' ছবিতে দেখা গিয়েছিল। তাঁদের কেমিস্ট্রি ইতিমধ্যেই দর্শকেরা পছন্দ করেছেন।এদিকে, প্রভাস ব্যস্ত আছেন ''সাহো''-র প্রচারে। ছবিতে মুখ্য চরিত্রে রয়েছেন শ্রদ্ধা কাপুর, জ্যাকি শ্রফ, মন্দিরা বেদী, নীল নীতিন মুকেশ এবং অনান্য তারকারা। অন্যদিকে, অনুষ্কাকে দেখা যাবে ''নিসাবধান'' ছবিতে। যেখানে তিনি মূক এবং বোধির চরিত্রে অভিনয় করছেন। পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন হেমান্ত মধুরকর। মুখ্য চরিত্রে দেখা যাবে মাধবন, অঞ্জলি, শালিনী পাণ্ডে এবং হলিউড অভিনেতা মাইকেল মাদসেনকে।

বাড়িতেই হয় কোটিপতি-খেলা ফাঁস করলেন বিগ বি নিজেই

''কৌন বনেগা ক্রোড়পতি'' ভারতীয় টেলিভিশনের সবচেয়ে সফল নন-ফিকশন শোগুলির অন্যতম। একটা সময় শোনা গিয়েছিল যে দশম সিজনের পরে আর নতুন কোনও সিজন আসবে না। কিন্তু গত বছরেই ঘোষণা হয় ১১তম সিজনের এবং এই সিজনের হোস্ট হিসেবে যে বিগ বি-কেই পাবেন দর্শক, সেই কথাও জানা যায়। দর্শক খুশি তো বটেই, পাশাপাশি বচ্চন পরিবারেও বেশ খুশির মেজাজ কারণ পরিবারের সবাই এই শোয়ের ফ্যান।মিস মালিনী ডট কম-এর একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী, সম্প্রতি অমিতাভ একটি সংবাদ সংস্থাকে জানিয়েছেন যে তাঁর পরিবারের সদস্যরা অবসর পেলেই এই গেম খেলে থাকেন নিজেদের মধ্যে। অমিতাভ বলেন, ''আমার পরিবারের সদস্যরা কেবিসি খেলতে ভালবাসেন। কখনও শ্বেতা খেলে, কখনও ঐশ্বর্য খেলে। আমরা সবাই একসঙ্গে বসি আর তার পরে প্রশ্ন-উত্তর আলোচনা করি। এমনকী আরাধ্যাও এখন শো দেখে, আমাকে প্রশ্ন করে আর আমরা যখন একসঙ্গে বসে খেলি তখন আরাধ্যাও উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করে।''বচ্চন পরিবার।

ছবি: বিগ বি-র ইনস্টাগ্রাম থেকেদিল চাহতা হ্যায়'' সিকোয়েল কবে, জানালেন অক্ষয় খন্নাতবে বচ্চন পরিবারে কেবিসি-র সবচেয়ে বড় ফ্যান সম্ভবত জয়া বচ্চন। অমিতাভ জানালেন, ''জয়া যে কাজই করুন না কেন, কেবিসি শুরু হলে সব কাজ ফেলে রেখে তিনি টিভির সামনে বসবেনই। এর জন্য একবার অন্তত প্রকাশ্যে জয়াকে ধন্যবাদ জানানো উচিত আমার।'' বিগ বি হলেন বলিউডের প্রথম কিংবদন্তি তারকা যিনি টেলিপর্দার কোনও শো হোস্ট করেছেন। সেই সময় তাঁর এই পদক্ষেপকে অনেকেই একটু আড়চোখে দেখেছিলেন। এমনকী তাঁর পরিবারের সদস্যরাও সিদ্ধান্তটা নিয়ে খুব একটা নিশ্চিত ছিলেন না।প্রয়াত বর্ষীয়ান অভিনেত্রী বিদ্যা সিনহাঅমিতাভ ওই সংবাদ সংস্থাকে জানিয়েছেন যে পরিবারের সদস্যদের কিঞ্চিত সংশয় থাকা সত্ত্বেও অমিতাভ এই শোয়ের জন্য হ্যাঁ বলেছিলেন কারণ তাঁর এই শোয়ের আইডিয়াটি ভাল লেগেছিল। বলা ভাল, বেশ অন্য রকম ঠেকেছিল গোটা ব্যাপারটা তাঁর কাছে। তাই রিস্কটা নিয়েই ফেলেছিলেন।

অন্ধকারের ভয়

রাতের পৃথিবী কতই না সুন্দর। নিস্তব্দ রাতে ছাদে গিয়ে খোলা হাওয়া গায়ে মেখে চাঁদের আলোয় স্নান করার অভিজ্ঞতা যাদের রয়েছে, তারা সত্যিই বড় ভাগ্যবান।

রাত শান্তির। সারাদিনের ব্যস্ততার পর ক্লান্ত শরীর বিছানায় এলিয়ে দিয়ে শান্তির ঘুমে ঢলে পড়েন সবাই। রাতের পৃথিবীতে কবিরা কবিতার ঝাঁপি খুলে বসলেও, এমনও অনেকেরয়েছেন যারা কোনোরকমে যারা কোনোরকমে রাতটা পার করে দিতে চান। রাতের নিস্তব্ধ পরিবেশ যেন তাদের চারপাশ থেকে আঁকড়ে ধরে।

একলোফোবিয়া বা অন্ধকারের ভয় রোগটি যাদের রয়েছে তারা রাতের অন্ধকারকে মোটেও সহ্য করতে পারেন না যেকোনো ধরনের অন্ধকার পরিবেশ তাদের মনে ভয়ের উন্মেষ ঘটায়। তবে একলোফোবিয়া ব্যক্তির জীবনে ব্যাপক প্রভাব ফেলে। সাধারণ নারী ও শিশুদের মধ্যে এ সমস্যাটি বেশি দেখা দেয়।

একলোফোবিয়া ধারণ করে বেঁচে থাকা বা স্বাভাবিক জীবনযাপন করা কঠিন। কারণ অন্ধকার পরিবেশে ব্যক্তি বিভিন্ন বস্তুর ছায়াচিত্র দেখে ভয় পান। সামান্য শব্দ বা আলোর প্রতিফলন তাদের মনে বিশাল ভয় সৃষ্টি করে। এসব কারণে একলোফোবিয়া নানারকম দুশ্চিন্তা ও মানসিক অবসাদের সৃষ্টি করে।

কারণ

একলোফোবিয়ার জন্ম ও বিকাশ মানুষের অবচেতন মনে। মানুষ অবচেতন মনেই নিজেকে রক্ষা করার জন্য অতিরিক্ত আত্মকেন্দ্রিক হয়ে ওঠে। অতীতে অন্ধকারে কোনো দুর্ঘটনা, ভয়ের সিনেমা দেখা বা অলৌকিক কোনো গল্প শোনা ইত্যাদির কারণে ভয় সৃস্টি হতে পারে।

বাস্তব জীবনে অন্ধকার পরিবেশকে এড়িয়ে চলা সম্ভব নয়। বরং যত ভয় পাবেন ভয় ততই বাড়বে। তবে একলোফোবিয়া বিভিন্ন রূপে ধরা দেয়। অনেকের ক্ষেত্রে সব বাজে অভিজ্ঞতা কাকতালীয়ভাবে অন্ধকারেই ঘটতে পারে। এ কারণে তার রাতের প্রতি বা আলো নেই এমন জায়গার প্রতি ভয় সৃস্টি হতে পারে।

লক্ষ্মণ

যাদের একলোফোবিয়া রয়েছে তারা আলো ব্যতীত কোনো স্থানে থাকতে পছন্দ করেন না। এমনকি রাতে ঘুমানোর সময় ও আলো জ্বালিয়ে ঘুমাতেই স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। অন্ধকার পরিবেশে থাকলেও তাদের ইন্দ্রিয় খুব সজাগ থাকে। সামান্য শব্দতেও তারা আঁতকে ওঠেন। এসময় তাদের হৃদস্পন্দন বেড়ে যায়, ঘন ঘন শ্বাস প্রশ্বাস নিতে থাকেন, ঘাম ও বমি বমি ভাব হয়। তবে এসব লক্ষ্মণ তাদের ভয়ের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে।

সমাধান

অন্ধকারের ভয় বা একলোফোবিয়া রোগটি আক্রান্ত ব্যক্তি ও তার চারপাশের মানুষের জীবনের উপর ব্যাপক প্রভাব ফেলে। অবিশ্বাস্য হলেও এটি ক্যারিয়ার ও স্বাস্থ্যের উপরও নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। তাই ভয়ের চাদরে নিজেকে আড়াল করে জীবনকে কখনোই সুন্দরভাবে উপভোগ করা যায় না। এজন্য ভয়ের অদৃশ্য বেড়াজাল কাটিয়ে উঠুন।

আপনি জানেন, আপনি অন্ধকারকে ভয় পান। ব্যাপারটিকে হঠাৎ করে পাল্টে নেওয়া সম্ভব নয়। হঠাৎ একদিনের চেষ্টাতেই এটি দর হবে না। ধীরে ধীরে মনের ভয়গুলোকে কাটাতে চেষ্টা করুন। সন্ধ্যে হলেই ঘরের সব বাতি জ্বালাতে এক মুর্হূতও দেরি করেন না আপনি। একবার ভাবুন তো, ভয় আপনার মনে, এক্ষেত্রে শুধু ঘরেরড় বাতি জ্বালাতেই কি ভয় কেটে যাবে। কখনোই না, বরং জ্বালাতে হবে মনের প্রদীপ। যার আলোতে মনের অন্ধকার ঘরটি আলোতে ভরে উঠবে।

রাতকে উপভোগের দৃস্টিতে দেখুন। রাতে খাবার টেবিলে জলে ফুল ও ফ্লোটিং মোমবাতি রাখতে পারেন। দেখুন ঘরটি কী সুন্দর লাগছে। এটা সবসময় করার প্রয়োজন নেই, মাঝে মাঝে করুন।

রাতের অন্ধকারে ঘরে যদি কোনোকিছুর ছায়া দেখে আঁতকে ওঠেন, তাহলে আজ থেকে আর উল্টো দিকে দৌড় দেবেন না। অপানিতো জানেন, আপনার ঘরে হিংস্র কোনো প্রাণী নেই। তাই ভয় পেলে আলো জ্বালিয়ে দেখুন, যা দেখে আপনি ভয় পেয়েছেন, সেটি আসলে কী!

এছাড়াও সেল্ফ মোটিভেশন পদ্ধতি কাজে লাগাতে পারেন। ঘরের শান্ত পরিবেশে বিছানায় গা এলিয়ে দিন। বাতাসে সুগন্ধি ব্যবহার করে এবার চোখ বন্ধ করুন। ভাবুন, আপনি একটি অন্ধকার ঘরে প্রবেশ করেছেন। আপনার হাতে একটি জ্বলন্ত মোমবাতি। আপনি যাবার সঙ্গে সঙ্গে ঘরে রাখা সব মোমবাতি জ্বালাতে জ্বালাতে যাচ্ছেন। ধীরে ধীরে পুরো ঘরটাই আলোয় ভরে উঠলো।

অন্ধকারকে নেতিবাচক হিসেবে না নিয়ে ইতিবাচক ভঙ্গিতে দেখুন। মনযোগ, অনুভূতি ও শান্তির আশ্রয়স্থল হিসেবে দেখুন। মাঝে মাঝে পরিবারের সবার সঙ্গে চাঁদ দেখতে ছাদে বা বাইরে যান। জানালার পাশে বসে দেখতে পারেন রাতের পৃথিবী। এসময় না হয় পাশে কাউকে রাখুন। ভাবুন, সারাদিন ব্যস্ততার পর সবাই শান্তি পেতেই রাতের জন্য অপেক্ষা করে। তাহলে কেন ভয় পাবেন আপনি।

কী ঘটতে চলেছে ১৭-ই সেপ্টেম্বর?

মহানগর ওয়েবডেস্ক: বৈবাহিক সম্পর্ক নাকি জন্ম জন্মান্তরের, এই সম্পর্কে সবথেকে নিরাপদ এবং স্বচ্ছ এক সম্পর্ক। সত্যি কি তাই, সত্যি কি নিরাপদ বৈবাহিক সম্পর্ক উঠছে প্রশ্ন। আর এই উত্তরই মিলবে ১৭-ই সেপ্টেম্বর... তবে তারিখে কি লুকিয়ে আছে জানা নেই, তবে উত্তর লুকিয়ে ১৭-ই সেপ্টেম্বর নামে আসন্ন ছবিত। এক সাধারন জীবনের পথ চলা এবং হঠাত ছন্দ পতনের গল্প বলতে আসছে অমিতাভ ভট্টাচার্য পরিচালিত ছবি ১৭-ই সেপ্টেম্বর। ছবিতে মুখ্য ভূমিকায় দেখা যাবে সোহমও অরুনিমা ঘোষকে মধ্যবিত্ত পরিবাবের এক তরুন তরুনির প্রেম তারপর বৈবাহিক পরিনতি। এক রাশ স্বপ্ন নিয়ে এক নতুন জীবন শুরু করা, এরপর পথ চলতে চলতে হঠাত-ই ছন্দ পতন, সেই স্বপ্ন যখন তিক্ততায় পরিনত হয়, তারপর উপলব্ধি করা , এক সঙ্গে থাকার জন্য অনেক কারণের দরকার হয়, কিন্তু আলাদা থাকার জন্য একটা কারনই যথেষ্ট.. তখনই এক কঠিন সিদ্ধান্তে পৌঁছায় দুই যুগল।এই গল্প আজকের দিনে বড় পরিচিত। তাই সমাজের এক দিক পর্দায় ধরা দিতে চলেছে ১৭-ই সেপ্টেম্বর। সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছে এই ছবির ট্রেলার, এখন অপেক্ষা ছবি মুক্তির, বেশ অনেক দিন পর দুই দুঁদে অভিনেতাকে জুটি বাঁধতে দেখবে দর্শক, ছবিতে সোহম ও অরুনিমা ছাড়াও দেখা যাবে অম্বরিশ ভট্টাচার্য ও অনিন্দিতা রায়কে।

মালাইকার সঙ্গে রাতের পার্টিতে হুল্লোড়, প্রকাশ্যে অর্জুনের সেই ছবি

নিজস্ব প্রতিবেদন : রাখিবন্ধন উতসবের সকালে পরিবারের সঙ্গে সময় কাটান অর্জুন কাপুর। বোন অংশুলা কাপুর, রিয়া কাপুর, সোনম কাপুর, আনন্দ আহুজাদের সঙ্গে রাখিবন্ধনের সকাল হইহই করে দিব্যি কাটিয়ে দেন বলিউডের এই অভিনেতা। রাখির উতসব শেষ করে, অর্জুন কাদের সঙ্গে রাত কাটালেন জানেন?রিপোর্টে প্রকাশ, বোনদের হাতে রাখি পরে রাতে মালাইকা অরোরার সঙ্গে সময় কাটালেন বনি কাপুরের ছেলে। অর্জুন-মালাইকার সঙ্গে বৃহস্পতিবারের সেই ''গেম নাইটে''

হাজির হন ফারাহ খান, শ্বেতা বচ্চন নন্দা, সাজিদ খান-রা। নিজের সোশ্যাল হ্যান্ডেলে সেই ছবি শেয়ার করেন ফারাহ খান। অর্জুন, মালাইকার ওই ছবি প্রকাশ্যে আসতেই তা ভাইরাল হয়ে যায় হু হু করে।সম্প্রতি মেলবোর্নে একসঙ্গে যান অর্জুন কাপুর এবং মালাইকা অরোরা। মোলবোর্নে চলচ্চিত্র উতসবের অনুষ্ঠান শুরু হলে, মালাইকাকে নিয়ে অর্জুনের মজা করেন অনুষ্ঠানের সঞ্চালক। যা শুনে ক্ষেপে যান অর্জুন কাপুর। শুধু তাই নয়, অনুষ্ঠান চলাকালীন সেখানে অনেক মহিলা রয়েছেন, সঞ্চালক যেন তাঁদের সঙ্গে গিয়ে মজা করেন, এমন মন্তব্যও করতে সোনা যায় অর্জুন কাপুরকে।

পশুদের বাঁচানোর জন্য আইনকে আরও কঠিন করা হোক: অনুষ্কা শর্মা

মহানগর ওয়েবডেস্ক: বলিউডে অন্যতম পশুপ্রেমি অভিনেত্রীদের মধ্যে নাম থাকে অনুষ্কা শর্মার। বিভিন্ন জায়গায় রাস্তা-ঘাটে পশুদের হত্যা করা বা তাঁদের ক্ষতির প্রবণতা সাধারণ মানুষদের মধ্যে বেশি করে দেখা যায়। যার জন্য পশুপ্রেমীদের এই বিষয়ে জোর গলাতে অ্যাওয়ার্ড তোলার

কথা বলেছেন অনুষ্কা। তিনি জানান, ''আমরা লোকদেখানো ভালোবাসা না দেখিয়ে পশুদের নিরাপত্তার প্রয়োজনে কোনও আইনের কথা ভাবলে মনে হয় বেশি ভালো হবে। কিন্তু আমরা তা না ভেবে পশুদের নির্মম অত্যাচার ও তাঁদের ক্ষতি করার চেষ্টা করি।''তিনি আরও জানান, ''বছরের পর বছর, পশুদের ভালোর জন্য অনেকেই আওয়াজ তোলেন। কিন্তু আদপে কোনও নিয়ম নেই আর তা থাকলেও কোনও সাহায্যে করে না অবলা জীবদের।'' তিনি কিছুদিন আগেই পশুদের অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য একটি ক্যাম্পেইন চালু করেন, ''জাস্টিস ফর অ্যানিমাল''। ১৯৬০ সালের যে পশু অত্যাচারের বিরুদ্ধে আইন আছে তাঁর পরিবর্তনের আওয়াজ তুলেছেন অনুষ্কা। এই বিষয়ে অভিনেত্রী জানিয়েছেন, ''প্রত্যেক প্রানীর বেঁচে থাকার গুরুত্ব রয়েছে, জীবনের দাম আছে। এই সুন্দর বিশ্বে সবার বাঁচার অধিকার আছে। শুধুমাত্র মানুষ বেঁচে থাকবে এটা কোনওদিন হয় না। মানুষকে যদি শাস্তি দেওয়ার হাত থেকে আইন বাঁচায় তাহলে পশুদের জন্যও এই নিয়ম আনা উচিত। যদি কোনও মানুষ মনে করে একটি পশুর থেকে তাঁর জীবনের দাম বেশি, তাহলে তাঁর থেকে খারাপ কিছুই হতে পারে না।''তিনি আরও জানান, ''কোনও পশুর ভাগ্য ভালো যাকে মানুষের অত্যাচার সহ্য করতে হয় নি। দেশে বিভিন্ন জায়গায় কুকুরদের হত্যা করা হয় কোনও কারণ ছাড়াই। তাই আমি চাই ভারতে পশুদের অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচাতে ১৯৬০ সালের আইন আর ও কঠোর করা হোক।''

রাগ নিয়ন্ত্রণে মনকে বোঝান সবার আগে

রাগ মানুষের এক ধরনের সাধারণ, স্বাভাবিক আবেগ। কম হোক বেশি প্রতিটি মানুষের মধ্যেই রাগ থাকে। এটা খুব স্বাভাবিক। কিন্তু রাগ যখন বাড়াবাড়ি পর্যায়ে চলে যায়, তখন সেটা নিয়ে একটু ভাবতেই হবে। আপনি যদি খুব সহজেই রেগে ওঠেন এবং তা নিয়ন্ত্রণ করতে না পারেন, তাহলে তা আপনার ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন খারাপ প্রভাব ফেলতে পারে। আশেপাশের মানুষেরাও বিরক্ত হয়ে উঠতে পারে আপনার ওপর। এ ধরনেরসমস্যা যেন না হয় সেজন্য রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে আপনাকে।

এটা খুব সহজ কাজ নয়। ধীরে ধীরে রাগকে নিজের বশে আনতে হবে। সেক্ষেত্রে কিছু বিষয় নিজের মনে গেঁথে নিতে হবে, যা আপনার রাগ কমাতে সাহায্য করবে। রাজ সম্পর্কে কিছু বিষয় নিজের মনে গেঁথে নিতে হবে, যা আপনার রাগ কমাতে সাহায্য করবে। রাগ সম্পর্কে কিছু বিষয় আপনাকে জানতে হবে, বারবার নিজেকেএগুলো বোঝাতে হবে। তাহলে ধীরে ধীরে একটা সময় আপনি রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন। এখানে রইল- রাগ নিয়ন্ত্রণের জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যা আপনার মনকে বোঝাতে হবে।কেন রেগে যাচ্ছেন?

নিজের রাগটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে সবার আগে যেটা জানতে হবে সেটা হচ্ছে আপনি ঠিক কী কারণে রেগে যাচ্ছেন। অনেক সময় মানুষ নির্দিষ্ট কোনো কারণ ছাড়াই রেগে যায়। তাই নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করুন, কেন রেগে আছি আমি? নিজেই খুঁজে বের করুন উত্তরটি।

রাগ শুধু সময় নষ্ট করে

নিজেকে যখন প্রশ্ন করবেন, কেন আপনি রেগে আছেন, সে প্রশ্নের কোনো সুনির্দিষ্ট উত্তর যদি না পান তবে মনকে বোঝান আপনি অকারণেই রেগে যাচ্ছেন। এই রাগ আপনার অনেকটা সময় কেড়ে নিচ্ছে। এ সময়ে আপনার আনন্দে থাকার কথা ছিল, একটা কাজ শেষ করা কথা ছিল । রাগ আপনাকে সেটা করতে দিচ্ছে না। সুতরাং আপনার রেগে গেলে চলবে না, রাগ আপনার অনেকটা সময় নিয়ে নেবে, কিন্তু কোনো উপকারে আসবে না।রাগ কোনো সমাধান নয়

আপনি যদি কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণে রেগে নিয়ে থাকেন, তাহলে রাগ আপনার সেই সমস্যার কোনো সমাধান করতে পারবে না। বরং রেগে গিয়ে আপনি সমস্যাটাকে আরো জটিল করে তুলেছেন। তাই না রেগে শান্ত হয়ে ভেবে সমস্যার সমাধান বের করতে হবে। এই কথাটাই নিজেকে বোঝান। যদি কোনো মানুষের উপরে আপনি রেগে থাকেন, তাহলে মনকে বোঝান, কোনো মানুষই পারফেক্ট নয়। তাই সবার সব কাজ , আচার ব্যবহার আপনার ভালো লাগবে এমনটা নয়।একইভাবে হয়তো আপনার অনেক কাজও অন্যদের ভালো লাগে না। এটাই স্বাভাবিক। এজন্য রেগে যাওয়ার কিছু নেই।

অন্য আবেগের ফলাফল রাগ

রাগ যে সবসময় রেগে যাওয়ার মতো কোনো কারণ থেকে হয় তা নয়। অনেক সময় ক্ষোভ, কষ্ট, মন খারাপ, বিষন্নতা বা অন্য কোনো আবেগ অনুভূতি মানুষকে রাগিয়ে তোলে। সেক্ষেত্রে আপনার রাগের পেছনে কোনো আবেগ লুকিয়ে আছে তো খুঁজে বের করতে হবে এবং সেই আবেগের কারণটি চিহ্নিত করে তার সমাধান করতে হবে। এজন্য রেগে ওঠার কিছু নেই, এবং আপনি অকারণেই রাগছেন— মনকে এটি বোঝান।রাগ নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে ধীরে সুস্থে, ধৈর্য নিয়ে। এজন্য সবচেয়ে আগে প্রয়োজন নিজের মনকে বোঝা এবং বোঝানো। তবে নিজে বারবার চেষ্টা করেও যদি দিন দিন বাড়তে থাকে, আর তা যদি অস্বাভাবিক পর্যায়ে চলে যায়, তাহলে অবশ্যই একজন মনোরোগে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন।

এক নজরে বাংলাদেশ

মনির হোসেন, ঢাকা,

ক্ষুধামুক্ত ও দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলাদেশ গড়ে বঙ্গবন্ধুর রক্তের ঋণ শোধ করবো : প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

ঢাকা,আগষ্ট ১৬।। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় তাঁর দৃঢ় আশাবাদ পুণর্ব্যক্ত করে বলেছেন, এর মাধ্যমেই আমরা জাতির পিতার রক্তঋণ শোধ করবো।

প্রধানমন্ত্রী জাতির পিতার ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন,জাতির পিতা বলেছিলেন, প্রয়োজনে বুকের রক্ত দেব। আর সেই রক্তই তিনি দিয়ে গেছেন।আর আমাদের সেই রক্তঋণ শোধ করতে হবে তাঁর স্বপ্নের ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলাদেশ গড়ে তোলার মধ্যদিয়ে।তিনি বলেন,পিতা তোমাকে কথা দিলাম আজকের দিনে,তোমার স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ আমরা গড়ে তুলবো। এটাই আমাদের অঙ্গীকার।

প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা শুক্রবার বিকেলে বঙ্গবন্ধুর ৪৪ তম শাহাদত বার্ষিকী এবং জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ আয়োজিত আলোচনা সভায় সভাপতির ভাষণে একথা বলেন।প্রধানমন্ত্রী বলেন,আজ জাতির পিতা আমাদের মাঝে নেই কিন্তু তাঁর আদর্শ আমাদের মাঝে আছে।সেই আদর্শ নিয়ে রাজনীতি করি।এ সময় এদেশের মানুষের আস্থা-বিশ্বাস নিয়ে এবং সম্মান ধরে রেখে দেশকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আশাবাদ ব্যক্ত করেন প্রধানমন্ত্রী।তিনি বলেন, আমি শুধু এইটুকুই বলবো আজকের দিনে শোকগাঁথা বুকে নিয়েও এ দেশের মানুষের জন্য কাজ করে যাচ্ছি।শুধু আমার বাবার কথা চিন্তা করেই, তিনি কিভাবে কষ্ট সহ্য করেছেন, কিভাবে জীবনের সবকিছু বিসর্জন দিয়েছেন এই দেশের জন্য।

আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদ সদস্য আমির হোসেন আমু ও তোফায়েল আহমেদ, প্রেসিডিয়াম সদস্য বেগম মতিয়া চৌধুরী, মোহাম্মদ নাসিম, অ্যাডভোকেট আব্দুল মতিন খসরু, দলের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের, দলের যুগ্ম সম্পাদক অ্যাডভোকেট জাহাঙ্গীর কবির নানক ও আব্দুর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক আফম বাহাউদ্দিন নাছিম, কেন্দ্রীয় সদস্য অ্যাডভোকেট আজমত উল্লাহ খান, ঢাকা উত্তর মহানগর আওয়ামী লীগের জেষ্ঠ্য সহ-সভাপতি শেখ বজলুর রহমান, ঢাকা দক্ষিণ মহানগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শাহে আলম মুরাদ আলোচনা সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন।

দলের কেন্দ্রীয় নেতা অধ্যাপক মেরিনা জামান অনুষ্ঠানে স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করেন।দলের প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক এবং তথ্য মন্ত্রী ড় হাছান মাহমুদ ও উপ-প্রচার সম্পাদক আমিনুল ইসলাম অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশকে গড়ে তুলে জাতির পিতা যখন অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন ঠিক তখনই চরম আঘাতটা আসে। অথচ তিনি বেঁচে থাকলে অথবা আর ৩/৪টা বছর বেঁচে থাকলেই বাঙালি জাতিকে একটা মর্যাদার আসনে নিয়ে আসতেন।তাহলে বাংলাদেশের মানুষকে অনাহার অর্ধাহারে থাকার কষ্ট, বোমাবাজি, হত্যা ক্যু ষড়যন্ত্রের কষ্ট আর ভোগ করতে হতো না।বাংলাদেশ বিশ্বে অনেক আগেই মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারতো।তিনি দেশবাসীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বাকরুদ্ধ ন্ঠে বলেন,সব হারিয়ে পেয়েছিলাম লাখো মানুষ। তাদেরকে আপন করে নিয়েছি। আর আওয়ামী লীগের অগণিত নেতা-কর্মী, মুজিব আদর্শের সৈনিক-তারাই আমাকে আপন করে নিয়েছে। সেখানেই পেয়েছি বাবা-মা-ভাইয়ের ভালবাসা। এটাই আমার সবথেকে বড় শক্তি।প্রধানমন্ত্রী বলেন, একটা জিনিষই মাথায় রেখেছি যে, আমার বাবা এই দেশ স্বাধীন করেছিলেন, এই দেশকে গড়ে তুলতে হবে। এদেশের মানুষকে মানুষের মত বাঁচার সুযোগ করে দিতে হবে, উন্নত জীবন দিতে হবে, ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলাদেশ গড়তে হবে। সেই লক্ষ্য নিয়েই কাজ করে আজকে বাংলাদেশকে বিশ্বে একটা মর্যাদার আসনে নিয়ে এসেছি।শেখ হাসিনা বলেন,আজ সারাবিশ্ব বাংলাদেশের দিতে তাকিয়ে থাকে। তারা অবাক হয়, এত দ্রুত কিভাবে একটা দেশ উন্নত হতে পারে?উত্তরে তিনি নিজেই বলেন,হতে পারে তখনি যখন একটি জাতির স্বাধীনতা অর্জনের জন্য যারা ত্যাগ স্বীকার করে এবং নীতি আদর্শ নিয়ে রাজনীতি করে, তারা যদি ক্ষমতায় থাকে তাহলেই একটা জাতি উন্নত হয়, তাহলেই একটা জাতি এগিয়ে যেতে পারে।তিনি বলেন,যারা পরাজিত শক্তির দোসর তারা যদি ক্ষমতায় থাকে তাহলে কোন জাতি এগোয় না, কোন জাতিই উন্নতি করতে পারে না।প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাঙালির মাঝে জাতি স্বত্তার উন্মেষ ঘটিয়ে তাদেরকে মুক্তির মন্ত্রে দীক্ষা দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু।জাতির পিতা শোষিত-বঞ্চিত, ক্ষুধা ও দারিদ্র্যপীড়িত বাঙালিদের একটি সুন্দর সমাজ দিতে চেয়েছিলেন উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, তাঁদের জীবন তিনি পরিবর্তন করতে চেয়েছিলেন, তাঁদের জীবন থেকে ক্ষুধা, দারিদ্রত দূর করতে চেয়েছিলেন। বাঙালি জাতি একটি জাতি হিসেবে যেন গড়ে উঠতে পারে সেটাই তাঁর লক্ষ্য ছিল। সেই লক্ষ্যটা সামনে নিয়েই তিনি ধাপে ধাপে এগিয়ে যান এবং সমগ্র জাতিকে উদ্বুদ্ধ করেন স্বাধীনতার মন্ত্রে।তিনি বলেন,আর তাই জাতির পিতার ডাকে সাড়া দিয়েই এদেশের সাধারণ মানুষ যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করে বিজয় ছিনিয়ে আনে, বাংলাদেশ স্বাধীন হয়।

আলোচনা সভায় অধিকাংশ বক্তাই '৭৫-এর ১৫ আগস্টের প্রেক্ষাপট সৃষ্টির পেছনে দেশের রাজনৈতিক নেতৃত্বের একটি অংশকে ইন্ধন দেয়ার দায়ে অভিযুক্ত করেন।তাদের সঙ্গে কন্ঠ মিলিয়ে আওয়ামী লীগ সভাপতি বলেন, রাজনৈতিক নেতারা যদি তৎকালীন পরিস্থিতি উপলব্ধি করতে পারতেন তাহলে হয়তো পঁচাত্তরের ১৫ আগস্টের আঘাত আসত না।শেখ হাসিনা বলেন, যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনের বিশাল কর্মযজ্ঞ একদিকে করা, অপরদিকে একটি দেশ, যে দেশটি ছিল পাকিস্তান নামের একটি দেশের একটা প্রদেশ। আর যে ভূখ-টাতে চিরদিন বিদেশিরাই রাজত্ব করেছে। সেই দেশটাকে একটা দেশ হিসেবে, একটা রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা-এই কঠিন কাজ মাত্র সাড়ে তিন বছরের মধ্যে বঙ্গবন্ধু করে গিয়েছিলেন।বঙ্গবন্ধুর দেশ শাসনকালে বিভিন্ন ষড়যন্ত্রের কথা তুলে ধরে তিনি বলেন,সেই সময় নানা চক্রান্ত চলেছে- পাটের গুদামে আগুন, থানা লুট করা, আওয়ামী লীগের নির্বাচিত সাতজন সংসদ সদস্যকে হত্যা করা। যারা স্বাধীনতাবিরোধী, রাজাকার, আলবদর বাহিনী অনেকেই দেশ ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল। অনেকেই আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে গিয়েছিল। আন্ডারগ্রাউন্ড বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে তারা একের পর এক ধ্বংসযজ্ঞ চালাতে শুরু করে, যোগ করেন তিনি।তিনি বলেন,বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আমাদের অনেক রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ তখনকার যে একটা অবস্থা সেই অবস্থা বুঝতেই পারেনি। একটা দেশ দীর্ঘদিন বঞ্চিত ছিল, শোষিত ছিল তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে যুদ্ধ করে বিজয় অর্জন করা হয়েছে। তারা এত সহজে ছাড়বে না। তাদের দোসররা ছিল রন্ধ্রে রন্ধ্রে।শেখ হাসিনা বলেন, 'ষড়যন্ত্র, চক্রান্ত অব্যাহত থাকবে-এই উপলব্ধিটা তখনকার দিনে আমাদের অনেক রাজনৈতিক নেতার মধ্যেও আসেনি। তাই তারা এটা হয় নাই, ওটা হয় নাই-নানা ধরনের প্রশ্ন, কথা, লেখালেখি অনেক কিছু শুরু করেছিল।'তিনি বলেন, 'ক্ষত-বিক্ষত একটা দেশ, অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু একটা দেশ, সেই দেশটাকে গড়ে তোলা যে অত্যন্ত কঠিন-দুরূহ কাজ। এটা যে একদিনেই, একটা কথায় গড়ে ওঠে না-এই উপলব্ধিটা যদি সকলের মাঝে থাকত তাহলে হয়তো ১৫ আগস্টের মতো এত বড় একটা আঘাত এ দেশের ওপর আসত না।তিনি আরও বলেন,কিন্তু তখন কেউ সেই উপলব্ধিটা করে নাই, এটা উপলব্ধি করতে অনেক সময় লেগেছিল তাদের। কেন তারা উপলব্ধি করতে পারে নাই, আমি জানি না। এর মধ্যে অনেক জ্ঞানী-গুণী, অনেকেই আছেন।

বঙ্গবন্ধু কন্যা বলেন, বাহাত্তর থেকে পঁচাত্তর সাল পর্যন্ত সে সময়কার বিভিন্ন লেখালেখি এবং পত্র-পত্রিকায় চোখ বুলালেই এসব রাজনীতিকদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়।তিনি বলেন,কেউ যদি লেখনিগুলোতে একবার চোখ বুলান, পড়েন তখন দেখবেন কত ভুল সিদ্ধান্ত এবং ভুল কথা তারা বলে গিয়েছিলেন আর সেই খেসারতটা জাতিকে দিতে হলো পঁচাত্তরে জাতির পিতাকে হত্যার মধ্য দিয়ে।বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মধ্যদিয়ে যারা মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছিল সেই আলবদর, রাজাকার, আলশামস এবং পাকিস্তানি বাহিনীর দালাল-দোসর হাতে দেশের ক্ষমতা চলে গিয়েছিল বলে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী।তিনি বলেন, তাদের হাতে যে ক্ষমতা চলে গেছে সেটাও বোধহয় অনেকে উপলব্ধি করতে পারেনি। কারণ বাঙালি জাতির বিজয় মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে, এই বিজয় এরা কখনোই মেনে নিতে পারেনি।প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন,মহান মুক্তিযুদ্ধে যে বিজয় এসেছিল তার প্রতিশোধ নিতেই ১৫ আগস্টের হত্যাকা- হয়েছিল।এ সময় বঙ্গবন্ধুকন্যা বলেন,দুঃখের বিষয় এই হত্যাকা-ের সঙ্গে যারা জড়িত, তারা খুব চেনা।বাংলাদেশ খুব ছোট জায়গা। দিনরাত আমাদের বাড়িতেই যারা ঘোরাঘুরি করতো, তারাই তো খুনি হিসেবে আসলো।শেখ হাসিনা বলেন, জিয়াউর রহমান একজন মেজর ছিল। তাকে প্রমোশন দিয়ে মেজর জেনারেল করা হলো। মাসে একবার হলেও সে আমাদের বাড়িতে আসতো, কখনো একা, কখনো খালেদা জিয়াকে সঙ্গে নিয়ে আসতো। কারণ খালেদা জিয়াকে সঙ্গে নিয়ে আসলে মা'র সঙ্গে দেখা করার উসিলায় উপরে আসতে পারতো। তারা আমাদের ওই লবিতে দুটো মোড়া পেতে বসতো। ঘন ঘন যাতায়াত ছিল।তিনি বলেন,ডালিম, ডালিমের শাশুড়ি, ডালিমের বউ, দিনরাত আমাদের বাসায় ঘোরাঘুরি করতো। মুক্তিযুদ্ধের সময় ওসমানীকে যখন সশস্ত্র বাহিনীর অধিনায়ক করা হলো, তখন তার এডিসি নিয়োগ দেওয়া হলো কামালের সঙ্গে মেজর নূরকেও। তারা একইসঙ্গে, একই রুমে থাকতো, একই সঙ্গে তারা এডিসি ছিল। আর এরাই এই হত্যাকা-টা চালালো। আর মোস্তাক তো মন্ত্রী ছিল।শেখ হাসিনা বলেন,মোস্তাক সংবিধান লঙ্ঘন করে রাষ্ট্রপতির পুরস্কার পাওয়ায় জিয়াউর রহমানকে সেনাপ্রধান করলো। জিয়াউর রহমান কীভাবে এতো বিশ্বস্ত হলো যে তাকেই সেনাপ্রধান করলো। সেটা কর্নেল ফারুক-রশীদ বিবিসিতে যে ইন্টারভিউ দিয়েছিল, সেই ইন্টারভিউ থেকে আপনারা জানতে পারেন।তারা যে জিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছে এবং জিয়ার কাছ থেকে ইশারা পেয়েছে, জিয়া তাদের আশ্বস্ত করেছিল যে, এগুলো করলে তারা সমর্থন পাবে। সেটা তো তারা নিজেরাই বলে গেছে, বলেন তিনি।প্রধানমন্ত্রী বলেন,পরবর্তীতে অনেক চেহারা আপনারা দেখেছেন, যারা বিএনপিতে যোগ দিয়েছিল। এখন অনেক বড়-বড় কথা, অনেক নীতি কথা শোনায়।তারা কে ছিল? তারা কী এই ষড়যন্ত্রের সঙ্গে জড়িত ছিল না? পাল্টা প্রশ্ন ছুড়ে দেন তিনি।

সরকার দেশকে পরনির্ভরশীল করার চক্রান্তে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখছে ঃ মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর

ঢাকা,আগষ্ট ১৬।।সরকার দেশকে 'পরনির্ভরশীল করার চক্রান্তে' সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখছে এবং চামড়া নিয়ে সাম্প্রতিক পরিস্থিতি তারই অংশ বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে শুক্রবার নয়া পল্টনে এক দোয়া মাহফিলে মির্জা ফখরুলের এমন মন্তব্য আসে।তিনি বলেন,ঈদের পরে চামড়ার আসে। চামড়া শিল্পের মাধ্যমে আমরা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারি। সেটাকে ধ্বংস করে দিয়েছে এই সরকার, অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে। এক সময় পাট শিল্প ধ্বংস করা হয়েছে, আজকে ধ্বংস করা হচ্ছে চামড়া শিল্পকে।

বিএনপি মহাসচিব বলেন,সুদূর প্রসারী যে ষড়যন্ত্র, যে চক্রান্ত বাংলাদেশকে পরনির্ভরশীল করার, সেই কাজ বহুদূর এই সরকার এগিয়ে নিয়ে গেছে। তারা শুধু জনগণের ওপর অত্যাচার-নির্যাতন চালাচ্ছে তাই নয়, এ দেশকে পরনির্ভরশীল করার জন্য সেই চক্রান্তে সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করছে।এবার ঈদের দিন থেকেই সরকারের বেঁধে দেওয়া দামের চেয়ে কম দামে চামড়া কেনা হচ্ছে বলে অভিযোগ আসতে থাকে। ট্যানারি মালিকরা বকেয়া থাকা টাকা দেননি- এই যুক্তি দেখিয়ে আড়তদাররা চামড়া কেনা বন্ধ রাখলে সঙ্কট মারাত্মক আকার ধারণ করে।চামড়া সংরক্ষণের নিজস্ব কোনো ব্যবস্থা ফড়িয়া আর মৌসুমী ব্যবসায়ীদের থাকে না। ফলে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে নামমাত্র দামে চামড়া কিনেও পাইকারদের কাছে বিক্রি করতে না পেরে তারা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন।দিনাজপুরে কাঁচা চামড়া বিক্রি করতে না পেরে বাজারে ফেলে চলে যান মৌসুমী ব্যবসায়ীরা।চট্টগ্রামেও লাখখানেক পশুর চামড়া সড়কে ফেলে দেওয়া হয়, পরে সেগুলো সরিয়ে মাটিচাপা দেয় সিটি করপোরেশন।এর মধ্যেই বিএনপির তরফ থেকে অভিযোগ করা হয়, কাঁচা চামড়ার দাম নামিয়ে দিয়ে পাশের দেশে পাচার করার ষড়যন্ত্র হচ্ছে, আর এর পেছনে রয়েছে ক্ষমতাসীন দলের এক নেতার সিন্ডিকেট।এমন পরিস্থিতিতে মঙ্গলবার বিকালে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিবৃতিতে কাঁচা চামড়া রপ্তানির অনুমতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত আসে।চামড়ার বাজারে কেউ কারসাজি করছে কি না, তা খতিয়ে দেখার আশ্বাস দেন ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সড়ক পরিবহনমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের।

মির্জা ফখরুল বলেন, তাদের নেত্রী খালেদা জিয়া মুক্ত থাকলে দেশের অর্থনীতিকে এভাবে 'ফোকলা করে ফেলা' সম্ভব হতো না। এ কারণেই 'ইচ্ছাকৃতভাবে' তাকে কারাগারে আটকে রাখা হয়েছে।সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া দুর্নীতির দুই মামলায় দণ্ড নিয়ে দেড় বছর ধরে কারাবন্দি। অসুস্থতার জন্য কয়েক মাস ধরে তিনি রয়েছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে।আগে খালেদা জিয়ার জন্মদিন পালন করা হত ১৫ অগাস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যাকাণ্ডের দিনে, যা বাংলাদেশের রাজনীতিতে বিতর্কিত একটি অধ্যায় হয়ে আছে। এবার ১৫ অগাস্ট কোনো কর্মসূচি না রেখে তার পরদিন দোয়া মাহফিলের কর্মসূচি দেয় বিএনপি।সেই অনুষ্ঠানে বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক জীবন প্রসঙ্গে মির্জা ফখরুল বলেন,গণতন্ত্রের জন্য তিনি সারাজীবন সংগ্রাম করেছেন। তার রাজনৈতিক জীবনের শুরু হচ্ছে রাজপথে। তিনি স্বৈরাচার এরশাদ সরকারের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠার জন্য বাংলাদেশের পথে-প্রান্তরে জনগণকে সংগঠিত করেছেন। তিনি কোনো রাজনৈতিক নেতা ছিলেন না, একজন গৃহবধূ যিনি রাজনীতি সম্পর্কে একেবারেই অনভিজ্ঞ ছিলেন।যখন তার উপর এসে পড়েছে, তখন তিনি (খালেদা জিয়া) জীবনকে উৎসর্গ করেছেন এই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্যে। এই নেত্রী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্যে শুধু কারাবরণই করেননি, তার সবচেয়ে প্রিয়জনদের হারিয়েছেন।মির্জা ফখরুল বলেন, জিয়াউর রহমানের মৃত্যুর পর অনেকেই মনে করেছিলেন যে বিএনপি ধবংস হয়ে যাবে। খালেদা জিয়াই তখন সামনে এসে 'বিএনপির পতাকাকে তুলে নিয়ে জনগণকে সংগঠিত' করেন।এই পরিক্রমায় দীর্ঘদিনের আবাসস্থল থেকে খালেদা জিয়ার 'উচ্ছেদ' হওয়া, বিদেশে তার ছোট ছেলে আরাফাত রহমান কোকোর মৃত্যু এবং বড় ছেলে তারেক রহমানের লন্ডনে 'নির্বাসিত' জীবনের কথাও অনুষ্ঠানে বলেন ফখরুল।প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ১০ বছর দায়িত্ব পালনের সময় খালেদা জিয়াই দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের 'ভিত্তি' গড়ে দিয়েছিলেন বলে দাবি করেন বিএনপি মহাসচিব।তিনি বলেন, বাংলাদেশের যত উন্নয়ন দেখা যায় তার ভিত্তি বিএনপি সরকারগুলোর আমলেই হয়েছে, জিয়াউর রহমান তা শুরু করে গেছেন।

দোয়া মাহফিলে খালেদা জিয়ার আশু রোগমুক্তি ও দীর্ঘজীবন কামনা করে বিশেষ মোনাজাতে অংশ নেন নেতা-কর্মীরা।অন্যদের মধ্যে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মওদুদ আহমদ, গয়েশ্বর চন্দ্র রায়, নজরুল ইসলাম খান, সেলিমা রহমান, জ্যেষ্ঠ নেতা শামসুজ্জামান দুদু, এজেডএম জাহিদ হোসেন, নিতাই রায় চৌধুরী, শওকত মাহমুদ, জয়নুল আবদিন ফারুক, রুহুল কবির রিজভী, মাহবুবউদ্দিন খোকন, সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল, খায়রুল কবির খোকন, হাবিব উন নবী খান সোহেল, শামসুর রহমান শিমুল বিশ্বাস, ফজলুল হক মিলন, সৈয়দ এমরান সালেহ প্রিন্স, শহীদউদ্দিন চৌধুরী এ্যানী, নূরে আরা সাফা, শিরিন সুলতানা, ওবায়দুল ইসলাম, মীর সরফত আলী সপু, আবদুস সালাম আজাদ, রিয়াজুল ইসলাম রিজু, ইশরাক হোসেন, নিপুন রায় চৌধুরী, বজলুল করীম চৌধুরী আবেদ, অঙ্গসংগঠনের আনোয়ার হোসেইন, সাইফুল আলম নিরব, মোরতাজুল করীম বাদরু, শফিউল বারী বাবু, আবদুল কাদের ভুঁইয়া জুয়েল, আবুল কালাম আজাদ, এসএম জাহাঙ্গীর দোয়া মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন।

রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন আগামী সপ্তাহেই নতুন একটি দিন ঠিক করেছে বাংলাদেশ ও মিয়ানমার

,ঢাকা,আগষ্ট ১৬।। এক বছর আগে সফল না হওয়ার পর রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন শুরুতে আগামী সপ্তাহেই নতুন একটি দিন ঠিক করেছে বাংলাদেশ ও মিয়ানমার।মিয়ানমারের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার বরাত দিয়ে রয়টার্স জানিয়েছে, আগামী ২২ অগাস্ট সাড়ে ৩ হাজার রোহিঙ্গাকে ফেরত নেওয়ার দিনক্ষণ ঠিক হয়েছে।তবে মিয়ানমার সরকারের পক্ষ থেকে আদিবাসী জনগোষ্ঠী ও নাগরিকত্বের স্বীকৃতির নিশ্চয়তা না পেলে রোহিঙ্গারা যেতে না চায়না বলে এই দফার চেষ্টা ফলপ্রসূ হবে কি না, তা এখনও অনিশ্চিত।

রোহিঙ্গাদের ফেরত পাঠানোর বিষয়ে মিয়ানমারকে চাপ দিয়ে এলেও বাংলাদেশ এটাও বলেছে, ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো রোহিঙ্গাকে ফেরত পাঠানো হবে না।মিয়ানমারের রাখাইনে সেনাবাহিনীর দমন অভিযান শুরুর পর ২০১৭ সালের অগাস্ট থেকে পরবর্তী সময়ে সাত লাখের বেশি রোহিঙ্গা পালিয়ে এসে বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়।তার আগে গত কয়েক দশকে এসেছিল আরও চার লাখ রোহিঙ্গা।আন্তর্জাতিক চাপের মধ্যে মিয়ানমার সরকার রোহিঙ্গাদের ফেরত নিতে বাংলাদেশের সঙ্গে চুক্তি করে। ২০১৮ সালের নভেম্বরে প্রত্যাবাসন শুরুর প্রস্তুতিও নিয়েছিল বাংলাদেশ।কিন্তু মিয়ানমারের পরিস্থিতি নিয়ে রোহিঙ্গাদের মনে আস্থা না ফেরায় এবং তারা কেউ ফিরে যেতে রাজি না হওয়ায় সেই পরিকল্পনা ঝুলে যায়।এরপর গত মাসে দুই দেশের প্রতিনিধি দলের বৈঠকে প্রত্যাবাসন চুক্তির অংশ হিসেবে যাচাই বাছাইয়ের জন্য মিয়ানমারের হাতে ২৫ হাজার রোহিঙ্গার নতুন একটি তালিকা দেয় বাংলাদেশ।তার তিন সপ্তাহের মধ্যে বৃহস্পতিবার শরণার্থী প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া শুরুর নতুন দিন ঠিক হওয়ার খবর দিল রয়টার্স।

তাদের প্রতিবেদন অনুযায়ী, তালিকা থেকে ৩ হাজার ৫৪০ জনকে নেওয়ার বিষয়ে মিয়ানমারের ছাড়পত্র মিলেছে। এখন এই রোহিঙ্গা রাজি হলেই তাদের ফেরত নেবে মিয়ানমার।মিয়ানমারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মিন্ট থু টেলিফোনে রয়টার্সকে বলেন, আমরা ৩ হাজার ৫৪০ জনকে আগামী ২২ অগাস্ট ফেরত নিতে রাজি।এ বিষয়ে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা রয়টার্সকে বলেন, এটা প্রত্যাবাসনের ছোট আকারের একটি পরিকল্পনা।তবে রোহিঙ্গাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদের ফেরত পাঠানো হবে না বলে জানান নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ওই কর্মকর্তা।তিনি বলেন,বাংলাদেশ চায় রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া যেন স্বেচ্ছায়, নিরাপত্তা ও মর্যাদার সঙ্গে হয় এবং তা যেন টেকসই হয়।এই প্রত্যাবাসনের প্রক্রিয়ায় রোহিঙ্গা শরণার্থীদের যুক্ত করা হয়নি বলে দাবি করেন আরাকান রোহিঙ্গা সোসাইটি ফর পিস অ্যান্ড হিউমেন রাইটসের কর্মী মোহাম্মদ ইলিয়াস।

গত মাসে ঢাকায় কয়েকদফা বৈঠকের পর মিয়ানমারের প্রতিনিধি দল কক্সবাজারে গিয়ে উখিয়ার কুতুপালং শরণার্থী শিবিরে রোহিঙ্গাদের ৩৫ জনের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে দুদফা বৈঠক করেন।তখন রোহিঙ্গা প্রতিনিধিরা সাফ বলে দেন, তারা আগে নিরাপত্তা ও নাগরিকত্বে নিশ্চয়তা চান।রোহিঙ্গা নেতা দিল মোহাম্মদ তখন রয়টার্সকে বলেছিলে,আমরা নাগরিকত্ব চাই, আমরা আমাদের মর্যাদা চাই। আমরা তাদের (মিয়ানমার) বিশ্বাস করি না, সেজন্য আন্তর্জাতিক প্রক্রিয়ায় আমাদের নিরাপত্তা দিতে হবে।

রোহিঙ্গারা যেন তাদের নিজভূম রাখাইন প্রদেশে নিরাপত্তা ও মর্যাদার সঙ্গে বাস করতে পারে, তা নিশ্চিতে মিয়ানমারকে তাগিদ দিয়ে আসছে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়।রোহিঙ্গারা স্বেচ্ছায় ফিরতে চান কি না, তা জানতে জাতিসংঘ কর্মকর্তাদের বলা হয়েছে বলে রয়টার্স জানিয়েছে।জাতিসংঘ শরণার্থী সংস্থা ইউএনএইচসিআরের অভ্যন্তরীণ একটি ই মেইলের সূত্র ধরে সংবাদ সংস্থাটি বলেছে, মিয়ানমারের রাখাইন প্রদেশের পরিস্থিতি কী, তা রোহিঙ্গাদের কাছে তুলে ধরবে জাতিসংঘ কর্মকর্তারা।জাতিসংঘ কর্মকর্তারা বলে আসছেন, রাখাইনে পরিস্থিতি এখনও রোহিঙ্গাদের ফিরে আসার উপযোগী হয়নি।

জরুরী বিনিয়োগের আহবান ইউনিসেফের

ঢাকা,আগষ্ট ১৬।। বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়া ৫ লাখেরও অধিক রোহিঙ্গা শিশুর শিক্ষা ও দক্ষতা বিকাশের সুযোগ সৃষ্টির জন্য জাতিসংঘের শিশু সংস্থা (ইউনিসেফ) থেকে প্রকাশিত নতুন প্রতিবেদনে জরুরি বিনিয়োগের আহবান জানানো হয়েছে।

মিয়ানমারের বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা নাগরিকদের বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়ার ২ বছর পূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত ইউনিসেফের প্রতিবেদনে এ আহবান জানানো হয়।শুক্রবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানানো হয়।

প্রতিবেদনে বলা হয়, চরম সহিংসতার ফলে মিয়ানমার থেকে পালিয়ে আসা দক্ষিণ-পূর্ব বাংলাদেশের আশ্রয় নেয়া রোহিঙ্গা নাগরিকদের বিরাট অংশ শিশু ও তরুণদের মধ্যে হতাশার ঝুঁকি ব্যাপক মাত্রায় বেড়ে যাচ্ছে।এ সব শিশুদের মধ্যে থেকে ইউনিসেফ ও তার সহযোগিরা ২ হাজার

ছয়ের পাতায়

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু'র খুনীদের দেশে ফিরিয়ে আনা হবে ঃ আইনমন্ত্রী আনিসুল হক

ঢাকা,আগষ্ট ১৬।। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের খুনীরা যে দেশেই থাকুক তাদেরকে দেশের মাটিতে ফিরিয়ে এনে বিচারের আওতায় আনা হবে বলে জানিয়েছেন আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক। শুক্রবার সকালে আখাউড়া রেলওয়ে স্টেশন চত্বরে উপজেলা আওয়ামী লীগ আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে আইনমন্ত্রী এ কথা বলেন।জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৪তম শাহাদাৎ বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে এই আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।আনিসুল হক বলেন, বঙ্গবন্ধুর দুই খুনীর একজন আমেরিকায় আরেক জন কানাডায় আছেন। আমেরিকায় যিনি আছেন তাকে দেশে ফিরিয়ে আনা হবে। কানাডায় যিনি আছেন তাকে ফিরিয়ে আনতে আইনী প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। বাকি চারজন কে কোথায় আছেন তাদের বিষয়েও খোঁজ নেয়া হচ্ছে। আমি বলতে চাই বঙ্গবন্ধুর খুনীরা যে যেখানেই থাকুক তাদেরকে দেশের মাটিতে ফিরিয়ে এনে বিচারের আওতায় আনা হবে।তিনি বলেন,১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর বাংলাদেশকে মিনি পাকিস্তান তৈরির প্রচেষ্টা ছিল। ১৯৯৬ সালে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর বাংলাদেশের ভাগ্য পরিবর্তন হতে শুরু করে।

অধ্যক্ষ মোঃ জয়নাল আবেদীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে পৌরসভার মেয়র ও মো. তাকজিল খলিফা কাজল বক্তব্য রাখেন। এ সময়ে আইন মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. গোলাম সারোয়ার, কসবা উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট রাশেদুল কায়সার ভূঁইয়া জীবন, আখাউড়া উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান মো. আবুল কাশেম ভূঁইয়া প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।বিএনপি নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া ১৫ আগস্টের বদলে ১৬ আগস্ট জন্মদিন পালন করছেন- সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে আইনমন্ত্রী বলেন, খালেদা জিয়া প্রত্যেক দিন জন্মদিন বদলায়। আজ যদি উনি জন্মদিন পালন করেন তাহলে তো এটা ৭৫তম জন্মদিন হবেনা, এটা হবে প্রথম জন্মদিন। আর ওনার এ রকম প্রথম জন্মদিন যে কত আছে তা তিনি ভাল জানেন।

বিদেশে চামড়া রপ্তানী চালু রাখা উচিত : জাপা চেয়ারম্যান জি এম কাদের

ঢাকা,আগষ্ট ১৬।। জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান গোলাম মোহাম্মদ কাদের (জি এম কাদের) এমপি বলেছেন, বিদেশে চামড়া রপ্তানী চালু রাখা উচিৎ।তিনি বলেন, যারা চামড়ার ব্যবসা করতে চায় তাদের প্রতিযোগিতা করেই ব্যবসা করতে হবে। সরকার যদি চামড়া ব্যবসায়ীদের প্রণোদনা দিতে চায় তা অন্যভাবেই দিতে পারে। তবে, গরীব ও এতিমদের হক নষ্ট করে সুবিধা দেয়া ঠিক নয়।

শুক্রবার সকালে জাতীয় পার্টি চেয়ারম্যানের বনানী অফিসে এক অনির্ধারিত আলোচনায় গণমাধ্যম কর্মীদের সঙ্গে তিনি এসব কথা বলেন।গণমাধ্যম কর্মীদের সঙ্গে আলোচনায় গোলাম মোহাম্মদ কাদের আরো বলেন, প্রকৃত মূল্য পেতে যথেষ্ট বিক্রেতা ও ক্রেতা থাকতে হয়। কোরবানীর সময় অনেক বেশি চামড়া বিক্রেতা

ছয়ের পাতায়

বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যকার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক এক নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে ঃ বাংলাদেশ হাইকমিশনার

ঢাকা,আগষ্ট ১৬।। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও নরেন্দ্র মোদির দিক-নির্দেশনায় বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যকার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক সুদৃঢ় হয়েছে এবং একটা নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে।নয়াদিল্লীস্থ ন্যাশনাল ডিফেন্স ৫৯তম এনডিসি কোর্সে অংশগ্রহণকারী অফিসারদের উদ্দেশ্যে শুক্রবার বক্তৃতাকালে ভারতে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাই কমিশনার সৈয়দ মোয়াজ্জেম আলী এ কথা বলেন।তিনি ফ্রেমওয়ার্ক অব বাংলাদেশ-ইন্ডিয়া রিলেশন্স : অপরচুনিটিজ এন্ড চ্যালেঞ্জেস বিষয়ে বক্তৃতা করছিলেন।

৪৭ সপ্তাহের এই কোর্সে ভারতের অফিসারগণ ছাড়াও আফগানিস্তান, অস্ট্রেলিয়া, বাংলাদেশ, ভুটান, ব্রাজিল, মিশর, ইন্দোনেশিয়া, জাপান, কেনিয়া, মালয়েশিয়া, মঙ্গোলিয়া, মিয়ানমার, নেপাল, নাইজেরিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, শ্রীলংকা, সংযুক্ত আরব আমিরাত (ইউএই), যুক্তরাজ্য (ইউকে), যুক্তরাষ্ট্র (ইউএসএ) ও ভিয়েতনাম থেকে ২৫ জন বিদেশী অফিসার অংশ নেন।সৈয়দ মোয়াজ্জেম বলেন, বাংলাদেশ ও ভারত নিরাপত্তা, পারস্পরিক বিশ্বাস, আস্থা সৃষ্টি এবং বাস্তব ও জনগণ পর্যায়ে যোগাযোগ বাড়ানোর ওপর গুরুত্ব দিচ্ছে। তিনি বলেন, এই দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক এতই আন্তরিক যে, প্রতিবেশী কূটনীতির জন্য এটা একটা রোল মডেল হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।তিনি আরো বলেন, শেখ হাসিনা দু'টি ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী দেশের মধ্যে পারস্পরিক আস্থা ফিরিয়ে এনেছেন।হাইকমিশনার বলেন, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশ ও ভারত তাদের দ্বিপক্ষীয় প্রতিরক্ষা সম্পর্ক দৃঢ়ভাবে উন্নত করেছে।

তিনি বলেন, ২০১৭ সালে শেখ হাসিনার ভারত সফরকালে দু'দেশের মধ্যে ৫টি প্রতিরক্ষা সহযোগিতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। উভয় দেশ পারস্পরিক নিরাপত্তা সহযোগিতা জোরদার করেছে।

প্রধানমন্ত্রীর

● প্রথম পাতার পর

পারি, তাহলে তিন তালাক প্রথা কেন নয়?"

জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, "দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে বহু সমস্যার মুখোমুখি হবে আগামী প্রজন্ম। ছোট পরিবারের নীতিতে যাঁরা বিশ্বাসী, দেশের উন্নয়নে তাঁদেরও অবদান রয়েছে।" একবিংশ শতাব্দীর চাহিদার প্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রীর বার্তা, "আধুনিক পরিকাঠামো তৈরি করা হয়েছে। দেশের পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য ১০০ লক্ষ কোটি টাকা বিনিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমরা।" সন্ত্রাসবাদ প্রসঙ্গে লালকেল্লা থেকে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, "সন্ত্রাসবাদকে যাঁরা সুরক্ষা দেয় ও সমর্থন করে তাঁদের মুখোশ খুলে দিতে হবে। বাংলাদেশ, আফগানিস্তান, শ্রীলঙ্কাও সন্ত্রাসী হামলায় বিধস্ত। সন্ত্রাসবাদকে প্রতিহত করার জন্য এগিয়ে আসতে হবে প্রতিটি দেশকে।" দেশের নিরাপত্তা বাহিনীর জন্য এদিন বড় ঘোষণা করেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, "আমাদের সুরক্ষা বাহিনী আমাদের গর্ব। সুরক্ষা বাহিনীর মধ্যে সমন্বয় আরও বাড়াতে, আজ বড় ঘোষণা করছি। ভারতে এবার থেকে চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ (সিডিএস) থাকবে। এর ফলে সুরক্ষা বাহিনী আরও শক্তিশালী হবে।" ৭৩ তম স্বাধীনতা দিবসের ভাষণ শেষে সেনাপ্রধান জেনারেল বিপিন রাওয়াত, নৌবাহিনীর প্রধান এডমিরাল করমবীর সিং এবং বায়ুসেনা প্রধান বি এস ধানোয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন প্রধানমন্ত্রী। এছাড়াও লালকেল্লায় শিশুদের সঙ্গেও কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী।

নির্দেশ

● প্রথম পাতার পর

চাষ হয়ে থাকে। সেই আনারস বর্তমানে বিদেশেও রপ্তানি করা হচ্ছে। ভবিষ্যতে পাট্টাপ্রাপ্ত জমিতে আনারস চাষ কিভাবে বেশি পরিমাণে করা যায় সেই বিষয়েও পরিকল্পনা নিতে হবে। বন দপ্তরের আধিকারিকদের তাদের নিজ এলাকার পাট্টাপ্রাপ্ত জমির মালিকদের জমির সর্বোত্তম ব্যবহারের জন্য উজ্জীবিত করতে হবে। এছাড়াও বন দপ্তরের জাইকা প্রকল্পে যেসব সামগ্রী উৎপাদন হবে সেগুলির বাজারজাত করণের উপরও গুরুত্ব দিতে হবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকার রাজ্যের জনজাতি অংশের জনগণের অর্থনৈতীক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছে। রাজ্যের ১২টি জনজাতি অধ্যুষিত ব্লককে আদর্শ ব্লক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। জেলাশাসক, মহকুমা শাসক এবং সংশ্লিষ্ট ব্লকের বিডিওদের রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলি রূপায়ণে আরও দৃঢ়তার সঙ্গে কার করার জন্য বলা হয়েছে। তিনি বলেন, জাইকার দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রকল্প সম্পূর্ণ রোজগার ভিত্তিক করা হয়েছে। জাইকা ও রেগার মাধ্যমে পাট্টাপ্রাপ্ত জমিগুলির সঠিক ও সফল রূপায়ণের মাধ্যমে জনজাতি অংশের জনগণের আর্থিক মনোন্নয়ন ঘটাতে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকদের আরও গুরুত্ব সহকারে কাজ করার জন্য আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির ভাষণে বনমন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া বলেন, জাইকা প্রকল্পে দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজে মূল লক্ষ্য হবে বনের উন্নয়ন। বনকে রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং বনকে সবুজ করা। রাজ্যের নতুন সরকার বনাকির আইনে পাট্টাপ্রাপ্ত জমিকে সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে কিভাবে আর্থিক মনোন্নয়ন ঘটানো যায় সে বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে। জাইকা প্রকল্পের মাধ্যমে আগর গাছের চাষের উপরও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এখন পাট্টাপ্রাপ্ত জমির পাশাপাশি এলাকার জাইকা প্রকল্পে যেসব কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে তা যাতে সফল হয় সেই বিষয়ে ঐ এলাকার জনগণকে সচেতন হওয়া আহ্বান জানান বনমন্ত্রী।

অনুষ্ঠানে বন দপ্তরের প্রধান মুখ বন সংরক্ষক ড. অলিন্দ রস্তোগী বলেন, রাজ্যে যে সকল পরিবারকে পাট্টাপ্রাপ্ত জমি দেওয়া হয়েছে তা কিভাবে সদ্ব্যবহার করা যেতে পারে সেই বিষয়কে প্রাধান্য দিয়েই আজকের কর্মশালায় আলোচনা করা হবে। পাট্টাপ্রাপ্ত জমিতে বাঁশ, আগর বিভিন্ন ঔষধী গাছ যাতে বেশি পরিমাণে চাষ করা যায় সে বিষয়েও গু রুত্ব দিতে হবে।

অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন মুখ্যসচিব ইউ ভেঙ্কটেশ্বরলু এবং ত্রিপুরা জাইকা প্রকল্পের মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক অংশুমান দে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত মুখ্যসচিব মনোজ কুমার এবং রাজস্ব দপ্তরের প্রধান সবিচ বি কে সাহু।

ভারতের

● প্রথম পাতার পর

"গোটা বিষয়টি নিয়ে আমরা উদ্বিগ্ন, তাই এই বৈঠক। আমরা চাই ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক বজায় থাকুক। স্থিতাবস্থা ফিরে আসুক।"

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

সরকার দায়বদ্ধ ঃ মুখ্যমন্ত্রী

আটের পাতার পর

পুলিশ অথবা মহিলা কমিশন ছাড়াও এই নম্বরে নিজেদের অভিযোগ জানাতে পারবেন। সরকারের প্রচেষ্টার পলে অপরাধ দমনে কঠোর আইন প্রণয়নের ফলে রাজ্যে প্রায় ১০ শতাংশ মহিলা সংক্রান্ত অপরাধ হ্রাস পেয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সরকারের নেশামুক্ত অভিযান আজ জনআন্দোলনে রূপ নিয়েছে। পুলিশ প্রশাসনের সক্রিয়তার সঙ্গে সঙ্গে জনতাও নেশাকারবারীদের বিরুদ্ধে এগিয়ে এসেছেন।

নিলজ্যোতি মোবিলিটি অ্যাপ'র সূচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ আগস্ট।। পরিবহণ ব্যবস্থায় নতুন সযোজন করল নিলজ্যোতি মোবিলিটি। এই সংস্থা অনলাইন ক্যাব পরিষেবা শুরু করেছে। এই উপলক্ষ্যে একটি মোবাইল অ্যাপের উদ্বোধন হয় শুক্রবার। আগরতলা প্রেসক্লাবে সাংসদ প্রতীমা ভৌমিক এই অ্যাপের উদ্বোধন করেন। উদ্বোধন করে প্রতীমা ভৌমিক বলেন, রাজ্যের পরিবহণ ক্ষেত্রে একের পর এক নতুন পালক যুক্ত হচ্ছে। ত্রিপুরাকে মডেল স্টেট করার জন্য এই ধরনের উদ্যোগ নতুন মাত্রা দেবে। তিনি রাজ্যের সার্বিক পরিকাঠামো ধীরে ধীরে উন্নত করা হচ্ছে বলে দাবি করেন। অনুষ্ঠানে নিলজ্যোতি মোবিলিটির কর্ণধার সঞ্জিব আচার্যী অনলাইন ক্যাব পরিষেবা সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় তুলে ধরেন।

খাসিয়ামঙ্গলে আগুনে পুড়ল একটি বাড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৬ আগস্ট।। স্বাধীনতা দিবসের আগের দিন রাতে তেলিয়ামুড়ার মানিক বাজার এডিসি ভিলেজের খাসিয়ামঙ্গল এলাকার বাসিন্দা মহমনি দেববর্মার বাড়িতে একটি ঘরে আগুন লেগে যায়। সাথে সাথেই খবর দেওয়া হয় ফায়ার সার্ভিসকে। ফায়ার সার্ভিস ঘটনাস্থলে পৌছার আগেই বিএসএফ জওয়ানরা ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। আশঙ্কা করা হচ্ছে বৈদ্যুতিন সর্ট সার্কিট থেকে এই অগ্নিকান্ড।

পরিষেবা

● প্রথম পাতার পর

সংকেত মিললেই ওই লাইনে রেল চলাচল শুরু হয়ে যাবে। আপাতত বিলোনিয়া পর্যন্ত ট্রেন চলাচল করছে।

রাজ্যের অভ্যন্তরে যাত্রী পরিষেবায় ডেমু ট্রেনের বিশেষ চাহিদা রয়েছে। উত্তরপূর্বের মধ্যে কেবল অসমে ডেমু ট্রেন পরিষেবা রয়েছে। তাই, ত্রিপুরা সরকার দীর্ঘদিন ধরে রাজ্যেও ডেমু ট্রেন পরিষেবা চালু করার জন্য কেন্দ্রের কাছে দরবার করছে। ত্রিপুরা সরকারের পক্ষ থেকে একাধিকবার ডেমু ট্রেনের অনুরোধ জানিয়ে রেলমন্ত্রীর চিঠি পাঠানো হয়েছে। অবশেষে রেলমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়ে এই সুখবর দিয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, চিঠিতে রেলমন্ত্রী জানিয়েছেন, রেল পরিষেবার পরিধি বৃদ্ধির জন্য ত্রিপুরা সরকার লাগাতার ডেমু ট্রেন পরিষেবার অনুরোধ জানিয়েছে। তাই, ত্রিপুরায় ডেমু ট্রেন চালু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তাঁর কথায়, ১ সেপ্টেম্বর থেকে আগরতলা-বিলোনিয়া ও সাব্রুমের মধ্যে তিনজোড়া এবং ধর্মনগর থেকে সাব্রুম পর্যন্ত একজোড়া ডেমু লোকাল ট্রেন চালু করা হবে বলে গৃহীত সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন রেলমন্ত্রী।

উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জনৈক আধিকারিকের কথায়, ডেমু ট্রেন চালুর ক্ষেত্রে পরিকাঠামো রয়েছে ত্রিপুরায়। কিন্তু, ওই পরিকাঠামো যথেষ্ট নয়। সে-ক্ষেত্রে ত্রিপুরায় পরিকাঠামো উন্নয়নে শীঘ্রই পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন। তাঁর কথায়, পরিকাঠামো উন্নয়ন না করে পরিষেবা চালু করা হলে মাঝেমধ্যে সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে।

ম্যানেজারের

● প্রথম পাতার পর

ঘটনার সাথে যুক্ত থাকার দায়ে মোট ৪ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে হত্যার চেষ্টার অভিযোগে ৩০৭, ৩২৬ এবং ৩৪১ ধারায় মামলা করা হয়েছে। ধৃতরা বর্তমানে জেল হাজতে রয়েছেন। আগামী ১৯ আগস্ট পুনরায় তাদের আদালতে তোলা হবে।

এরই মধ্যে ওই ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের মৃত্যুতে মামলা আরও জটিল হয়ে উঠেছে। ইউকো ব্যাঙ্কের জনৈক আধিকারিক দীপঙ্কর দাস জানিয়েছেন, বোধিসত্ত্ব দাসের বাবা বছর দুয়েক আগেই প্রয়াত হয়েছেন। মা-কে নিয়ে অভয়নগরে ভাড়া বাড়িতে থাকতেন তিনি। বর্তমানে ধর্মনগরের চন্দ্রপুর ব্রাঞ্চে ম্যানেজার পদে কর্মরত ছিলেন তিনি। দীপঙ্করবাবু জানান, আজ সকালে তাঁর মৃত্যুর খবর ভীষণ মর্মাহত তাঁরা। কারণ, কাজের প্রতি খুবই নিষ্ঠাবান ছিলেন বোধিসত্ত্ব।

এসডিপিও সদর ধ্রুব নাথ জানিয়েছেন, ওই মামলার তদন্তকারী অফিসার বর্তমানে কলকাতায় রয়েছেন। আজ সেখানেই বোধিসত্ত্ব দাসের মৃতদেহের ময়না তদন্ত করা হয়েছে। আগামীকাল তাঁর দেহ আগরতলায় আনার চেষ্টা করা হবে।

এদিকে, ঘটনার পেছনে আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত বিষয় থাকতে পারে বলে পুলিশের অনুমান। ধারণা করা হচ্ছে, ধৃত ট্রাফিক ইনস্পেক্টর সুকান্ত বিশ্বাসের সাথে ওই ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের আর্থিক লেনদেন ছিল। এর সাথে কালিকা জুয়েলার্সের মালিকের ছেলেও যুক্ত। তবে পুলিশ তদন্তের স্বার্থে কিছুই বলতে চাইছে না।

ধর্ণা

● প্রথম পাতার পর

এখন পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি। তাই, আজ প্রদেশ মহিলা কংগ্রেস এবং যুব কংগ্রেস ত্রিপুরা পুলিশের সদর কার্যালয় ঘেরাও করেছিলেন।

প্রদেশ যুব কংগ্রেসের কার্যনির্বাহী সভাপতি শান্ত সাহা বলেন, চারদিন অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছে। অথচ দোষীদের গ্রেফতার করছে না রাজ্য পুলিশ। তাঁর অভিযোগ, পুলিশ কর্মীই ওই ধর্ষণের ঘটনায় অভিযুক্ত, তাই কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। তিনি বলেন, ত্রিপুরায় মহিলারা সুরক্ষিত নন। ফলে, বাধ্য হয়ে পুলিশ সদর কার্যালয় ঘেরাও করতে হয়েছে। তাঁর কথায়, দোষীদের গ্রেফতার করার পরই ঘেরাও তুলে নেওয়া হবে।

এদিকে, প্রায় ৪৫ মিনিট অতিক্রান্ত হওয়ার পর পশ্চিম জেলা পুলিশ সুপার অজিত প্রতাপ সিং তাঁদের আলোচনার জন্য ডাকেন। শান্ত সাহার নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল পুলিশ সুপারের সাথে ওই ঘটনা নিয়ে আলোচনা করেছেন। শেষে শান্ত বলেন, পশ্চিম জেলা পুলিশ সুপার দোষীদের গ্রেফতারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তাই এখন ঘেরাওমুক্ত করা হবে পুলিশ সদর কার্যালয়।

এসআই

● প্রথম পাতার পর

সংক্রান্ত পাঁচটি মামলা দায়ের হয়েছে। ওই মামলাগুলির তদন্ত ভাড় কাঞ্চনপুর থানার সাব ইন্সপেক্টর মিকেইলা ডার্লংকে দেওয়া হয়েছিলো। কিন্তু তিনি তদন্তে গাফিলতি হয়েছে বলে প্রমাণ পেয়েছে রাজ্য পুলিশ। তাই তাকে কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করা হয়েছিল। কিন্তু তিনি কারণ দর্শানোর নোটিশে কোনো জবাব দেননি।

উত্তর ত্রিপুরা জেলা পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী জানিয়েছেন, ওই পাঁচটি মামলায় কর্তব্যরত সাব ইন্সপেক্টর মিকেইলা ডার্লং তদন্ত করেননি। তাকে বার বার নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও তিনি তদন্তে গাফিলতি করেছেন। তাই তাকে সাময়িক বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। উত্তর ত্রিপুরার জেলা পুলিশ সুপার জানিয়েছেন, শুক্রবার দুপুর থেকে মিকেইলা ডার্লংকে বরখাস্তের আদেশ কার্যকর হবে।

শিক্ষামন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

তিনি বলেন, আদালতের রায়কে সরকার সম্মান জানাচ্ছে। একইভাবে, তাঁদের ভবিষ্যত নিয়েই সরকার চিন্তিত রয়েছে। তাই, শিক্ষা সচিব এবং আইন সচিবকে তাঁদের বিষয়ে ভাববার জন্য বলা হয়েছে। তাঁর সাফ কথা, আইনের গন্ডির ভেতরেই চাকুরীচ্যুত শিক্ষকদের জন্য পথ খুঁজে বের করার চেষ্টা চলছে। ত্রিপুরা সরকার এখনো হাল ছাড়েনি। তবে, আইন বিরুদ্ধ এমন কোন পদক্ষেপ নেবে না সরকার। তাতে স্পষ্ট, চাকুরীচ্যুত শিক্ষকদের নিয়ে জটিলতার অবসান সহসা হচ্ছে না।

জালে

● প্রথম পাতার পর

আঘাতে জহুরের মুখের অধিকাংশ জায়গা জখম হয়েছে। সাথে মাথাও ফেটে গিয়েছে। বর্তমানে জহুরের অবস্থা কিছুট স্থিতিশীল বলে তার পরিবারের কাছ জানা গিয়েছে।

কদমতলা থানাধীন ইছাই লালছড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ইছাইরপার গ্রামের ১ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা জহর। মা ছাড়া তার আর কেউ নেই। সৎ মায়ের ঘরে এক ভাই ও ভাইয়ের স্ত্রী রয়েছে। কিন্তু জায়গা সম্পত্তি নিয়ে বিবাদের জেরে সৎ ভাই থেকে আলাদা থাকতো জহুর ও তার মা। এলাকাবাসীর অভিযোগ, জায়গা সম্পত্তির বিবাদের জেরে তার সৎ ভাই ও ভাতৃবধূ তাকে খুনের চেষ্টা করেছিল। ওই ঘটনায় কদমতলা থানার পুলিশ ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধি ৩৪১/৩২৬/৪৩ ধারায় মামলা নিয়েছে। মামলা নম্বর ৩৪/২০১৯। কদমতলা থানার পুলিশ তদন্তে নেমে ২০ জুন ইছাইরপার এলাকায় নিজ বাড়ি থেকে মূল অভিযুক্ত মকবুল আলীর স্ত্রী নমি বেগম ওরফে রাবিয়াকে আটক করে ধর্মনগর জেলার আদালতে প্রেরণ করেছিল। কিন্তু আদালতে জামিন পেয়ে যান নমি বেগম।

এদিকে পুলিশের তদন্তে বেরিয়ে আসে, দীর্ঘদিন যাবৎ পৈত্রিক সম্পত্তি নিয়ে জহুর উদ্দিন ও তার সৎ ভাই মকবুল আলীর মধ্যে বিবাদ চলছিল। এর জেরেই জহুর উদ্দিনের সৎ ভাইয়ের স্ত্রী কিছু লোক লাগিয়ে জহুরকে প্রাণে মারার চেষ্টা করেছিল বলে অভিযোগ। তবে, এই ঘটনার সঙ্গে নমি বেগমের স্বামী মকবুল আলীও জড়িত রয়েছে বলেও সন্দেহ পুলিশের। তাই, নমি বেগম ওরফে রাবিয়াকে আটক করেছিল কদমতলা থানার পুলিশ। যদিও তিনি জামিনে ছাড়া পেয়ে যান। এদিকে, তদন্তে আরও চাঞ্চল্যকর তথ্য বেরিয়ে এসেছে বলে দাবি পুলিশের। পুলিশের কথায়, এই ঘটনায় আরো দুই ব্যক্তি জড়িত রয়েছে। তারাই ধারালো অস্ত্র দিয়ে জহুরের মুখ ও মাথায় এলোপাথাড়ি আঘাত করেছিল।

তদন্তে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে গোপন সূত্রের খবরে বুধবার বিকেলে ধর্মনগর অফিস টিলা সংলগ্ন এলাকা থেকে ওই ঘটনায় মূল অভিযুক্ত মকবুল আলীকে জালে তুলতে সক্ষম হন তদন্তকারী অফিসার প্রাণজিৎ মালাকার।

পুলিশ জানিয়েছে, ওই ঘটনার মাস্টারমাইন্ড নমি বেগম ও তার স্বামী মকবুল আলীর সাথে বেঙ্গালুরু থাকতো। গত ১৩ জুন স্বামীর সাথে ব্যাঙ্গালোর থেকে ইছাইরপার গ্রামের বাড়িতে এসেছিলেন নমি বেগম। সম্পূর্ণ গোপনীয়তা বজায় রেখে তারা এসেছিলেন। ঘটনার পরের দিন বিমানে বেঙ্গালুরু ফিরে যান তারা। প্রায় দুই মাসের মাথায় মকবুল বেঙ্গালুরু থেকে ত্রিপুরায় ফিরলে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়।

বিপ্লব

● প্রথম পাতার পর

যে মানবিক দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন তা সারা দেশের মধ্যে বিরল। তাঁর মতো সংবেদনশীল ব্যক্তি এ দেশে খুঁজে পাওয়া মুশকিল। অটলবিহারী বাজপেয়ীর দৃষ্টান্ত তুলে ধরে বিপ্লব সাফ বুঝিয়ে দেন, ত্রিপুরায়ও সংগঠন মজবুত করতে জনসংযোগের সঙ্গে আত্মিক যোগের জন্যও ভাবতে হবে। হৃদয় থেকে কর্মী-সমর্থকদের খোঁজখবর নিতে হবে। তবেই মানুষের উপলব্ধি হবে, সংগঠনের সাথে একাত্ম সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। নয়তো ক্রমেই মানুষের সাথে দূরত্ব বাড়বে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, নেতা-মন্ত্রী প্রত্যেকের দায়িত্ব হচ্ছে মানুষের সাথে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলা। তার বদলে মানুষের নিজেকে মেলে না ধরলে ক্রমশ জনপ্রিয়তায় ভাটা পড়বে। তাঁর পরামর্শ, ত্রিপুরায় সদস্যপদ সংগ্রহ অভিযান চলছে। এই অভিযানে মানুষের সাথে সংগঠনের আত্মিক যোগ স্থাপন করতে হবে। তবেই বিজেপি কর্মী বলে নিজেকে প্রমাণ করা যাবে।

নিয়ে জল্পনা জোরদার

আটের পাতার পর

কেন্দ্রীয় সরকারের প্রশংসা প্রাপ্য।' সব্যসাচীর বিজেপিতে যাওয়ার সম্ভাবনা নিয়েও জল্পনা বেশ কিছু দিন ধরেই ছিল। এমতাবস্থায় দিল্লি যাচ্ছেন সব্যসাচী, তাই নতুন করে গুঞ্জন শুরু হয়েছে। বিধাননগরের প্রাক্তন মেয়র তথা রাজারহাট-নিউটাউনের বিধায়ক অবশ্য এই দিল্লি সফর নিয়ে বিশদে মুখ খোলেননি। 'ব্যক্তিগত' কাজে যাচ্ছেন বলে জানিয়েছেন।

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা অবশ্য এর পিছনে অন্য গন্ধ পাচ্ছেন। শুধু যে ৩৭০ ধারা বিলোপ নিয়ে মোদী সরকারের প্রশংসায় মুখর হয়েছেন তাই নয়, দরাজ কণ্ঠে তৃণমূল থেকে বিজেপিতে যোগ দেওয়া কলকাতার প্রাক্তন মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায়েরও প্রশংসা করেছেন সব্যসাচী। প্রাক্তন সতীর্থের সম্পর্কে বলেছেন, 'শোভনদার রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা দীর্ঘদিনের। তাঁর মতো দক্ষ সংগঠক যে দলে যাবে, সেই দলেরই লাভ।' একই দিনে মোদী সরকার ও কলকাতার প্রাক্তন মেয়রের প্রশংসা করে দলকে জোড়া অস্বস্তিতে ফেললেও নিজের তৃণমূল ত্যাগের ও বিজেপি সঙ্গ লাভের সম্ভাবনা উড়িয়ে দিয়েছেন বিধাননগরের প্রাক্তন মহানাগরিক।

অশ্বিনী কুমার চৌবে

আটের পাতার পর

সকালে এইমস-এর পক্ষ থেকে জানানো হল, প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলির শারীরিক অবস্থা সঙ্কটজনক। দীর্ঘ দিন ধরেই অসুস্থ অরুণ জেটলিউ ডায়াবেটিসের রোগী তিনিউ অর্থমন্ত্রী থাকাকালীন ২০১৮ সালে কিডনি প্রতিস্থাপনও হয় তাঁরউ যে কারণে ফেব্রুয়ারি ফেব্রুয়ারি মাসে অন্তর্বর্তী বাজেটের সময় সংসদে দেখা যায়নি তাঁকে। শারীরক অসুস্থতার কারণে এর আগেও বেশ কয়েকবার এইমস-এ ভর্তি হয়েছিলেন জেটলিউ সেই থেকে সক্রিয় রাজনীতিতে সে ভাবে আর দেখা যায়নি তাঁকে। এমনকি এ বছর লোকসভা নির্বাচনে নরেন্দ্র মোদী দ্বিতীয় বার ক্ষমতায় ফিরলেও, মন্ত্রিত্ব নিতে রাজ হননি জেটলি। তাই অর্থ মন্ত্রকের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে নির্মলা সীতারমণকে।

বিজেপি করার 'অপরাধে' একই পরিবারের চারজনকে মারধরের অভিযোগ

কোচবিহার, ১৬ আগস্ট (হি.স) : বিজেপি করার 'অপরাধে' একই পরিবারের চারজনকে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ উঠল অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে কোচবিহারেরই নাটাবাড়িতে। জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার রাতে ২৫-৩০ জনের একটি দল নাটাবাড়ি বিধানসভার মধ্যবালাভূত এলাকার বিজেপি কর্মী ফজলে রহমানের বাড়িতে চড়াও হয় বলে অভিযোগ। লাঠি, বাঁশ দিয়ে এলোপাথাড়ি মারা হয় ফজলে রহমানকে। তাকে বাঁচাতে পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা এগিয়ে এলে তাঁদেরও পেটায় ওই দুষ্কৃতীরা। রাতেই আহত চারজনকে তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এদের মধ্যে দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁদের কোচবিহার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেছে পরিবার। তৃণমূল অবশ্য এ সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে। অন্যদিকে, তৃণমূল সমর্থক এক দম্পতিকে বাড়ি ঢুকে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ উঠল বিজেপির বিরুদ্ধে। জখম দম্পতিকে তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তুফানগঞ্জের বক্সিরহাটের বাসিন্দা ওই দম্পতি। তাঁদের নাম প্রদীপ বর্মন ও মিনতি বর্মন। অভিযোগ, তৃণমূলের সমর্থক হওয়ায় সম্প্রতি ওই দম্পতিকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। সেই টাকা দিতে অস্বীকার করেন তাঁরা। এই নিয়ে দু'তরফের টানাপড়েন চলছিল গত কয়েকদিন ধরে। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে প্রদীপবাবুর বাড়িতে চড়াও হয়ে তাঁকে মারধর করে কয়েকজন দুষ্কৃতী। বাধা দিতে গেলে মারধর করা হয় তাঁর স্ত্রী মিনতিদেবীকেও। পরে পড়শিরা ছুটে এসে তাঁদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। প্রদীপবাবু বলেন, 'আমরা তৃণমূলের বহু পুরনো কর্মী। কেন দল করি সেই অপরাধে বিজেপি টাকা চায় আমাদের কাছে।

পদবী পরিবর্তন

আমি শ্রী রতন চন্দ্র শীল পিতা মৃত অনিল চন্দ্র শীল, নেতাজী পাড়া, থানা-সাব্রুম, দক্ষিণ ত্রিপুরা গত ৫ই ডিসেম্বর ২০০৭ তারিখে জ্যুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট প্রথম শ্রেণী, সাব্রুম, দঃ ত্রিপুরায় এক এফিডেভিট মূলে রতন চন্দ্র বিশ্বাস নামে পরিচিত হইলাম। রতন চন্দ্র শীল এবং রতন চন্দ্র বিশ্বাস একই ব্যক্তি। এখন হইতে আমার সমস্ত রেকর্ডে রতন চন্দ্র বিশ্বাসই কার্য্যকর হইবে।

স্বাঃ রতন বিশ্বাস

আরোপ

● প্রথম পাতার পর

হয়েছে। তিনি বলেন, ১৬ আগস্ট থেকে ৩১ আগস্ট পর্যন্ত প্রতিদিন সকাল সাড়ে ৯-টা থেকে ১১টা পর্যন্ত কর্ণেল চৌমুহনি থেকে উত্তর গেট পর্যন্ত একদিকে যান চলাচল করতে পারবে। তেমনি, বিকেল ৫-টা থেকে সাড়ে ৬-টা পর্যন্ত উত্তর গেট থেকে কর্ণেল চৌমুহনি পর্যন্ত একদিকে যান চলাচল করতে পারবে। তিনি বলেন, এছাড়াও লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির থেকে টাউন হল হয়ে উত্তর গেট পর্যন্ত রাস্তা সকাল ৯-টা থেকে সন্ধ্যা ৭-টা পর্যন্ত একদিকে যান চলাচল করতে পারবে। সেক্ষেত্রে উত্তর গেট এবং টাউন হল-এর সামনে নো এন্টি বোর্ড লাগানো থাকবে। কারণ, ওই রাস্তা দিয়ে কোনও গাড়ি লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরের দিকে আসতে পারবে না।

পিনাকী সামন্ত বলেন, আজ সকাল থেকেই অনেক গাড়ি এবং বাইক চালক ভুল করে নো এন্টি দিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন। তাঁদের নতুন সিদ্ধান্তের বিষয়ে বোঝানো হয়েছে। তাতে, রাস্তায় ভিড় সামলাতে ট্রাফিক পুলিশের কিছুটা হিমশিম খেতে হয়েছে। তাঁর কথায়, এই পদক্ষেপ পরীক্ষামূলকভাবে নেওয়া হয়েছে। তাতে, জনসাধারণের কী কী অসুবিধা হচ্ছে কিংবা রাস্তায় যানজট কতটা মুক্ত করা যাচ্ছে, সে-বিষয়ে ধারণা মিলবে। তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন, নতুন এই পদক্ষেপ আগরতলা শহরে যানজট মোকাবিলায় সদর্থক ভূমিকা নেবে।

এদিকে, নতুন পদ্ধতি মেনে চলাচলে যান চালকরা আজ কিছুটা বিরক্তি প্রকাশ করেছেন। তাঁদের বক্তব্য, আগরতলা শহরে যান চলাচলে নির্দিষ্ট রাস্তায় পরীক্ষামূলকভাবে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে, সে-বিষয়ে সমস্ত শহরবাসীকে সঠিকভাবে জানানো উচিত ছিল। শুধু তা-ই নয়, মফসসল থেকে যাঁরা আগরতলায় কাজের জন্য আসেন তাঁদের কাছেও এই সংবাদ পৌঁছানো করকার ছিল। এ-ক্ষেত্রে ট্রাফিক দফতর রাজ্যবাসীর কাছে এই খবর পৌঁছাতে ব্যর্থ হয়েছে। ফলে, একাংশ যান চালক ভোগান্তির শিকার হয়েছেন।

অভিযুক্ত

● প্রথম পাতার পর

ব্যক্তি আর কে পুর থানায় মামলা দায়ের করেছেন। মামলার নম্বর ১২০/১৯। মামলা হয়েছে আইপিসির ১১টি ধারায়। ধারাগুলি হল ১৪৮, ১৪৯, ৪৫২, ৪৩৫, ১২০(বি), ৩২৫, ৩২৬, ৩০২, ৩০৭, ৫০৬ এবং ৪২৭। পুলিশ মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। বৃহস্পতিবার রাতে ছয়জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এদিকে, শুক্রবার উদয়পুরে পুলিশ আধিকারীকদের সাথে বৈঠক করেছেন ডিআইজি (দক্ষিণাঞ্চল) অরিন্দম নাথ।

প্রসঙ্গত, গত ১৪ আগস্ট আগরতলা থেকে উদয়পুর যাওয়ার পথে বাগমা বাজারে একটি দোকানে পান খাওয়ার জন্য নেমেছিল বিল্টু সিনহা ও টিটন পাল। তখন রাত প্রায় ১০টা কোনো কিছু বুঝে উঠার আগেই কতিপয় দুষ্কৃতিকারী তাদের উপর হামলা চালায় তাতে আরএসএস কর্মী বিল্টু সিনহা এবং বিজেপি জেলা পরিষদের সদস্য টিটন পাল গুরুতর ভাবে আহত হয়। তাদেরকে আশংকাজনক অবস্থায় প্রথমে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় বিল্টু সিনহাকে স্থানান্তরিত করা হয়। জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বিল্টু সিনহার মৃত্যু হয়। এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই উদয়পুর সহ আশপাশ এলাকায় তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়। এদিকে মৃতদেহটি আগরতলা থেকে উদয়পুর চন্দ্রপুর গ্রামে নিয়ে যাওয়া হলে মাতাবাড়ি মন্ডলের পক্ষ থেকে প্রয়াতে মরদেহে পুষ্পার্ঘ অর্পন করে শেষ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। আরএসএসের পক্ষ থেকেও প্রয়াতের মরদেহে পুষ্পার্ঘ অর্পন করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। হাজারো মানুষের শেষ অশ্রু জলে তার শেষকৃত সম্পন্ন করা হয়।

এদিকে মাত্র ৪০ বছর বয়সে বিল্টুকে হারিয়ে তার মা-বাবা কান্নায় ভেঙে পড়েছেন। কারোর শান্তনার বাণী তাদের ভঙ্গ হৃদয় স্পর্শ করছে না।

বহিষ্কার করল ভারতীয় সেনাবাহিনী

তিনের পাতার পর

জানানো হয়েছে, "সেনাপ্রধান বিপিন রাওয়াত অভিযুক্ত সেনা আধিকারিকের শাস্তির কথা জানিয়েছেন। সেনাপ্রধানের সিদ্ধান্তের কথা সংশ্লিষ্ট আধিকারিককে জানানো হয়েছে। জেনারেল রাওয়াতের সিদ্ধান্তের কথা আম্বালায় তাঁকে জানান ২ কর্পস কম্যান্ডার লেফটেন্যান্ট জেনারেল এম জে এস কাশলোঁ।"

জানা গিয়েছে, গত জুলাই মাসেই অভিযুক্ত সেনা আধিকারিকের শাস্তির নির্দেশে সই করেন সেনাপ্রধান। দুই বছরের বেশি পুরনো যৌন হেনস্থার অভিযোগের ভিত্তিতে ২০১৮ সালের ২৩ ডিসেম্বর অভিযুক্ত আধিকারিকের কোর্ট মার্শাল হয়। অভিযুক্তের আইনজীবী আনন্দ কুমার জানিয়েছেন, "অভিযুক্তকে কোর্ট মার্শালের প্রতিলিপি না দেওয়ার কারণে তাঁর বিরুদ্ধে শাস্তির অনুমোদন ও বাস্তবায়ন আইনসিদ্ধ নয়। সেনা আদালতের ওই রায় ঘোষণার আগে আত্মপক্ষ সমর্থনের কোনও সুযোগই তাঁকে দেওয়া হয়নি। আমরা এই রায়ের বিরুদ্ধে আবেদন জানাবো।"

চেয়ারম্যান জি এম কাদের

পাচের পাতার পর

থাকে। কাঁচা চামড়া বেশি দিন রাখা যায় না আবার বিদেশেও রপ্তানী করতে দেয়া হয় না। যেকোন মূল্যেই মুষ্টিমেয় ক্রেতাদের কাছে চামড়া বিক্রি করতে হয়। তাই বিদেশে চামড়া রপ্তানির সুযোগ থাকলে আজ চামড়া নষ্ট হতো না।

আগামী ২৩ আগস্ট জাতীয় পার্টির প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের চেহলাম উপলক্ষে এক আলোচনা সভা, দোয়া মাহফিল ও দুঃস্থদের মধ্যে খাদ্য বিতরণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন নিয়ে পার্টির ঢাকা মহানগর উত্তর ও দক্ষিণের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আজ জি এম কাদের এক মতবিনিময় করেছেন ।মত বিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রেসিডিয়াম সদস্য ঢাকা মহানগর উত্তরের সভাপতি এস.এম. ফয়সল চিশতী।

আহবান ইউনিসেফের

পাচের পাতার পর

১৬৭টি শিক্ষা কেন্দ্রে ১ লাখ ৯২ হাজার রোহিঙ্গা শিশুর শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করেছে ।তারপরও ২৫ হাজারের বেশি শিশু কোনো ধরনের শিক্ষা কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছে না এবং এখনো অতিরিক্ত ৬৪০টি শিক্ষা কেন্দ্রের প্রয়োজন। এছাড়াও, ১৫ থেকে ১৮ বছর বয়সী শিশুদের ৯৭ শতাংশ এখনো কোনো ধরনের শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে না ।ইউনিসেফের নির্বাহী পরিচালক হেনরিয়েটা ফোর বলেন,বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়া রোহিঙ্গা শিশু ও তরুণদের জন্য শুধুমাত্র বেঁচে থাকাই যথেষ্ট নয়। তাদের দীর্ঘমেয়াদী ভবিষ্যতের নিশ্চয়তা প্রদান করাও প্রয়োজন। এসব কারনে তাদের জন্য প্রয়োজনীয় গুণগত শিক্ষা এবং দক্ষতা বিকাশের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

প্রতিবেদনে জানানো হয়, আশ্রয়কেন্দ্রের শিক্ষাকেন্দ্রগুলোতে অধ্যয়নরত কম বয়সী শরণার্থী শিশুদের জন্য আরো আনুষ্ঠানিক শিক্ষা এবং শেখার উপকরণ ক্রমান্বয়ে সরবরাহ করা হচ্ছে ।রোহিঙ্গা শিশুদের জন্য আরো কাঠামোবদ্ধ শিক্ষার ব্যবস্থা করতে সহায়তার জন্য ইউনিসেফ এবং অন্যান্য সংস্থাগুলো মিয়ানমার ও বাংলাদেশ সরকারকে জাতীয় শিক্ষামূলক সম্পদসমূহ যেমন, শিক্ষা পাঠ্যক্রম, শিক্ষণ এবং প্রশিক্ষণ ম্যানুয়্যাল ও মূল্যায়ন পদ্ধতি ব্যবহারের অনুমতি প্রদানের জন্য ইউনিসেফ আহ্বান জানিয়েছে ।ইউনিসেফ-এর বাংলাদেশ প্রতিনিধি টমো হোজুমি বলেন, আমাদের লক্ষ্য হলো কিশোর-কিশোরীরা প্রতিনিয়ত যে সব ঝুঁকি যেমন, পাচার, নির্যাতন মেয়েদের ক্ষেত্রে বাল্যবিয়ের মুখোমুখি হয়, তা মোকাবিলার জন্য তাদের দক্ষ করে গড়ে তোলা।

তিনি আরো বলেন, আরো বৃহৎ অর্থে, ইউনিসেফ এই প্রজন্মের তরুণদের নিজেদের পরিচয় তৈরিতে সহায়তা করছে এবং যে কঠিন চ্যালেঞ্জিং পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে তারা যাচ্ছে সেটার সমাধানের অংশ হিসাবে তাদের গড়ে তোলা হচ্ছে।

খেলা

জল্পনার অবসান, ঘোষিত টিম ইন্ডিয়ার নয়া কোচ

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: বিশ্বকাপের পর থেকেই জল্পনা শুরু হয়েছিল। কে হবেন বিরাট কোহলিদের হেড স্যার। শুক্রবার অবশেষে জল্পনার অবসান ঘটল। ভারতীয় দলের কোচ হিসেবে ফের নির্বাচিত হলেন রবি শাস্ত্রী। বিশ্বজয়ী অধিনায়ক কপিল দেবের নেতৃত্বাধীন ক্রিকেট উপদেষ্টা কমিটি নয়া কোচ বেছে নিল।সেমিফাইনালে নিউজিল্যান্ডের কাছে হেরে বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নিয়েছিল কোহলি অ্যান্ড কোং। তারপরই বিসিসিআইয়ের তরফে জানানো হয়, ভারতীয় দলের জন্য নতুন কোচ ও সাপোর্ট স্টাফ নিয়োগ করা হবে। তার জন্য আগ্রহীরা আবেদন জানাতে পারেন। তারপরই কোচ হিসেবে উঠে আসে বেশ কিছু প্রাক্তন তারকা ক্রিকেটারদের নাম। বাছাই পর্বের পর শেষমেশ ছ''জনের নাম চূড়ান্ত হয়। রবি শাস্ত্রী, রবিন সিং, লালচাঁদ রাজপুত, মাইক হেসন, টম মুডি এবং ফিল সিমনস। এদিন তাঁরা ইন্টারভিউ দিতে হাজির হন বিসিসিআইয়ের উপদেষ্টা কমিটির সামনে।দৌড়ে প্রথম থেকেই এগিয়ে ছিলেন শাস্ত্রী। তাঁর জমানায় আইসিসির কোনও টুর্নামেন্টে সেভাবে দাগ কাটতে পারেনি টিম ইন্ডিয়া। তা সত্ত্বেও ক্যাপ্টেন কোহলির সঙ্গে তাঁর দুর্দান্ত বোঝাপড়ার জন্যই অনেকে মনে করেছিলেন ফের হয়তো শাস্ত্রীকেই হেড স্যার হিসেবে বেছে নেওয়া হবে। বোর্ডের অনেক কর্তারাই শাস্ত্রী-কোহলি কম্বিনেশন ভাঙার বিরোধী ছিলেন। সেটাই সত্যি হল। কপিল দেবও এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে জানালেন, সবচেয়ে বেশি পয়েন্ট পেয়েই কোচ হিসেবে নির্বাচিত হলেন শাস্ত্রী। এই নিয়ে তৃতীয়বার (একবার ম্যানেজার) ভারতীয় দলের দায়িত্ব পেলেন তিনি।কোচ বাছাইয়ের জন্য আয়ুষ্মান গায়কোয়াড় এবং শান্থা রঙ্গস্বামীকে নিয়ে তৈরি করা হয় কপিল দেবের ক্রিকেট কমিটি। তিন সদস্যের প্যানেলের সামনে এদিন প্রথমেই হাজির হয়েছিলেন প্রাক্তন ভারতীয় অলরাউন্ডার রবিন সিং। তারপরই ইন্টারভিউ দেন ২০০৭ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়ী ভারতীয় দলের ম্যানেজার লালচাঁদ রাজপুত। শ্রীলঙ্কার প্রাক্তন কোচ টম মুডি, কিউয়িদের প্রাক্তন কোচ মাইস হেসন এবং রবি শাস্ত্রী একে একে হাজির হন। তবে ব্যক্তিগত কারণে টেলিকনফারেন্সের মাধ্যমে ইন্টারভিউতে হাজির থাকতে পারেননি প্রাক্তন ক্যারিবিয়ান তারকা ফিল সিমনস। দীর্ঘ আলোচনার পর বেছে নেওয়া হয় দলের নতুন কোচ। ২০২১ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ পর্যন্ত শাস্ত্রীর সঙ্গে চুক্তি করবে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড।

খেল রত্ন সম্মান পেতে চলেছেন পুনিয়া

ভারতের খেলার দুনিয়ায় নতুন পোস্টার বয় বজরং পুনিয়া। ভারতীয় কুস্তিকে নতুন দিশা দেখাচ্ছেন তিনি। এশিয়ান গেমস ও কমনওয়েলথ গেমসের আসরে দেশের হয়ে সোনা জিতেছেন হরিয়ানার এই কুস্তিগীর। এবার দেশের সর্বোচ্চ ক্রীড়াসম্মান রাজীব গান্ধী খেলরত্ন পেতে চলেছেন পুনিয়া।শুক্রবার বিশেষ এই সম্মানের জন্য পুনিয়ার নাম মনোনীত করা হল। প্রসঙ্গত গত বছর জার্কাতা এশিয়ান গেমস ও গোল কোস্ট কমনওয়েলথ গেমস, দুই প্রতিযোগিতা থেকে একটি করে সোনা জিতে নেওয়ার পরও এই সম্মানের জন্য কেন তাঁর নাম মনোনীত করা হয়নি সেই নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন বজরং। দেশকে এত গৌরব এনে দেওয়ার পরও তাঁর নাম বিবেচিত না করার জন্য নির্বাচন কমিটির বিরুদ্ধে আদালতে যাবেন বলে হুমকি দিয়েছিলেন।র বছর ঘুরতে না ঘুরতেই এদিন বৈঠকে ১২ সদস্যের কমিটি বজরংকে খেলরত্ন পুরস্কারের জন্য মনোনীত করেছে। বজরং বলেন,''আমি এই সম্মান পাওয়ার যোগ্য। পরে হলেও শেষ পর্যন্ত আমাকে এই সম্মান দেওয়া হচ্ছে।'' চলতি মাসের ২৯ অগাস্ট জাতীয় ক্রীড়া দিবসের দিন বজরং পুনিয়ার হাতে এই সম্মান তুলে দেওয়া হবে।

ছক্কা হাঁকানোয় সচিনের রেকর্ড ছুঁলেন সাউদি

গল: টেস্ট ক্রিকেটে সচিন তেন্ডুলকরের রেকর্ড ছুঁলেন টিম সাউদি। শুনতে অবাক লাগলেও এমনটাই ঘটেছে গল টেস্টে। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে গল টেস্টের প্রথম ইনিংসে একমাত্র ছক্কা হাঁকিয়ে লিটল মাস্টারের রেকর্ড স্পর্শ করেন কিউয়ি পেসার।গল টেস্টের দ্বিতীয় দিন ধনঞ্জয় ডি''সিলভাকে ছয় মারেন সাউদি। সেই সঙ্গে টেস্ট ক্রিকেটে সচিনের ছয়ের রেকর্ড ছুঁয়ে ফেলেন কিউয়ি পেসার। ম্যারাথন টেস্ট কেরিয়ারে মাত্র ৬৯টি ছক্কা হাঁকিয়েছেন সচিন। বিশ্বের একমাত্র ক্রিকেটার হিসেবে ২০০টি টেস্ট খেলা সচিন ৬৯টি ছয় মেরেছেন ৩২৯ ইনিংসে। কিন্তু মাত্র ৬৬টি টেস্টে এবং ৯৬টি ইনিংসে সচিনের ছয়ের রেকর্ড স্পর্শ করেন সাউদি।সচিন ছোঁয়ার পাশাপাশি কয়েকজন কিংবদন্তি ক্রিকেটারকে ছয় রেকর্ডে পিছনে ফেলেন দেন এই কিউয়ি পেসার। ইয়াম বোথাম, এবি ডি''ভিলিয়ার্স এবং সনত জয়সূর্যর মতো ব্যাটসম্যানকে টপকে যান সাউদি। শুধু তাই নয়, টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে ছক্কা হাঁকানোর নিরখে ১৭ নম্বরে রয়েছেন নিউজিল্যান্ডের টেলেন্ডার। টেস্টে সর্বাধিক ছক্কা হাঁকানোর রেকর্ড রয়েছে প্রাক্তন কিউয়ি অধিনায়ক ব্রেন্ডন ম্যাকালামের। পাঁচ দিনের ফর্ম্যাটে ১০৭টি ছয় মেরেছেন প্রাক্তন কিউয়ি ব্যাটসম্যান।গল টেস্টে ২৪৯ রানে শেষ হয়ে যায় নিউজিল্যান্ডের প্রথম ইনিংস। এতে ব্যাট হাতে সাউদির অবদান ২২ বলে ১৮ রান। শেষ পর্যন্ত রান-আউট হয়ে প্যাভিলিয়নে ফেরেন তিনি। টেস্ট ক্রিকেটে বছর তিরিশের পেসারের রান রয়েছে ১৫৫০। এর মধ্যে ৭৭ বার অপরাজিত রয়েছেন তিনি। পাঁচটি হাফ-সেঞ্চুরি রয়েছে সাউদির ঝুলিতে।ক্রবার টেস্টের তৃতীয় দিন শ্রীলঙ্কাকে প্রথম ইনিংসে ২৬৭ রানে বেঁধে রেখে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাটিং করতে নামে নিউজিল্যান্ড। কিন্তু শুরুতেই কিউয়ি ইনিংসে ধস নামে। মাত্র ৯৮ রানে পাঁচ কিউয়ি ব্যাটসম্যানকে প্যাভিলিয়নে ফেরত পাঠান শ্রীলঙ্কান বোলাররা। এদিন চা-বিরতিতে নিউজিল্যান্ডের স্কোর ৬ উইকেটে ১২৪।

সরে দাঁড়ালেন সিমন্স এখন লড়াই পাঁচজনের

বড় কোনও অঘটন না ঘটলে ভারতীয় কোচ হিসেবে রবি শাস্ত্রীর নামেই সিলমোহর বসতে চলেছে।মুম্বই: বড় কোনও অঘটন না ঘটলে ভারতীয় কোচ হিসেবে রবি শাস্ত্রীর নামেই সিলমোহর বসতে চলেছে। আজ, শুক্রবার সন্ধ্যায় মুম্বইয়ে সরকারি ভাবে ঘোষণা হতে পারে শাস্ত্রীর নাম।

একেবারে শেষমুহূর্তে নিজের নাম তুলে নিয়েছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রাক্তন ক্রিকেটার ফিল সিমন্স। ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে ইন্টারভিউ থেকে সরে দাঁড়ালেন তিনি। তাই কোচের পদপ্রার্থীদের তালিকায় আরও একজনের নাম কমে গেল।ভারতের হেড কোচের পদপ্রার্থীদের ৬ জনের তালিকায় ছিলেন ফিল সিমন্স। তিনি ২০১৬ ওয়েস্ট ইন্ডিজের টি২০ চ্যাম্পিয়ন দলের কোচ ছিলেন। ২০১৭-তে আফগানিস্তান দলের কোচ হয়েছিলেন সিমন্স। সন্ধে ৭টার বদলে ৬টা-তেই ঘোষণা হতে পারে হেড কোচের নাম। রবি শাস্ত্রীর ইন্টারভিউ হবে বিকেল ৫টায়।এদিন সকাল সাড়ে দশটা থেকে মুম্বইয়ে বিসিসিআইয়ের সদর দফতরে শুরু হয়েছে ভারতীয় ক্রিকেটের হেড কোচের পদের জন্য ইন্টারভিউ। ২০০০ আবেদনের মধ্যে থেকে ডাকা হয়েছে অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন ক্রিকেটার টম মুডি, নিউজিল্যান্ডের প্রাক্তন কোচ মাইক হেসন, রবিন সিং এবং লালচাঁদ রাজপুতকে।

আগেই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে, বিরাটদের জন্য ভারতীয় কোচই পছন্দ কোচ বাছাই কমিটির। তাই মনে করা হচ্ছে, রবি শাস্ত্রীর উপরেই আস্থা রাখতে পারেন কপিল দেব, অংশুমান গাইকোয়াড়রা।

সদ্য প্রয়াত চন্দ্রশেখরের জন্যই সিএসকে পেয়েছিল ধোনিকে!

ভিবি চন্দ্রশেখরের মগজাস্ত্রের জন্যই মহেন্দ্র সিংহ ধোনিকে পেয়েছিল চেন্নাই সুপার কিংস। তিনি না থাকলে ধোনিকে হয়তো পেতই না সিএসকে। আর ধোনি না এলে আইপিএলে চেন্নাইয়ের দৌরাত্ম্যও হয়ত দেখা যেত না।বৃহস্পতিবার রাতে আত্মঘাতী হন ভারতের প্রাক্তন ওপেনার ভিবি চন্দ্রশেখর। চেন্নাই সুপার কিংস দলটা তৈরির আসল কারিগর ছিলেন তিনিই। ফ্র্যাঞ্চাইজির মালিক এন শ্রীনিবাসন হলেও চন্দ্রশেখরই ভেবে চিন্তে দল তৈরি করেছিলেন। চলতি বছরের গোড়ার দিকে এক সাক্ষাতকারে ধোনিকে সিএসকে-তে আনার রহস্য ফাঁস করেছিলেন তিনি। সেই সাক্ষাতকারে চন্দ্রশেখর বলেছিলেন, ''''সিএসকে-র মালিক শ্রীনিবাসন আমাকে ফোন করে একদিন বললেন, আইপিএলে তিনি একটা দল কিনছেন। দল গঠনের দায়িত্ব আমাকে দেওয়া হয়।'''' শ্রীনিবাসনের কথা শুনে প্রথমটায় অবাক হয়ে গিয়েছিলেন চন্দ্রশেখর।২০০৮ সালের আইপিএল নিলামে প্লেয়ার কেনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল সদ্য প্রয়াত ক্রিকেটারের উপরেই। চন্দ্রশেখরের কাজে যাতে কেউ হস্তক্ষেপ না করেন, সে কথা আগাম জানিয়ে দিয়েছিলেন শ্রীনিবাসন। নিলামের আগে সিএসকে-র মালিক চন্দ্রকে ডেকে জিজ্ঞাসা করেন, তিনি কাকে দলে নিতে চান। শ্রীনিবাসকে চন্দ্রশেখর জানিয়ে দেন, তিনি ধোনিকে দলে চাইছেন। ধোনিকে দলে নেওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করে চন্দ্রশেখর জানিয়েছিলেন, মুম্বইয়ের আইকন সচিন তেন্ডুলকর, কলকাতার সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, বেঙ্গালুরুর রাহুল দ্রাবিড়। চেন্নাইয়ের আইকন কেউ নেই। সুতরাং ধোনিকে দলে নেওয়া দরকার। কারণ ধোনি তখন দেশের ''ইউথ আইকন''।প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটারের আত্মহত্যা, শোকার্ত ক্রিকেট মহলচেন্নাই-ভক্তরা জানতেন না সিএসকে-তে ধোনিকে আনার পিছনে রয়েছে কার বুদ্ধি। নিলামে কী ভাবে ধোনিকে নেওয়া হল, সেই প্রসঙ্গে চন্দ্রশেখর সেই সাক্ষাতকারে জানিয়েছিলেন, ''''ধোনির জন্য ১.১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বরাদ্দ করা হয়েছিল। কিন্তু, অন্যান্য দলগুলো ধোনিকে নেওয়ার জন্য যে ঝাঁপাবে নিলামে, সেই ব্যাপারে আমি নিশ্চিত ছিলাম।'''' চন্দ্রশেখরের আশঙ্কা সত্যি হয়েছিল। অন্যান্য দলগুলো ধোনিকে দলে নেওয়ার জন্য প্রচণ্ড লড়াই করেছিল। শেষ রাউন্ডে অবশ্য ১.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের মাধ্যমে ধোনিকে কিনে নেয় চেন্নাই।চন্দ্রশেখর চলে গিয়েছেন পৃথিবী ছেড়ে। তাঁর এই অবদান কোনও দিন ভুলবেন না শ্রীনিবাসন। চেন্নাই সুপার কিংসের ফেসবুক পেজেও চন্দ্রশেখরের ছবি পোস্ট করে তাঁর কৃতিত্বকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

বিদেশি লিগে ঝোড়ো হাফ-সেঞ্চুরি স্মৃতি মন্ধনার

লন্ডন: কিয়া সুপার লিগের চলতি মরশুমে প্রথম হাফসেঞ্চুরি করলেন স্মৃতি মন্ধনা। বলা বাহুল্য, ইয়র্কশায়ার ডায়মন্ডসের বিরুদ্ধে তাঁর দল ওয়েস্টার্ন স্টোর্ম জিতল ৯ উইকেটের বিশাল ব্যবধানে।টস জিতে ওয়েস্টার্ন স্টোর্ম প্রথমে ব্যাট করার আমন্ত্রণ জানায় ডায়মন্ডসকে। নির্ধারিত ২০ ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে ১৫১ রান তোলে ডায়মন্ডস। ৫৬ বলে ৫৯ রান করেন আর্মিটেজ। ভারতের জেমিমা রডরিগেজ ৩টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২২ বলে ২৮ রান করেন। ডায়মন্ডসের পাঁচজন ব্যাটার রান-আউট হয়ে সাজঘরে ফেরেন। যাঁদের মধ্যে চারজনকে রান-আউট করেছেন সোফি লাফ।জবাবে ব্যাট করতে নেমে ১৪ ওভার ৫ বলে মাত্র ১ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় ১৫২ রান তুলে নেয় ওয়েস্টার্ন স্টোর্ম। ৩১ বল বাকি থাকতেই ম্যাচ জিতে যায় তারা। স্মৃতি মন্ধনা ৪৭ বলে ৭০ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলেন। তিনি ১১টি চার ও ১টি ছক্কা মারেন। যদিও ৪৩ বলে ৭২ রান করে ম্যাচের সেরা হন রাচেল প্রিস্ট।এপর্যন্ত টুর্নামেন্টের পাঁচটি ম্যাচে স্মৃতির ব্যক্তিগত সংগ্রহ ১৬৩ রান। দলের হয়ে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রান সংগ্রহকারী তিনি। টুর্নামেন্টে এখনও পর্যন্ত তৃতীয় সর্বোচ্চ রান সংগ্রহকারী মন্ধনা। আগের চারটি ম্যাচে ভারতীয় তারকার সংগ্রহ যথাক্রমে ৩২, ২, ৩০ ও ২৯। টুর্নামেন্টের পাঁচটি ম্যাচেই জয় তুলে নিয়ে লিগ শীর্ষে রয়েছে মন্ধনার দল।অন্যদিকে, টুর্নামেন্টের অপর ম্যাচে সাদার্ন ভাইপার্সের বিরুদ্ধে রুদ্ধশ্বাস টাইয়ে নিষ্পত্তি হল ল্যাঙ্কাশায়ার থান্ডারের লড়াই। প্রথমে ব্যাট করে ল্যাঙ্কাশায়ার নির্ধারিত ২০ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে ১৩২ রান তোলে। হরমনপ্রীত কউর দলের হয়ে সর্বোচ্চ ৩৪ রান করেন। পালটা ব্যাট করতে নেমে ভাইপার্সও ২০ ওভারে ৮ উইকেটের বিনিময়ে ১৩২ রানে আটকে যায়। হরমনপ্রীত টুর্নামেন্টের পাঁচটি ম্যাচে একটি হাফসেঞ্চুরিসহ মোট ১৬০ রান সংগ্রহ করেছেন। এখনও পর্যন্ত টুর্নামেন্টের চতুর্থ সর্বোচ্চ রান সংগ্রহকারী তিনি। ল্যাঙ্কাশায়ারের হয়ে সব থেকে বেশি রান করেছেন তিনিই।

কঠিন পরিস্থিতিতেই ব্যাট করতে চাই: শ্রেয়স আইয়ার

বিরাট কোহলির রাজকীয় ব্যাটে ভর করেই ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারিয়েছে ভারত। প্রথমে টি টোয়েন্টিতে হোয়াইটওয়াশ। তারপরে ওয়ান ডে-তে। কোহলির মহা বিক্রমের মধ্যেও আলাদা করে নজর কেড়ে নিয়েছেন শ্রেয়স আইয়ার। বিশ্বকাপে সুযোগ পাননি। তারপর ভারতীয়-এ দলের হয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজে দুর্ধর্ষ পারফরম্যান্স। এবং তাঁর পরিণতিপ্রাপ্তি সিনিয়র দলের হয়ে দুরন্ত পারফরম্যান্সে।শ্রেয়সের পারফরমান্সে স্বয়ং গাভাসকার এতটাই প্রভাবিত যে টিম ইন্ডিয়ার চার নম্বর ব্যাটিং পজিশনে শ্রেয়স আইয়ারকেই খেলানোর সুপারিশ করেছেন তিনি। ভারতীয় তরুণ তুর্কি হিসেবে পরবর্তী বাজি যার উপরে রাখা হচ্ছে তিনি আবার সাফ জানিয়ে দিচ্ছেন, টেনশনের সময়েই ব্যাট করা পছন্দ করি। দিল্লি ক্যাপিটালসের অধিনায়ক জানাচ্ছেন, ''আমি নিজের পারফরম্যান্সে খুশি। দলের কঠিন পরিস্থিতিতে যখন ড্রেসিংরুমের প্রত্যেকে নার্ভাস থাকে, সেই সময়েই ব্যাট হাতে নামতে চাই। এটা পছন্দ করার কারণ হল, যেকোনও সময়ে ম্যাচ ঘুরে যাওয়ার সম্ভবনা থাকে।''চোট লাগেনি, সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়ে দিলেন কোহলিবিসিসিআই টিভি-তে সাংবাদিক যুজবেন্দ্র চাহালকে দেওয়া সাক্ষাতকারে তিনি আরও বলেন, ''আমাদের বোলারদের যেভাবে পেটানো হয়, তারই প্রতিশোধ নিতে চাই ব্যাট হাতে। নিকোলাস পুরান দারুণ বাটসম্যান। তবে চাহালকে মারার পরেই প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তৈরি ছিলাম।''থম ম্যাচ বৃষ্টিতে ভেস্তে যাওয়ার পরে দ্বিতীয় ম্যাচেও পাওয়া গিয়েছিল শ্রেয়স আইয়ার। ভারত পৌনে তিনশো রান তোলার সময়ে শ্রেয়স ব্যাট হাতে জ্বলে উঠেছিলেন। সিরিজ নির্ণায়ক তৃতীয় ম্যাচে আবার কঠিন সময়ে ব্যাটিং করতে নেমেছিলেন তিনি। সামনে ছিল চ্যালেঞ্জিং টার্গেট। একশো রানের মধ্যেই রোহিত, ধাওয়ান, ঋষভ আউট হয়ে প্যাভিলিয়নে ফিরে গিয়েছিল। সেই সময়ে কোহলির সঙ্গে জুটি বেঁধে চতুর্থ উইকেটে ১২০ রান যোগ করে যান শ্রেয়স।৪১ বলে ৬৫ রানের মারমুখী ইনিংস হৃদয় জিতে নিয়েছে প্রত্যেকের। রস্টন চেজ, কার্লোস ব্রেথওয়েট, ফাবিয়েন অ্যালানদের তুলোধোনা করে ছাড়েন দিল্লির তরুণ ক্রিকেটার। তারপরেই প্রতিশোধের কথা বলেন তিনি।

NOTICE INVITING TENDER NO: - 01/AE/IES-I/2019-20
Dated: - 13/08 /2019

Sl No.	Name of work	Estimated Cost	Earnest Money	Time for completion of work
1	1.Providing & maintenance to internal Electrification in the office of the superintending Engineer , Water Resource Circle No-I, Kunjaban , Agartala . **(3rd Call)** DNIT No - AE/IES-I/01/2019-20.	Rs- 57,970.00	Rs-580.00	15 (Fifteen) days
2	1.Providing E.I work in the SLSC Hall at ground floor & visitors' waiting room at 1st floor of TW Directorate, P.N. Complex, Agartala. DNIT No - AE/IES-I/02/2019-20.	Rs- 72,025.00	Rs-720.00	15 (Fifteen) days
3	1.Maintenance of Electrical Internal line at SCERT office. DNIT No - AE/IES-I/03/2019-20.	Rs- 18,994.00	Rs-190.00	15 (Fifteen) days
4	1.Special repair to E.I works in the W.R Division No-r, Kunjaban, Agartala, Tripura , west DNIT No - AE/IES-I/04/ 2019-20.	Rs- 39,827.00	Rs-398.00	15 (Fifteen) days

Last date of application for tender form **22/08/2019 up to 4.00 PM.** Date of receipt of tender form **27/08/2019 up to 3.00 PM .**
All other details are available in the office of the undersigned.

ICA/C-788/19

Sd/-illegible.
Sub-Division Officer
Internal Electrification Sub-Division No-I
Agartala, Tripura (W).

NIT NO: 09/EE/RD/DIV/KCP/2019-20 Dt. 08/08/2019
The Executive Engineer, R.D Kanchanpur Division, North Tripura invites ender from eligible bidders up to 3.00 PM of 20/08/2019 for Hiring of 1(One) No. Vehicle for the R.D. Panisagar Sub-Division & 1(One) No for R.D. Kalacherra Sub-Division. For details: visit office of the undersigned during working hours or Contact: 9436501956. Any subsequent corrigendum will be available in the Office of the undersigned only.

ICA/C-793/19

Executive Engineer
RD Kanchanpur Division
Kanchanpur, North Tripura.

বল আটকে গেল বোল্টের হেলমেটে, ক্যাচ নেওয়ার চেষ্টায় উইকেটরক্ষক!

শ্রীলঙ্কার গলে মুখোমুখি নিউজিল্যান্ড ও শ্রীলঙ্কা। টস জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয় কিউয়িরা। খেলার দ্বিতীয় দিনে ব্যাট করতে নামেন ট্রেন্ট বোল্ট। ইনিংসের ৮২তম ওভারে বল করতে আসেন শ্রীলঙ্কার স্পিনার লাসিথ এমবুলদেনিয়া। বাঁহাতি এই স্পিনারের বল সুইপ করতে যান বোল্ট।সেই সময় বল ব্যাটে লেগে লাফিয়ে ওঠে। আটকে যায় বোল্টের হেলমেটের গ্রিলে। মজার ছলেই সেই বল ধরতে যান উইকেটকিপার নিরোশান ডিকওয়েলা। বোল্ট সেই বল নিয়েই ঘুরতে থাকেন। পরে সেই বল বার করেন এক শ্রীলঙ্কার খেলোয়াড়।পরে লাকমলের বলে ১৮ রানে আউট হন কিউয়ি পেসার। নিউজিল্যান্ডের প্রথম ইনিংস শেষ হয় ২৪৯ রানে। সেই রান তাড়া করতে নেমে শ্রীলঙ্কা করে ২৬৭। দ্বিতীয় ইনিংসে অবশ্য শ্রীলঙ্কার স্পিনারদের সামনে বেকায়দায় নিউজিল্যান্ড।

মিসবাই দায়িত্বে পাকিস্তান ক্রিকেটের ট্রেনিং ক্যাম্পের

লাহোরে পাকিস্তান ক্রিকেট দলের ট্রেনিং ক্যাম্পের দায়িত্বে এবার মিসবা উল হক। আগামী সপ্তাহের সোমবার থেকেই লাহোরে বসছে পাকিস্তান ক্রিকেট দলের ক্যাম্প বসছে। ১৭ দিন ধরে চলবে ক্যাম্প। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের ১৪জন কেন্দ্রীয় চুক্তির আওতাধীন ক্রিকেটারদের সঙ্গে থাকছেন নন-কন্ট্র্যাক্টেড ৬ জন ক্রিকেটার। মোট ২০ জন ক্রিকেটারকে নিয়ে বসছে ট্রেনিং ক্যাম্প। যোগ দিচ্ছেন সামারসেট থেকে খেলে আসা আজাহার আলি।পাঁচজন কেন্দ্রীয় চুক্তিবদ্ধ ক্রিকেটার অবশ্য এই ট্রেনিং ক্যাম্পে যোগ দিচ্ছেন না। এরা হলেন ফখর জামান, বাবর আজম, ইমাদ ওয়াসিম, মহম্মদ আব্বাস এবং মহম্মদ আমির। কাউন্টি ক্রিকেট খেলতে ব্যস্ত থাকায় থাকছেন না এই পাঁচ ক্রিকেটার। পাকিস্তান ক্রিকেটে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংক্রান্ত বিষয়ে যিনি দেখভাল করেন সেই জাকির খান জানালেন, ''ওঁদেরকে ট্রেনিং ক্যাম্পের বাইরে রাখা হয়েছে। তবে কয়েদ-ই-আজম ট্রফির প্রথম পর্ব চলাকালীন দলের সঙ্গে যোগ দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।''মুম্বইয়ে পৌঁছলেন কপিল দেবরা, শুক্রবারেই হবে বাছাই কোচদের সাক্ষাতকার।বিশ্বকাপে খারাপ পারফরম্যান্সের কারণে গত সপ্তাহেই পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের তরফে বরখাস্ত করা হয়েছে পুরো কোচিং স্টাফকে। মিকি আর্থার, ব্যাটিং কোচ গ্রান্ট ফ্লাওয়ার সহ পুরো কোচিং স্টাফকেই ছেঁটে ফেলা হয়েছে। নতুন কোচ হিসেবে উঠে এসেছে মিসবা উল হকের নাম। এমন সময়েই মিসবার দায়িত্বে ক্রিকেট ক্যাম্পের আয়োজন করে পিসিবি বুঝিয়ে দিল, প্রাক্তন তারকা ক্রিকেটারকে কোচের পদে দেখা যেতেই পারে।এমন সময়েই মিসবার দায়িত্বে ক্রিকেট ক্যাম্পের আয়োজন করে পিসিবি বুঝিয়ে দিল, প্রাক্তন তারকা ক্রিকেটারকে কোচের পদে দেখা যেতেই পারে।পাকিস্তানের ঘরোয়া টুর্নামেন্ট কয়েদ-ই-আজম ট্রফি শুরু হচ্ছে ১২ই সেপ্টেম্বর থেকে। চারদিনের ম্যাচে ছয়টি দল অংশগ্রহণ করবে। চলতি ক্রিকেট বর্ষে পাকিস্তান ছয়টা টেস্ট, তিনটে একদিনের ম্যাচ এবং নয়টা টি টোয়েন্টি ম্যাচ খেলবে। অক্টোবরেই পাকিস্তান নিজেদের মাঠে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে খেলার কথা। ২০০৯ সালে শ্রীলঙ্কার ক্রিকেট বাসে জঙ্গি হামলার পরে নিজেদের দেশে এখনও কোনও টেস্ট ম্যাচ আয়োজন করেনি।ক্যাম্পে যোগ দেওয়া ক্রিকেটাররাঃ (চুক্তিবদ্ধ) আবিদ আলি, আসাদ সফিক, আজাহার আলি, হ্যারিস সোহেল, হাসান আলি, ইমাম- উল হক, মহম্মদ রিজওয়ান, সরফরাজ আহমেদ, সাদাব খান, শাহিন আফ্রিদি, শান মাসুদ, উসমান শিনওয়ারি, ওয়াহাব রিয়াজ এবং ইয়াসির শাহ(চুক্তিবদ্ধ নয়) আসফ আলি, বিলাল আসিফ, ইফতিকার আহমেদ, মির হামজা, রাহাত আলি এবং জাফর গোহর

জাগরণ 17August, 2019, Saturday আগরতলা, ১৭ আগস্ট, ২০১৯ ইং, ■ ৩১ শ্রাবন, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com ■Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2019

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে বৃহস্পতিবার আগরতলায় আসাম রাইফেলস মাঠে প্যারেড পরিদর্শন করলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। ছবি- নিজস্ব।

নতুন ভারতবর্ষ গড়ার স্বপ পূরণের লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে রাজ্যের বর্তমান সরকার দায়বদ্ধ ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ আগস্ট ।। আমজনতার জন্য গত ৫ বছরে প্রধানমন্ত্রী যেসব বলিষ্ঠ সময়োপযোগী কর্মসূচি প্রণয়ন করেছেন এবং যে সমস্ত প্রকল্প এখন রূপায়িত হচ্ছে এর ফলে মানুষ ২০২২ সালে এক নতুন ভারতবর্ষ গড়ার স্বপ্ন দেখছেন। প্রধানমন্ত্রীর সেই স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে রাজ্যের বর্তমান সরকারও দায়বদ্ধ। আজ সকালে আসাম রাইফেলস ময়দানে স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত মূল অনুষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন এবং সম্মিলিত বাহিনীর কুচকাওয়াজের অভিবাদন গ্রহণ করে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব একথা বলেন। মুখ্যমন্ত্রী তাঁর ভাষণে ২০১৮ সালের মার্চ মাস থেকে রাজ্য সরকার জনকল্যাণে যে সমস্ত কাজ করে আসছে তার একটা চিত্র এবং ভবিষ্যৎ কর্মসূচির রূপরেখা তুলে ধরেন। রাজ্যের বর্তমান সরকার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সবকা সাথ, সবকা বিকাশ নীতিকে পাথেয় করে কাজ করে কাজ করে যাচ্ছে বলে উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন শারদোৎসবের প্রাক্কালে আগামী ১ সেপ্টেম্বর থেকে আগরতলা-বিলোনিয়া ও সাব্রুমের মধ্যে ৩ জোড়া ডেমো লোক্যাল ট্রেন যাতায়াত করবে এবং ধর্মনগর থেকে সাব্রুম পর্যন্ত ১ জোড়া ট্রেন চালু করা হবে। মুখ্যমন্ত্রী আরও ঘোষণা করেন রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ত্রিপুরা পুলিশ এবং টি এস আর. - এর. কনস্টেবল-রাইফেলসম্যান, হেড কনস্টেবল - হাবিলদার পদমর্যাদাভুক্ত জওয়ান ও কর্মীদের সন্তানদের মধ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধথ্যিমকে শীর্ষ স্থানাধিকারীদের চিফ মিস্টিস্টার্স মেটিটোরিয়াস অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হবে। রাজ্যস্তরে মাধ্যমিকের তিনজন এবং উচ্চমাধ্যমিকের তিনজন অর্থাৎ মোট ছয়জন কৃতি ছাত্রছাত্রীদের এই পুরস্কারের মাধ্যমে উৎসাহিত করা হবে। প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পুরস্কারের নগদ অর্থমূল্য যথাক্রমে ১০ হাজার টাকা, ৯ হাজার টাকা এবং ৮ হাজার টাকা। প্রতিটি জেলাতেও মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের দুইজন করে স্থানাধিকারীদের পুরস্কৃত করা হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এ বছরের স্বাধীনতা দিবস আরও বেশি তাৎপর্যপূর্ণ। স্বাধীনতার ৭২ বছর পর সত্যিকার অর্থেই দেশ অখন্ডতার পথে অগ্রসর। সম্প্রতি কেন্দ্র সরকার দুটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। প্রথমত জম্মু-কাশ্মীর থেকে ধারা ৩৭০ এবং ৩৫-‘এ’ বিলোপ ও নারী ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে তিন তালাকের মতো কুপ্রথা সমাপ্ত করা। এই দুটি ঐতিহাসিক কাজের জন্য আমি ৩৭ লক্ষ ত্রিপুরাবাসীর পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদিজি ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী অমিত শাহজিকে ধন্যবাদ এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি। ৩৭০ ধারা বিলোপের ফলে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, দীনদয়াল উপাধ্যায়, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল ও ড. বাবা সাহেব আম্বেদকরের স্বপ্নের সফল বাস্তবায়ন ঘটলো। দেশের একতা ও অখন্ডতা আরও মজবুত হলো। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, গ্রাম, গরিব, কৃষক আর মহিলা বর্তমান রাজ্য সরকারের অগ্রাধিকারের মধ্যে সর্বোচ্চ স্থানে রয়েছে। ২০২২ সালের মধ্যে কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার লক্ষ্যে ত্রিপুরার ইতিহাসে প্রথমবার ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে ধান কেনার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এখন পর্যন্ত ১৫ হাজার ৬৫৪ মেট্রিকটন ধান খাদ্য দপ্তর সরাসরি কৃষকদের কাছ থেকে ক্রয় করেছে। এর ফলে কৃষকদের প্রতি কেজিতে প্রায় ৫ টাকা থেকে সাড়ে ৫ টাকার মতো লাভ হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি যোজনায় এখন পর্যন্ত রাজ্যের ১,৮০,৬৪১ জন কৃষকের নাম নথিভুক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে ১,৫১,০৩৪ জন কৃষকদের ২০০০ টাকা করে প্রথম ও দ্বিতীয় কিস্তির টাকা দেওয়া হয়ে গেছে। মুখ্যমন্ত্রী জানান, প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনা প্রকল্পে অধিক ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলের কৃষকদের বীমার আওতায় আনা হয়েছে। আগামী রবি মরশুমে উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ ২১,০০০ হেক্টর জমিকে বীমার আওতায় আনা হবে। কৃষকদের সমস্যা নিরসনের জন্য ১৪টি কৃষক বন্ধু কেন্দ্র খোলা হয়েছে এবং মোট ৩৬টি কৃষক বন্ধু কেন্দ্র খোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। চলতি বছরে খাদ্যশস্য উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে ৯.৬২ লক্ষ মেট্রিকটন। তাছাড়া, ১ লক্ষ হেক্টর এলাকায় উন্নত প্রজাতির শ্রী পদ্ধতিতে ধান চাষের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। রাজ্যের প্রত্যেক কৃষককে কিষাণ ক্রেডিট কার্ড প্রদানের জন্য ব্যাঙ্কগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, চলতি বছরের ১৪ আগস্ট পর্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে এমজিএন রেগা প্রকল্পে ১২৯.৬৭ লক্ষ শ্রমদিবসের কাজ সৃষ্টি করা হয়েছে। গত ২০১৭-১৮ সালে পুরো ১ বছরে শ্রম দিবস সৃষ্টি হয়েছিলো ১৭৫.৯৬ লক্ষ। তিনি জানান, ভারত সরকার রেগার মজুরি বাবদ ২৮৪.৮৬ কোটি টাকা এই বছর বরাদ্দ করেছে। সরকার রেগার মজুরি ১৭৭ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১৯২ টাকা করেছে। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব জানান, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় (গ্রামীণ)-র গৃহনির্মাণ সম্পূর্ণ করার হার মার্চ ২০১৮ পর্যন্ত মাত্র ২.৯০ শতাংশ চিলো। এখন তা ৯৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই প্রকল্পটির সফল রূপায়ণের ক্ষেত্রে ত্রিপুরা সারা ভারতে পঞ্চম হয়েছে এবং এই অর্থবছরে রাজ্যকে ১০,৫০০টি ঘর নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা দেওয়া হয়েছে। তিনি জানান, ত্রিপুরা গ্রামীণ জীবন-জীবিকা মিশনে উত্তর-পূর্বাঞ্চল ও হিমালয়ান রাজ্যগুলির শ্রেণিতে ত্রিপুরা ৭টি জাতীয় পুরস্কারে ভূষিত হয়েছে। ধলাই জেলা ও সিপাহীজলা জেলাকে গ্রাম স্বরাজ অভিযানে ৭টি প্রকল্পের ১০০ শতাংশ বাস্তবায়নের জন্য পুরস্কৃত করা হয়েছে। গ্রাম পঞ্চায়েতের উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা অভিযান ‘সবকি যোজনা, সবকা বিকাশ’ এই অভিযানে ত্রিপুরা প্রথম স্থান অধিকার করেছে। ১৭ মাসে সব গ্রাম পঞ্চায়েত এবং নগর এলাকা ও পুরনিগমকে উন্মুক্ত স্থানে শৌচমুক্ত ঘোষণা করেছে। এর আগে সাড়ে ৩ বছরে মাত্র ১৯টি গ্রাম উন্মুক্ত স্থানে শৌচমুক্ত হয়েছিলো। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব বলেন, রাজ্য সরকার মহিলাদের স্ব-শক্তিকরণে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে, যাতে সুস্থ সমাজ গঠন সম্ভব হয়। তিনি জানান, রাজ্যের মহিলাদের নিরাপত্তার লক্ষ্যে ৮টি জেলায় মনিটরিং কমিটি ও স্পেশাল সেল গঠন করা হয়েছে। পশ্চিম জেলার নির্ভয়া কেন্দ্র বর্তমানে কাজ করছে। খুব শীঘ্রই ১৮১ ডায়ালিং নম্বরে হেল্পলাইনের ব্যবস্থা শুরু হবে। যে কোনও মহিলা

ছয়ের পাতায় দেখুন

আগরতলা প্রেসক্লাবের ৩৬-তম প্রতিষ্ঠা দিবস অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী সাংবাদিকদের আবাসনের জন্য জমির ব্যবস্থা করা হচ্ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ আগস্ট ।। আগরতলা প্রেসক্লাবের ৩৬-তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত প্রীতি সম্মিলনী অনুষ্ঠানে অংশ নেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। গতকাল সন্ধ্যায় আগরতলা প্রেসক্লাবে আয়োজিত প্রীতি সম্মিলনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব বলেন, বড়জলায় সাংবাদিকদের আবাসনের জন্য যে জায়গাটিকে চিহ্নিত করা হয়েছিল তা সাংবাদিকরা যেভাবে চাইছিলেন তারা যাতে সেভাবে পেতে পারেন তার ব্যবস্থা করা হবে। এছাড়া আগরতলা প্রেসক্লাবের জন্য শীঘই ২২টি এসি প্রদান করা হবে বলে মুখ্যমন্ত্রী জানান।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে চক্ষু এবং শিশুদের জন্য আলাদা কোনও হাসপাতাল নেই। তাই পুরোনো জেলখানার পাশে যেখানে আই টি হাব গড়ে উঠবে সেখানে আলাদাভাবে চক্ষু এবং শিশু হাসপাতালও গড়ে তোলা হবে। পাশাপাশি এলাকার বিশিষ্টজনদের দাবি মতো মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সম্বলিত একটি মিউজিয়ামও নির্মাণ করা হবে। তিনি বলেন, মহিলাদের উপর সমস্ত অপরাধ বন্ধ হয়ে গেছে এমনটা দাবি করা ঠিক হবে না। কিন্তু এটা বলতে পারি এ রাজ্যে এখন মহিলাদের উপর অপরাধ ১০ শতাংশ কমে গেছে। তিনি আশা ব্যক্ত করে বলেন, তা আরও কমিয়ে আনা যাবে এবং এর জন্য সময় লাগবে। তিনি বলেন, প্রত্যেকটি সংস্থা স্বাধীনভাবে কাজ করুক। জনগণের জন্য কাজ করে যাওয়াটাই হচ্ছে আমাদের দায়বদ্ধতা।

প্রেসক্লাবে প্রীতি সম্মিলনী অনুষ্ঠান মে' মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাজস্ব ও মৎস্য দপ্তরের মন্ত্রী এন সি দেববর্মা, মুখ্যমন্ত্রী জায়া নিতি দেব প্রমুখ। এছাড়াও এই অনুষ্ঠানে যোগ দেন সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক ও খাদি বোর্ডের চেয়ারম্যান রাজীব ভ-াচার্য্য প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন প্রেস ক্লাবের সভাপতি সুবল কুমার দে। স্বাগত ভাষণ দেন প্রেস ক্লাবের সম্পাদক প্রণব সরকার। প্রেস ক্লাবের বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিজয়ী সাংবাদিকদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্য অতিথিগণ। পরে রাজ্যের এবং কলকাতা ও বাংলাদেশ থেকে আগত বিশিষ্ট শিল্পীগণ সাংস্ক'তিক অনুষ্ঠানে অংশ নেন।

ফের ভূমিকম্পে কাঁপল আফগানিস্তানের হিন্দুকুশ পর্বতমালা, কম্পাঙ্ক ৫.১

নয়াদিল্লি, ১৬ আগস্ট (হি.স.): ফের ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল আফগানিস্তানের হিন্দুকুশ পর্বতমালা অঞ্চল। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৫.১। শুক্রবার সকাল ৭.৩৯ মিনিট নাগাদ ৫.১ তীব্রতার কম্পন অনুভূত হয় হিন্দুকুশ পর্বতমালা অঞ্চলে। এদিনের ভূমিকম্পে এখনও পর্যন্ত ক্ষয়ক্ষতি বা হতাহতের কোনও খবর পাওয়া যায়নি। তবে, হিন্দুকুশ পর্বতমালা অঞ্চলে অনুভূত হওয়া ভূমিকম্পের জেরে কেঁপে সংলগ্ন বিস্তীর্ণ অঞ্চলের মাটি।

ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি) মাইক্রোব্লগিং সাইট টুইটার মারফত জানিয়েছে, শুক্রবার সকাল ৭.৩৯ মিনিট নাগাদ ৫.১ তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয় হিন্দুকুশ পর্বতমালা অঞ্চলে। ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল ৩৬.৪ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৭০.৭ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ, ভূপৃষ্ঠের ২০০ কিলোমিটার গভীরে। ভূকম্পনের জেরে কেঁপে ওঠে বিস্তীর্ণ অঞ্চল, তবে হতাহতের কোনও খবর নেই। আফগানিস্তানের হিন্দুকুশ পর্বতে মাঝেমধ্যেই ভূকম্পন অনুভূত হয়। ভূ-বিজ্ঞানীদের অনেকের মতে, আফগানিস্তানের হিন্দুকুশে দুই প্লেটের মধ্যে তীব্র গতির ঘষাঘষির ফলে মাঝেমধ্যেই ভূমিকম্পের উৎপত্তি হয়।

হিমাচল প্রদেশের উনায় গভীর খাদে পড়ে গেল যাত্রীবোঝাই বাস, আহত কমপক্ষে ৩০ জন পুন্যার্থী

ধরমশালা, ১৬ আগস্ট (হি.স.): হিমাচল প্রদেশের উনা জেলায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ৩০ ফুট গভীর খাদে পড়ে গেল যাত্রীবোঝাই একটি বাসঊ সৌভাগ্যবশত ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় প্রাণহানির কোনও খবর নেইঊ তবে, কমপক্ষে ৩০ জন পুন্যার্থী কমবেশি আহত হয়েছেনঊ দুর্ঘটনায় আহত পুন্যার্থীদের বাড়ি পঞ্জাবের আবোহারে।

পুলিশ সূত্রের খবর, শুক্রবার সকালে উনা জেলার মাইরি এলাকায় অবস্থিত বাবা বারবাগ সিং গুরুদ্বার অভিমুখে যাচ্ছিলেন পুন্যার্থীরাঊ উনা জেলার অম্ব এলাকায় রাস্তায় বাঁক নেওয়ার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ৩০ ফুট গভীর খাদে পড়ে যায় পুন্যার্থীবোঝাই বাসটিঊ দুর্ঘটনার খবর পাওয়া মাত্রই

ছয়ের পাতায় দেখুন

স্বাভাবিক হচ্ছে কাশ্মীর উপত্যকা, সোমাবার থেকেই উপত্যকার স্কুল খুলবে দাবি মুখ্যসচিব বিভিআর সুব্রহ্মণ্যম

শ্রীনগর, ১৬ আগস্ট (হি.স.) : আগের চেয়ে অনেকটাই স্বাভাবিক হয়ে যাবে কাশ্মীর উপত্যকা। শ্রীনগরে এমনটাই জানালেন জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যসচিব বিভিআর সুব্রহ্মণ্যম। ৩৭০ ধারা বিলোপের পর রাজ্যে এক জনেরও প্রাণহানি হয়নি বলে দাবি করলেন মুখ্যসচিব। জানা গিয়েছে, সোমবার থেকেই উপত্যকার স্কুল খুলতে শুরু করবে। শুক্রবার থেকেই উপত্যকায় সরকারি দফতর খুলেছে। হাজিরাও ছিল চোখে পড়ার মতো। শুক্রবার রাত থেকেই টেলিফোন যোগাযোগ স্বাভাবিক হতে শুরু করবে। তবে তা ধাপে ধাপে স্বাভাবিক হবে।

সুব্রহ্মণ্যম বলেন, সরকারের কাছে খবর রয়েছে উপত্যকায় বন্ধ ডাকতে পারে বেশ কিছু জঙ্গি সংগঠন ও গোষ্ঠী। একথা মাথায় রেখেই এখনও বিভিন্ন জায়গায় বিধিনিষেধ লাগু রয়েছে। ২২টি জেলার মধ্যে ১২টি জেলায় জীবনযাত্রা স্বাভাবিক রয়েছে। ৫ জেলায় আংশিক বিধিনিষেধ রয়েছে। এর জন্য এখনও পর্যন্ত এক জনেরও প্রাণহানি ঘটেনি।

তিনি আরও বলেন, সপ্তাহের প্রথম দিকেই কাশ্মীরে যানবাহন চলাচলা স্বাভাবিক হয়ে যাবে। সোমাবার থেকেই উপত্যকার স্কুল খুলতে শুরু করবে। কাশ্মীরের নেতাদের আটক করা নিয়ে সুব্রহ্মণ্যম বলেন, আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্যই অনেককে আটক করা হয়েছে। মিডিয়া সেন্টার খুলেছে, কেবল টিভিও চালু হয়েছে। ইদের দিন বিধিনিষেধ শিথিল করা হয়েছিল। মানুষ ইদ পালন করেছেন, আত্মীয়দের সঙ্গে দেখা করেছেন। আইন শৃঙ্খলার কথা মাথায় রেখেই ধীরে ধীরে বিধিনিষেধ তুলে নেওয়া হবে।

অরুণ জেটলির শারীরিক অবস্থার অবনতি, এইমস-এ গেলেন হর্ষ বর্ধন ও অশ্বিনী কুমার চৌবে

নয়াদিল্লি, ১৬ আগস্ট (হি.স.): গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় গত ৯ আগস্ট থেকে দিল্লির অল ইন্ডিয়া ইন্সটিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেস (এইমস)-এ চিকিতাধীন রয়েছেন প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী তথা প্রবীণ বিজেপি নেতা অরুণ জেটলি। বিগত ৬ দিন স্থিতিশীলই ছিলেন অরুণ জেটলি। কিন্তু, উতণ্ঠা বাড়িয়ে শুক্রবার এইমস কর্তৃপক্ষ জানাল, অরুণ জেটলির শারীরিক অবস্থা সঙ্কটজনকঊ এদিন সকালেই প্রাক্তন অর্থমন্ত্রীর শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিতে এইমস-এ যান কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী হর্ষ বর্ধন এবং কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী অশ্বিনী কুমার চৌবেঊ তাছাড়াও এদিনই অরুণ জেটলিকে দেখতে এইমস আসার কথা রয়েছে রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের। বুকে ব্যথা এবং শ্বাসকষ্ট শুরু হলে গত ৯ আগস্ট দিল্লির এইমস-এ ভর্তি করা হয় প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলিকেঊ ৯ আগস্ট রাতেই অরুণ জেটলির শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিতে হাসপাতালে যান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহঊ পরে এইমস-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছিল, অরুণ জেটলির শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল রয়েছেঊ কিন্তু, শুক্রবার

ছয়ের পাতায় দেখুন

দিল্লি যাচ্ছেন সব্যসাচী, আরও এক প্রাক্তন মেয়রকে নিয়ে জল্পনা জোরদার

কলকাতা, ১৬ আগস্ট (হি.স.): বিধাননগরের প্রাক্তন মেয়র সব্যসাচী দত্ত শুক্রবার দিল্লি যাচ্ছেন। তাঁর দলবদলের সম্ভাবনা নিয়ে গুঞ্জন ফের তীব্র হয়ে উঠেছে। সদ্য বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন কলকাতার প্রাক্তন মেয়র তথা বেহালা পূর্বের বিধায়ক শোভন চট্টোপাধ্যায়। গেরুয়া শিবিরে যোগ দিয়েছেন বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়ও। শোভন এবং বৈশাখী যে বিজেপিতে যোগ দিতে পারেন, সে জল্পনা মাস ছয়েক ধরেই চলছিল। সেই জল্পনাই বুধবার সত্য প্রমাণিত হয়েছে। বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পরে কলকাতার প্রাক্তন মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায় এখনও দিল্লি থেকে ফেরেননি। তার মধ্যেই স্বাধীনতা দিবসের এক অনুষ্ঠানে দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উল্টোপথে হেঁটে মোদী সরকারের ৩৭০ ধারা বিলোপের সিদ্ধান্তের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন বিধাননগরের প্রাক্তন মেয়র। তাঁর কথায়, ‘১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হওয়ার ৭২ বছর পর কাশ্মীরের মাটিতে প্রথম জাতীয় পতাকা উড়ল। কেন্দ্রীয় সরকারের পদক্ষেপের জন্যই এটা সম্ভব হয়েছে। তার জন্য অবশ্যই

ছয়ের পাতায় দেখুন

প্রথম প্রয়াণ বার্ষিকী বাজপেয়ীর শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পন রাষ্ট্রপতি-প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১৬ আগস্ট (হি.স.): দেখতে দেখতে এক বছর অতিক্রান্তঊ ২০১৮ সালের ১৬ আগস্ট দিল্লির অল ইন্ডিয়া ইন্সটিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেস (এইমস)-এ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী তথা প্রবীণ বিজেপি নেতা অটলবিহারী বাজপেয়ীঊ প্রথম প্রয়াণ-বার্ষিকীতে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করলেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-সহ বিশিষ্টজনেরা। শুক্রবার সকালে বাজপেয়ীর মেমোরিয়ালে গিয়ে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পন করেছেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, বিজেপির জাতীয় কার্যকরী সভাপতি জে পি নাড্ডা-সহ অন্যান্যরাঊ মেমোরিয়ালে উপস্থিত ছিলেন বাজপেয়ীর কন্যা নমিতা কৌল ভট্টাচার্য্য এবং নাতনি নীহারিকাও। উল্লেখ্য, ১৯৯৮ থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত ভারতের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন অটলবিহারী বাজপেয়ীঊ পরপর তিনবার প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন তিনি, যথাক্রমে ১৯৯৬ সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য (১৩ দিন), এরপর ১৯৯৮ থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীর কুর্সিতে আসীন ছিলেন বাজপেয়ীঊ দীর্ঘ দিন অসুস্থ থাকার পর ২০১৮ সালের ১৬ আগস্ট দিল্লির এইমস-এ চিকিতাধীন অবস্থায় জীবনাবসান হয় ভারতরত্ন অটলবিহারী বাজপেয়ীর।

রাজ্যের ছাত্র-ছাত্রীদের মেধা আছে তা দীর্ঘদিন ধরে বিকশিত হয়নি : শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৬ আগস্ট ।। তেলিয়ামুড়া ডিগ্রি কলেজের এ বছরের নবীন বিদ্যার্থী বরণ অনুষ্ঠান আজ মহকুমার চিত্রাঙ্গদা কলাকেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। প্রদীপ জালিয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ। উপস্থিত ছিলেন বিধানসভার মুখ্যসচেতক কল্যাণী রায়, বিধায়ক অতুল দেববর্মা, বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী, খোয়াই জিলা পরিষদের সহ-সভাধিপতি হরিশঙ্কর পাল প্রমুখ।

তেলিয়ামুড়া ডিগ্রি কলেজের প্রিন্সিপাল দেববত রায়ের সভাপতিত্বে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ বলেন, কলেজে যেমন পড়াশুনা করতে হবে ঠিক তেমনি নিয়ম শ'ঙ্খলা সম্পর্কেও সজাগ থাকতে হবে। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এ পি জে আব্দুল কালাম বলেছিলেন স্কুল ও কলেজে যদি শ'ঙ্খলা না থাকে তবে জাতীয় ক্ষতি। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, রাজ্যের ছেলে-মেয়েদের মেধা আছে তবে তা দীর্ঘদিন ধরে বিকশিত হয়নি। তাই এ ব্যাপারে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের যত্নবান হতে হবে। রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি করার উপর রাজ্য সরকার বিশেষভাবে জোর দিয়েছে। তিনি বলেন, প্রক'ত শিক্ষা সমাজের যে কোনও সমস্যার সমাধান করতে পারে। রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার এ লক্ষ্যেই শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন আনছে। যার সুফল আগামী দিনে পরিলক্ষিত হবে। তিনি বলেন, স্কুল কলেজকে নিজের বাড়ি ভাবতে হবে। তার প্রতি দরদ রাখতে হবে। সরকার গুণগত শিক্ষার উপর বিশেষ নজর দিচ্ছে। তাই ত'তীয় শ্রেণী থেকে একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের পাশের উপর নজর দেওয়া হচ্ছে। তিনি বলেন, আমাদের দেশ বর্তমানে দ্রত এগিয়ে যাচ্ছে। রাজ্য সরকার আগামীদিনে আরও ৭টি ডিগ্রি কলেজ স্থাপন করবে। গত বছর মুখ্যমন্ত্রী বি এড অনুপ্রেরণা যোজনায় ৭০০ জনকে বিভিন্ন ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ দেওয়া হয়েছে, যার সুদ সরকার বহন করবে। এস সি, এস টি, ও বি সি ছাত্র-ছাত্রীদের বি এড পড়ার জন্য সরকার বাইরে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছে। দ্বাদশ শ্রেণী পাশ করার পর বি'ান বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের ভালো কোচিং পেয়ে ভবিষ্যত গড়ার লক্ষ্যে রাজ্য সরকার দক্ষিণা নামক সংস্থার সাথে মৌ স্বাক্ষর করেছে। আজকের অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী ছাড়াও বিধায়ক কল্যাণী রায়, বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী ও বিধায়ক অতুল দেববর্মাও বক্তব্য রাখেন। পরবর্তী সময়ে ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে এক সাংস্ক'তিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।